# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 541. September, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪১ সংখ্যা। { ভাদ্র, ১৩১৫। সেপ্টেম্বর, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

দান—বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, মহাত্মা স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র দত্ত স্মৃতি ফণ্ডে ২৫০ শত টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা টেমার্স লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ বসু তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে বেলগাছিয়া এলবার্ট ভিক্টর হাঁস-পাতালে ২৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

শোকসংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী বহুদিন যাবৎ বাতরোগে ক্লেশ পাইয়া বিলাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরমেশ্বর এই অশেষ গুণবতী ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর আত্মার শান্তি বিধান করুন।

বিলাত যাত্রা—স্বদেশভক্ত শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল গত ১৯শে আগষ্ট বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। এই সঙ্গে প্রায় দ্বাদশটী বঙ্গীয় যুবক ইউরোপের বিবিধ প্রদেশে বিবিধ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায় ২০শে আগষ্ট বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

কৃষিবিদ্যালয়—ভাগলপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরে সাবরে গবর্ণমেণ্ট "বঙ্গীয় কৃষি কলেজ" নামে একটী কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ছোটলাট বাহাদুর এই বিদ্যা-লয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

পুনা বিধবাশ্রম—বোম্বায়ের পুনা সহরে এই বিধবাশ্রমের দিন দিন বেশ উন্নতি হইতেছে, এবং জন সাধারণের বিশেষ সহানুভূতিতে ইহা উত্তরোত্তর উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। অনেক-গুলি সম্ভ্রান্ত বিদুষী মহিলা এই আশ্রমের ভার গ্রহণ করিয়া এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। শিক্ষা ধর্ম্ম ও সেবাব্রতে বিধবারা শিক্ষিত হইয়া

সমাজের উপকার সাধন করিতে পারেন ইহাই আশ্রমের উদ্দেশ্য। এই আশ্রমের উত্তরোত্তর উন্নতি এবং ভারতে এইরূপ আশ্রমের বহুল প্রচার আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

স্মৃতি সভা—স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের মৃত্যু দিন উপলক্ষে গত ২০শে আগষ্ট কলিকাতা সিটী কলেজ হলে তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতি সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃথ্বীশ চন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে সেই মহাত্মার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া বক্তৃতা করেন।

প্রসিদ্ধ চিত্রকর—সিমলার চিত্রপ্রদর্শনীতে চিত্রকর শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সূর্য্যাস্ত নামে একখানি চিত্র প্রদর্শন করিয়া পুরস্কার ও সম্মান লাভ করিয়াছেন।

শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যা—বাঙ্গলা ও বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীমতী সরলাবালা মিত্র বি, এ, ও কুমারী ফৈজী বি, এ, নাম্নী দুইটী মহিলা শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। কুমারী ফৈজী কিছুদিন পরেই ভারতে প্রত্যাগমন করেন। সম্প্রতি শ্রীমতী সরলাবালা মিত্র বিলাতি হইতে শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া বেথুন কলেজে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, ভবিষ্যতে তিনি তাহার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইবেন।

সৈন্যসংগ্রহ—সম্প্রতি আফগানিস্থানের আমীর নিয়ম করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে প্রত্যেক আট জনের মধ্যে একজন প্রজাকে সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিতে হইবে। এই প্রথায় সৈন্য সংগ্রহ হইতেছে এবং সৈন্য সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইতেছে।

তুরস্কের নূতন শাসনপ্রণালী—তুরস্কের সুলতান সম্প্রতি তাঁহার সাম্রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপনের আয়োজন করিতেছেন, এই সংবাদে সকলেই সন্তুষ্ট।

---

# ভক্তকবি তুলসীদাস।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে,—তুলসীদাস কাশীধামে একটী সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে আর একবার ঘটিয়াছিল। তাঁহার অযোধ্যায় বাসকালে কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণের একমাত্র শিশুসন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী মৃতশিশুকে লইয়া রোদন করিতে

করিতে তুলসীর পদতলে গিয়া পতিত হইলেন, এবং হৃদয়ভেদী করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন,—হে ঠাকুর! হে দয়াময়! দয়া করুন—দয়া করুন! এই শিশুকে জীবিত করুন, নহিলে স্ত্রীপুরুষে আমরা প্রাণত্যাগ করিব। তুলসী সেই মৃত শিশুর মস্তকে করস্পর্শ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই শিশু আস্তে আস্তে নেত্র উন্মীলন করিল। তুলসী স্নেহভরে শিশুকে লইয়া তাহার মাতার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন, বলিলেন,—"তোমাদের ভক্তি ও বিশ্বাসের ঐকান্তিকতার প্রভাবে এই শিশু প্রাণ পাইল। প্রাণান্তেও সেই সর্ব্বশক্তিমান্ কৃপাসিন্ধুকে বিস্মৃত হইও না।"

এই মৃতসঞ্জীবনী শক্তি কি মানবের? না ঈশ্বরের? মানবেরই বল, বা ঈশ্বরেরই বল, একই কথা। ঈশ্বর মানবকে যেমন আধিভৌতিক উপাদানে, তেমনি আধ্যাত্মিক উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হৃদয়াধিষ্ঠিত সেই শক্তিকলা বা সচ্চিদংশকে ( ১ ) মানব নিজ সাধনাদ্বারা অসীম শক্তিতে পরিণত করিতে পারে। যেমন কণামাত্র অগ্নিকে ব্যজন বা ভস্ত্রাদিদ্বারা দিগ্দাহী মহাগ্নিরূপে পরিণত করা যায়, তেমনি অন্তর্নিহিত শক্তিকলাকে সাধনা দ্বারা বিরাট্ শক্তিতে পরিণত করা যায়। মানবের কল্যাণী ভাবনার সহিত ব্রহ্মশক্তির সংযোগ অবশ্যম্ভাবী। মেঘাবরণে সূর্য্যের ন্যায়, রাজসিক ও তামসিক ভাবের আবরণে মানবাত্মার ঐশী শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। যাবৎ ঐ আবরণ অপসৃত না হয়, তাবৎ ব্রহ্মশক্তির বিকাস হয় না। ঈশ্বর দূরে সমীপে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা জাজ্জ্বল্যমান থাকিলেও, অশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যীশুখৃষ্ট সত্যই বলিয়াছেন;—"Blessed are the pure in heart; for they shall see God."—অর্থাৎ যাঁহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ, তাঁহারাই ধন্য, কারণ, তাঁহারা ঈশ্বরদর্শনের অধিকারী। শঙ্করাচার্য্য বলেন;—

"পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ংপ্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েংশুমানিব॥"

—অর্থাৎ, ঐশীশক্তি মানবাত্মায় অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে, সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, তাহা মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাবে আত্মা, স্বপ্রকাশ-আনন্দময়-চিন্ময় ভাব ধারণ করে। তখন সে আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ে সহোদর ভাই, উভয়েই তুল্যগুণ ও তুল্যপ্রভাব। তখন সে আত্মার নিকট অসাধ্য বা অসম্ভব কি আছে? তখন সে আত্মা সমস্ত বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত। তখন তাহার সর্ব্বত্র অবাধ গতি, তাহার প্রভাব সর্ব্বজয়, এবং তাহার সিদ্ধি সর্ব্বতোমুখী। যতক্ষণ জীবের লেশমাত্র ভববন্ধন থাকিবে, যতক্ষন "সোঽহং"-ভাবে সে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ সমাহিত না হইবে,

(১) শঙ্করাচার্য্য মানবাত্মার এই শক্তিকলাকে "সচ্চিদংশ" অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অংশ বলিয়াছেন;—
"আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতি দ্বয়ম্।
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে॥"

ততক্ষণ সে জীবন্মুক্ত হইবে না। দেখ! প্রহ্লাদ পিতার আদেশে কঠিন নাগপাশে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া অতল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইলেন, তাঁহার উপর অগণিত শিলা-শৈলাদি স্তূপে স্তূপে নিক্ষিপ্ত হইল।

অতল সিন্ধুগর্ভে নিমজ্জিত, তদুপরি অসংখ্য পর্ব্বতরাশির সহস্রযোজনব্যাপী সুবিশাল স্তূপ। তন্মধ্যে থাকিয়াও প্রহ্লাদ, আহ্নিক বেলা উপস্থিত হইয়াছে, জানিতে পারিলেন। তখন একাগ্রহৃদয়ে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রথম স্তবগুলি, "জীব ও ঈশ্বর"—এইরূপ দ্বৈতভাবে সম্পন্ন হইল। সে স্তবগুলি অতি উচ্চভাবের হইলেও, তদ্দ্বারা তাঁহার নাগপাশের বন্ধন ও পর্ব্বতস্তূপের আবরণ খসিল না। ক্রমশঃ তাঁহার স্তব উচ্চে উঠিল, আরো উচ্চে—আরো উচ্চে—আরো উচ্চে উঠিল। শেষে যখন চরম সীমা স্পর্শ করিল, জীব ও ঈশ্বর—এ দ্বৈতভাব একেবারে ঘুচিয়া গেল, তখন বলিতে লাগিলেন ;—

"সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ
পুমান্॥"

অর্থাৎ, সেই আমি এখন সর্ব্বব্যাপী। অনন্তে পরিণত হইলাম। আমা হইতে সকলি, আমি সকলি, আমাতেই সকলি। আমিই নিত্য, অক্ষয়, অনন্ত, পরমাত্মা। আদিতে আমিই ব্রহ্ম, অন্তে আমিই পরমপুরুষ। এইরূপে যখন তাঁহার আত্মায় ও পরমাত্মায় অভেদজ্ঞান হইল, তিনি একেবারেই আত্মবিস্মৃত হইলেন, অদ্বৈত ভাবনাযোগে ব্রহ্মময় হইয়া গেলেন, তখন তাঁহার নাগপাশসকল আপনা হইতেই খলিত হইল। সমস্ত জলচর সহ সেই মহাসিন্ধু বিক্ষোভিত হইল। গিরি-নদী-কাননাদিসহ বসুন্ধরা বিচলিত হইল। দৈত্যগণনিক্ষিপ্ত সুবিশাল শৈলরাশিকে তৃণকণার ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রহ্লাদ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইলেন।

শুদ্ধসত্ত্ব পরম যোগীরা যাহা বলেন, যাহা করেন, তাহা প্রাকৃত মানবের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত হইলেও, তাহা অখণ্ড সত্য। তুমি আমি বুঝিতে পারি না বলিয়া কি সত্যের জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ হইবে? পরিপূর্ণ সূর্য্যমণ্ডলকে আমার চক্ষু ধারণা করিতে পারে না বলিয়া কি সৌরমণ্ডল সঙ্কুচিত হইবে? প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—"পিতঃ! যাহার যাহার হৃদয়ে সেই সর্ব্বশক্তিমানের আবির্ভাব, তাহরি তাহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে।" এই প্রহ্লাদ-বাক্য সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে অব্যভিচারী সত্য। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের পবিত্রাত্মা সাধুরা নিরন্তর ঈশ্বরসাধনার ফলে অলৌকিকী শক্তি লাভ করিয়া অমানুষিক কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়া থাকেন, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখান যায়। কয়েকটী ঘটনামাত্র এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। পারস্যসম্রাট্ নাদিরসাহের সৈন্যগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দিল্লীর সহস্র

সহস্র লোককে হত্যা করিল। অবশিষ্ট অধিবাসীদিগকেও তাহারা হত্যা করিত, কিন্তু একজন ফকির তাহাদিকে রক্ষা করিলেন। ফকির নাদিরসাহের নিকট গিয়া তাঁহার হস্তে একখানি দর্পণ দিয়া, তন্মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন। নাদিরশাহ সেই দর্পণমধ্যে দেখিলেন,—তাঁহার সমুদায় সৈন্য মস্তকবিহীন হইয়া তন্মধ্যে দণ্ডায়মান! ফকির বলিলেন,—"আপনি এই হত্যাকাণ্ড যদি এই মুহূর্ত্তে নিবারণ না করেন, তবে আপনার সৈন্যের ঠিক্ এই দশা ঘটিবে।" সাতিশয় ভীত হইয়া, নাদির তৎক্ষণাৎ সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড নিবারণ করিলেন।

কয়েক বৎসর গত হইল, অযোধ্যায় একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। একথামা লুচি ও এক হাঁড়ি মিঠাই সম্মুখে রাখিয়া তিনি সমাগত বহুসংখ্যক লোককে সেই খাদ্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাহা আকণ্ঠ ভোজন করিয়া সহস্র সহস্র লোক পরিতৃপ্ত হইল। দ্রৌপদীর কণামাত্র শাকান্নে সহস্র দুর্ব্বাসাশিষ্যের আকণ্ঠ ভোজন, অথবা যীশুর পাঁচখানি রুটি ও অত্যল্প মৎস্যের দ্বারা পাঁচ সহস্র লোকের পরিপূর্ণ তৃপ্তিসাধন অলীক উপন্যাস নহে।

ইলাইজা নামক একজন য়িহুদি সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি একদা 'গিন জরেফাথ নামক নগরে গমন করিয়া দেখিলেন,—এক দুঃখিনী বিধবা অতিকষ্টে সামান্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছে। তিনি বিধবাকে কহিলেন,—"আমাকে কিছু আহার প্রদান কর।" বিধবা উত্তর করিল,—"একটী কাষ্ঠপাত্রে কয়েক মুটা ময়দা ও এক মৃণ্ময়পাত্রে কয়েক ফোঁটা তৈল ব্যতীত আমার আর কিছুই নাই। কোথা হইতে আপনাকে আমি আহার প্রদান করিব।" সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"যাও, তোমার সেই কাষ্ঠ ও মৃণ্ময়পাত্র বহুদিন পর্য্যন্ত ময়দা ও তৈলে পূর্ণ থাকিবে।" তাহাই হইল। ময়দা ও তৈল বিক্রয় করিয়া বিধবার দুঃখ ঘুচিল। কিয়দ্দিন পরে সেই বিধবার একমাত্র পুত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বিধবা পুত্রের শবদেহ লইয়া সন্ন্যাসী ইলাইজার শয্যায় শায়িত করিয়া চলিয়া আসিল। ইলাইজা তাহা জানিতে পারিয়া, বালকের পুনর্জীবনের জন্য একান্তভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে বালক পুনরায় জীবন লাভ করিল।—"And he stretched himself upon the child three times, and cried unto the Lord, and said :—O Lord, my God, I pray thee, let this child's soul come into him again."

"And the Lord heard the voice of Elijah; and the soul of the child came into him again, and he rivived." ( Holy Bible, I. Kings XVII., 21, 22. )

যীশুখৃষ্টের প্রধান শিষ্য পিটর একদা জেরুসেলমের মন্দিরে উপাসনা করিতে

যাইতেছিলেন। একজন পঙ্গু মন্দিরের দ্বারে বসিয়া ভিক্ষা করিত। পিটারের নিকট সে ভিক্ষা চাহিল। পিটার বলিলেন,—আমার টাকাকড়ি নাই, কিন্তু তোমার জন্য আমি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। পঙ্গু জন্মাবধি চলিতে ফিরিতে পারে নাই, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল, এবং আনন্দে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল।

Then Peter said :—"Silver and gold have I none; but such as I have, give I thee : In the name of Jesus Chirst of Nazareth rise up and walk."

"And he took him by the right hand, and lifted him up; and immediately his feet and ancle bones recieved strength."

"And he leaping up stood, and walked, and entered with them into the temple, walking and leaping, and praising God."

(New Testament, the Acts, III. 6, 7, 8.)

যীশুর তিরোধানের পর মহাত্মা পল্ খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৎকালে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকারীরা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। পল্ অভিযুক্ত হইয়া জাহাজে করিয়া রোম-নগরে প্রেরিত হইলেন। ভূমধ্যসাগরে আসিয়া জাহাজ জলমগ্ন হইল। অতিকষ্টে নাবিক ও আরোহিগণ এক দ্বীপে গিয়া উঠিল। পল্ কতকগুলি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জ্বালাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কাষ্ঠের ভিতর এক ভয়ানক বিষধর লুক্কায়িত ছিল। সর্প পল্‌কে দংশন করিল। সকলে মনে করিল, যে, পল্ অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। কিন্তু পল্ ঈশ্বরগতপ্রাণ, পরম ভক্ত, সর্পবিষে তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট হইল না।

অলৌকিক সাধুচরিত্রে এরূপ অলৌকিক ঘটনা সহস্র সহস্র উল্লেখ করা যায়। যে ভাবনাযোগের এতদূর শক্তি, যাহাদ্বারা অচিন্তনীয় অদ্ভুত কার্য্যসকল সম্পন্ন হয়, সে ভাবনাকে কল্যাণপথে নিয়োজিত করিলে জীবের অনন্ত উন্নতি এবং অসৎপথে নিয়োজিত করিলে, অনন্ত অবনতি অবশ্যম্ভাবী। মনের বিশুদ্ধিসাধনই মানবের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা। ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখ স্রোতকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া, ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী বিভূতির নিরন্তর ভাবনা ও তদনুরূপ আচরণ যতই করিবে, ততই ভাবসকল নির্ম্মল, উজ্জ্বল ও উন্নত হইতে থাকিবে। উন্নতি বা অবনতি মনুষ্যের নিজের সাধ্যায়ত্ত। তুলসী বলিতেছেন ;—

"তুলসী যহ তনু খেত হৈ, মন বচ কর্ম্ম কিসান।
পাপ পুণ্য দৈ বীজ হৈং, ববৈ সো লহৈ নিদান॥"

—এ শরীর ক্ষেত্রস্বরূপ, পাপ ও পুণ্য

বীজস্বরূপ; মন, বাক্য ও কর্ম্ম—এ তিনটী কৃষক; যে যেরূপ বীজ বপন ও পোষণ করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে।

"তুলসী যহ তনু তবাহৈ,তপত সদা ত্রয়তাপ।
শাংত হোহি জব শাংতিপদ, পাবৈ রাম-
প্রতাপ॥

—এ দেহ কটাহস্বরূপ, ত্রিতাপ-দহনে সদা দহ্যমান। যদি (সদ্‌গুরুসেবা ও সদনুষ্ঠান দ্বারা) মনকে শান্তিপথে প্রবর্ত্তিত কর, তবে ভগবৎপ্রসাদে শান্তিলাভ করিবে।

"তুলসী মিটৈন মোহতম কিএ কোটি
গুণগ্রাম।
হৃদয়-কমল ফুলৈ নহিং বিনু রবিকুলরবি-
রাম॥

—হে মানব! তুমি কোটি কোটি গুণগ্রামে বিভূষিত হও, তথাপি, যাবৎ তোমার হৃদয়ে সেই রবিকুলরবি ভগবান্ রামের (ঈশ্বরের) আবির্ভাব না হইবে, তাবৎ তোমার. মোহান্ধকার ঘুচিবে না, তোমার হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হইবে না। মন শ্রেয়ঃপথে প্রবর্ত্তিত না হইলে, হৃদয়ে ঈশ্বরানুভূতি না হইলে, মানব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, অসিদ্ধ মানবের ত্রিতাপ হইতে শান্তিলাভ কোথায়? ইহা বলিয়া তুলসী বলিতেছেন,—এ জগতে একমাত্র সাধু মহাত্মারাই শ্রেয়ঃপথে প্রবর্ত্তয়িতা, শান্তিরাজ্যে নেতা। কিন্তু সাধুসঙ্গ করিতে গিয়া কপট সাধুর কুহকে পড়িওনা, চন্দন-ভ্রমে বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিওনা। ইহা বলিয়া তিনি প্রকৃত সাধুর লক্ষণ জানাইতেছেন;—

"সরল বর্ণ ভাষা সরল, সরল অর্থময় মানি।
তুলসী সরলে সংতজন, তাহি পরী পাই-
চাংনি॥

—যাঁহার বর্ণ সরল, ভাষা সরল, অর্থ সরল, ভাব সরল, সকলি সরল, তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানিও।

"অতি শীতল অতিহী সুখদাঈ,
শম দম রামভজন অধিকাঈ।
জড় জীবনকো করৈ সচেতা,
জগমাহীং বিচরত যহি হেতা॥"

—যাঁহার স্বভাব অতি স্নিগ্ধ, অতি সুখদ, যিনি শান্ত, দান্ত, ভগবদ্ভজনে অধিকারী, যিনি জড় জীবনকে চৈতন্যময় করিয়া দেন এবং ঐ মঙ্গলময় উদ্দেশ্যেই জগতে বিচরণ করেন, তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানিও।

"তুলসী ঐসে কহুঁ কহুঁ ধনি ধরণী বহ সংত।
পরকাজে পরমারথী, প্রীতি লিএ নিবহংত॥"

—এই রত্নাগর্ভা ধরণী এরূপ অনেক সাধুকে বক্ষে ধারণ করেন, যাঁহারা পরোপকারকে ও পরের প্রীতিবিধানকেই পরমার্থ জ্ঞান করেন।

"শত্রু ন কাহু করি গনৈ, মিত্র গনৈ নহিং
কাহি।
তুলসী যহ মত সংতকো, বোলৈ সমতা-
মাহিং॥"

—যাঁহাদের কাহারও উপর আপনার-পরজ্ঞান নাই, যাঁহারা আব্রহ্ম-কীটাণু সকলকে সমভাবে পরম মিত্র বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই সাধু; কেননা, সমতাই সাধুলক্ষণ।

"অতি অনন্যগতি ইংন্দ্রিয়জীতা,
জাকো হরি বিনু কতহুঁন চীতা।
মৃগতৃষ্ণাসম জগ জিয় জানি,
তুলসী তাহি সংত পহিংচানী॥"

—যাঁহারা ইন্দ্রিয়জয়ী বীর, যাঁহাদের ঈশ্বর বিনা অন্য গতি নাই, যাঁহাদের চিত্ত ঈশ্বর ভিন্ন আর কোথাও যায় না, তুলসী বলিতেছেন,—তাঁহাদিগকেই সাধু বলিয়া চিনিও।

"সো জন জগত জহাজহৈ, জাকে রাগণ দোষ।
তুলসী তৃষ্ণা ত্যাগিকে, গহেউ শীল সংন্তোষ॥"

—যিনি রাগদ্বেষাদিদোষ-স্পর্শ-শূন্য, যিনি তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া শীল ও সন্তোষকে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি জীবের ভবসিন্ধু পারের তরণী।

"শীলগহনি সবকী সহনি, কহনি হীয় মুখরাম।
তুলসী রহিএ এহি রহনি, সংত জননকো কাম॥"

—স্বভাবে সর্ব্বসহিষ্ণুতা এবং হৃদয়ে ও বদনে সদাই ঈশ্বরের নাম, এইরূপ চরিত্রই অবলম্বনীয়, ইহাই সাধুশীলতা।

"কোমল বাণী সংতকো, শ্রবৈ অমৃতময় আয়।
তুলসী তাহি কঠোর মন সুনত মৌন হোই জায়॥"

—সাধুর মধুর বচন, কর্ণকুহরে অমৃত-ধারা ক্ষরণ করে, সে কথা শুনিলে অতি কঠিন মনও স্তম্ভিত হয়।

"অনুভব সুখ উতপতি করত, ভবভ্রম ধরৈ উঠায়।
ঐসী বাণী সংতকো জোউর ভেদৈ আয়॥"

—সাধুবাক্যের এরূপ মহিমা যে, তাহা ভ্রমজালকে বলপূর্ব্বক উৎপাটন করে, হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভূতি উৎপাদন করে, ভেদবুদ্ধিকে দূরীভূত করে।

"শীতলবাণী সংতকী, শশিহূতে অনুমান।
তুলসী কোটি তপনি হরৈ, জো কোউ ধারৈ কান॥"

—সাধুবাণী শশাঙ্ক হইতেও সুশীতল; যে কেহ সেই বাণী কর্ণে ধারণ করে, তাহার কোটি তপনতাপ তিরোহিত হয়।

"পাপতাপ সব শূল নশাবৈ,
মোহ অংধ রবি বচন বহাবৈ।
তুলসী ঐসে সদ্‌গুরু সাধু,
বেদমধ্যগুণবিদিত অগাধ॥"

—সদ্‌গুরু সাধুর এমনি প্রভাব যে, তাঁহা দ্বারা সমস্ত পাপতাপ নিঃশেষিত হয়, মোহান্ধকারে রবিরশ্মিজাল উদ্ভাসিত হয়; তিনি অগাধ বেদসিন্ধু হইতে সাররত্ন উদ্ধার করেন।

"তন করি মন করি বচন করি কাহূ দূষত নাহিং।
তুলসী ঐসে সংত জন রামরূপ জগমাহিং॥"

—যাঁহারা কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট করেন না, সমভাবে সকলেরই কল্যাণ চিন্তা করেন, তাঁহারা এ জগতে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর।

"কংচন কাঁচহি সমগনৈ, কামিনি কাঠ পষাণ।
তুলসী ঐসে সংতজন, প্রথিবী ব্রহ্ম সমান॥"

—যাঁহার কাচে ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান, কামিনীতে ও কাষ্ঠ-পাষাণে সমজ্ঞান, এরূপ সাধুব্যক্তি ধরাধামে ব্রহ্মতুল্য।

নিকিঞ্চন ইন্দ্রিয়দমন, রমন রাম একতার।
তুলসী ঐসে সংতজন বিরলে যা সংসার॥"

—যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, অকিঞ্চন, ভূমানন্দের সহিত যাঁহার আত্মা একীভূত হইয়া গিয়াছে, এরূপ সাধু জগতে বিরল।

আর কত উদ্ধৃত করিব? তুলসীর ভক্তিরসের কবিতা উদ্ধৃত করিতে গেলে "বাঁশবনে ডোমকাণা" হইতে হয়। কোনটী রাখিয়া কোনটী তুলিব ভাবিয়া পাই না। এ প্রেমভক্তির অবতার—এ অপূর্ব্ব কবিত্বের আধার যে দেশে যে যুগে আবির্ভূত হন, সে দেশ ও সেই যুগ ধন্য!

যে মহাত্মা সেই প্রেমসিন্ধুকে আত্মায় ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয় মহাপ্রেমে দ্রবীভূত হইয়া সমস্ত বিশ্বমণ্ডলে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাঁহার চক্ষে রাক্ষস পিশাচ-ভূত, হিংস্র শ্বাপদ, কালসর্প, কৃমিকীট, কীটাণু, কেহই উপেক্ষার পাত্র নহে। তাঁহার নিকট সকলি ব্রহ্মময়, মহাশূন্যও পূর্ণানন্দময়। মরুভূমির প্রতপ্ত বালুকারাশির মধ্যেও তিনি বিরাট ব্রহ্মের করুণারাশি বিকীর্ণ দেখিতে পান, শবকঙ্কালসমাকীর্ণ ঘোর শ্মশানেও তিনি বিশ্বপতির অপারকরুণা-চিহ্ন দর্শন করিয়া ভক্তিভরে মস্তক নত করেন। "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—তাঁহার নিকট সকলি আনন্দময়, সকলি অমৃতময়, সকলি মধুর, সকলি সুন্দর।

অন্যান্য কবি বা গ্রন্থকার, নিজ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে নিজ ইষ্টদেবের স্তুতি ও প্রণতি করিয়াই ক্ষান্ত হন, কিন্তু বিশ্বপ্রেমিক তুলসীদাস নিজ কাব্যের মঙ্গলাচরণে, ব্রহ্ম হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূতমণ্ডলের স্তুতি ও প্রণতি করিয়াছেন, কেননা, সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুর নিকট ইতর-বিশেষ নাই, সকলি সমান, সকলি ব্রহ্মময়। এস্থলে তদীয় রামায়ণের মঙ্গলাচরণ হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইল;—

"জড় চেতন জগ জীব যুত, সকল রামময় জানি।
বন্দোং সবকে পদকমল, সদা জোরি যুগপানি॥
দেব দনুজ নর নাগ খগ, প্রেত পিতর গন্ধর্ব্ব।
বন্দোং কিন্নর রজনিচর, কৃপা করহু অব সর্ব্ব॥
আকর চারিলাখ চৌরাসী জাতজীব নভজল-থলবাসী।
সীয় রামময় সব জগ জানি, করোং প্রণাম সপ্রেম সুবাণী॥
জ্ঞান কৃপাকর কিঙ্কর মোহু, সব মিল করহু ছাঁড়ি ছল ছোহু।
নিজ বলবুদ্ধি ভরোস মোহি নাহি, তাতে বিনয় করহুং সব পাহীং॥"

—যত জীব আছে ভবে জড় বা চেতন,
সকলি তো রামময় করি দরশন;

কৃতাঞ্জলিপুটে তাই চরণে সবার,
অদ্বৈত ভকতিভরে ক'রি নমস্কার।
সুরাসুর, নাগ, নর, ভূচর, খেচর,
পিতৃ মাতৃ প্রেতলোক, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর;
রাক্ষস, পিশাচ, ভূত প্রণমি সবারে,
সকলেই কৃপাদৃষ্টি করুন আমারে।
চারিটী যোনিতে সৃষ্ট যত জীবগণ,
যাদের চৌরাশীলক্ষ ভেদের গণন; (১)
জলে স্থলে নভস্তলে যে যেখানে রয়,
হেরিতেছি সবি আমি সীতারামময়;
যুক্ত করে নতশিরে সবারি চরণে,
নমি আমি বারবার প্রেমপূর্ণ মনে।
কিঙ্কর জানিয়া মোরে সকলে মিলিয়া,
দয়া কর মোর প্রতি কপট ছাড়িয়া;
নাহি বল, নাহি বুদ্ধি, ভরসা আমার,
তাই মম এ মিনতি চরণে সবার।

(ক্রমশঃ।)

(১) হিন্দুশাস্ত্র মতে চারি যোনিতে উৎপন্ন চৌরাশী লক্ষ প্রকার জীব জলে, স্থলে ও আকাশে বাস করে। চারি যোনিতে উৎপন্ন যথা;—স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ। তন্মধ্যে স্থাবর ৩০ লক্ষ প্রকার; জঙ্গম-মধ্যে জলচর ৯ লক্ষ প্রকার; কৃমিজ ১০ লক্ষ প্রকার; অণ্ডজ ১১ লক্ষ প্রকার পশু ২০ লক্ষ প্রকার; মানব ৪ লক্ষ প্রকার। ৩০+৯+১০+১১+২০+৪= ৮৪ লক্ষ প্রকার।

# আর্য্যদিগের রন্ধনপাত্র ও ভোজনপাত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লৌহনির্ম্মিত পাকপাত্র বিধবাদিগের পক্ষে ব্যবহার নাই। অপরের পক্ষে লৌহপাত্রে পাক করা অপেক্ষা উহাতে ভোজন করা অত্যধিক নিষেধ। এক্ষণে বিদেশীয় সংস্রবে ষ্টীলের বাসনে ভোজনাদির ব্যবহার হইতেছে, কলাই করা মৃন্ময় ভোজনপাত্রও প্রকারান্তরে চলিতেছে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাস করিলে ঐ সকল নিষিদ্ধ পাত্রে ভোজনে যে অনিষ্ট হইতেছে না, তাহা বলিতে পারা যায় না। বাঙ্গালীরা চিররুগ্ন কেন, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে শাস্ত্রোক্ত রন্ধনভোজনাদির ব্যতিক্রমে রোগোৎপত্তি হয়, যদি ইহা কাহারও মনে হয়, তাহা হইলে ইহাও মনে করা উচিত যে, নিষিদ্ধ ভোজনপাত্রাদিও ত্যাগার্হ। হিন্দুসমাজে তাম্রপাত্রে পাক করিবার রীতি এখন পর্য্যন্তও হয় নাই বলিয়া আমার জানা আছে। কলাইকরাতাম্রপাত্রে পাক করার রীতি যবন ম্লেচ্ছাদির মধ্যেই প্রচলিত আছে। কোন কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, তাম্রপাত্রে তুতিয়ার অংশ আছে। দৈবাৎ কলাইকরা তাম্রপাত্রের কলাই উঠিয়া গেলে উহাতে পাককরা অন্ন খাইলে বমন ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। তাম্রে বিষাক্ত আরও অনেক পদার্থ আছে, ইহা জানিয়া হিন্দুগণ তাম্রপাত্রে দুগ্ধ পান করেন না, এবং উহাতে রন্ধন ভোজনাদিও বর্জ্জন করেন।

রন্ধন করা হইলে সেই রন্ধিত পদার্থ কোন্ কোন্ পাত্রে রাখিবে, তাহারও প্রমাণ শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ভক্তং স্বপাত্রকে স্থাপ্যং ন স্থাপ্যং পাত্রান্তরে।
ঘৃতং কাষ্ঠায়সে স্থাপ্যং মাংসং মাংসভবং রসম্॥
স্থাপয়েদ্রাজতে হৈমে পাত্রে লৌহেঽস্য-কাষ্ঠজে।
পত্রাদি ষড়্‌বিধং শাকং স্থাপ্যং কাষ্ঠাশ্ম-লৌহজে॥
পক্বান্নং পিষ্টকং ভক্ষ্যং স্থাপ্যং কাংস্যেঽস্য-দারুজে।
ধারয়েচ্চ সদা ক্ষীরং পার্থিবে বাঽস্যকাষ্ঠজে॥
পানীয়ং পায়সং তক্রং মৃণ্ময়েষ্বেব ধারয়েৎ।
উক্তপাত্রান্তরে স্থাপ্যং যদ্ দ্রব্যং তদ্রুজাপহম্।
সর্ব্বদা সুখদং হৃদ্যমন্যথা দোষকারকম্॥
(পাকরাজেশ্বরঃ।)

অনুবাদ। যে পাত্রে ভাত পাক করা হয়, সেই পাত্রেই উহা রাখিবে, অন্য পাত্রে উহা স্থাপনযোগ্য নহে। কাষ্ঠপাত্রে ও লৌহপাত্রে ঘৃত রাখিবে। মাংস ও মাংসভব-রস অর্থাৎ মাংসের ঝোল প্রভৃতি রৌপ্য, স্বর্ণ, লৌহ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্রে রাখিবে। পত্র প্রভৃতি ছয় প্রকার শাক, হয় কাষ্ঠ-পাত্রে নয় প্রস্তরপাত্রে কিম্বা লৌহপাত্রে রাখিবে। মৃণ্ময়পাত্রে বা কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে দুগ্ধ রাখিবে। জল, পায়স ও ঘোল মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রেই রাখিবে। এই-রূপে উল্লিখিত পদার্থ সকল উল্লিখিত পাত্রে রাখিলেই উহা রোগনাশক হইয়া থাকে, খাইতেও ভাল স্বাদ লাগে, সুতরাং মনের মত খাদ্য হয়। আর যদি উল্লিখিত পাত্রে রাখা না যায়, তাহা হইলে সেই খাদ্য দোষজনক হইয়া থাকে।

হিন্দুগণ রন্ধনবিজ্ঞান এতই ভাল বাসিতেন যে, উহার কোন প্রকার আলোচনা হইতেই বিরত হন নাই। নতুবা ভোজন-দ্রব্য সকল পদার্থবিশেষে স্থাপন বশতঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষে যে উপকার বা অপকারজনক হয়, তাহা কখন অনুসন্ধান করিতেন না। তাই তাঁহারা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, রন্ধননিষ্পন্ন-পদার্থ উত্তম হইলেও পাত্রান্তরে স্থাপনের দোষে উহা অনুপকারী হইতে পারে, অতএব কখন যেন কেহ ঐ সকল নিয়মের ব্যতিক্রম না করেন।

কলিযুগে ভোজনপাত্রের নির্ণয় নাই। লোক সকল নানাস্থানে নানা অবস্থায় পড়িয়া ঐ নিয়ম স্থির রাখিতে পারিবে না বলিয়াই হয় ত ঐরূপ নিয়ম নাই। কিন্তু নিয়ম থাকা যে উচিত নয়, ইহা শাস্ত্রকার-গণের অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণতঃ আমাদের দেশে ধাতুপাত্রে, কদলী প্রভৃতি বৃক্ষপত্রে ও প্রস্তর পাত্রে ভোজন করিবার রীতি আছে। তাহাদের দোষগুণ নানাস্থানে নানা ভাবে বর্ণিত থাকিলেও কতকগুলি ভোজনপাত্রের দোষগুণ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

দোষঘ্নদৃষ্টিদং পথ্যং হৈমং ভোজনভাজনম্।
রৌপ্যং ভবতি চক্ষুষ্যং পিত্তঘ্নং কফবাতকৃৎ ॥
পৈত্তলং বাতকৃদ্রুক্ষমুষ্ণং কৃমিকফপ্রণুৎ।
কাংস্যং বুদ্ধিপ্রদং রুচ্যং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্ ॥
( ভাব প্রকাশঃ। )

স্বর্ণময় ভোজনপাত্র সর্ব্বদোষনাশক, দৃষ্টিশক্তিদায়ক ও হিতকর। রৌপ্যময় ভোজনপাত্র চক্ষুর হিতকর, পিত্তনাশক ও কফবাতকৃৎ। পিত্তলময় ভোজনপাত্র বাতজনক, রুক্ষ, উষ্ণ ও কৃমিকফনাশক। কাংস্য ভোজনপাত্র বুদ্ধিপ্রদ, রুচিজনক ও রক্তপিত্তপ্রসাদন।

পদ্মপত্রে ভবেৎ পুষ্টির্হবিষ্যাশীতু পুণ্যবান্।
ক্ষয়ী ভবতি তাম্রে চ কাচপাত্রে দরিদ্রতা ॥
তূতপত্রে ভবেদায়ুঃ কদলে কীর্ত্তিমাপ্নুয়াৎ।
মধুপাত্রে চ রোগঃ স্যাদ্বটপত্রে তু বৈষ্ণবঃ ॥
শালপত্রে ভবেৎ কামী পনসে চৈব স্বর্গতিঃ ॥
মৎস্যসূক্তং মহাতন্ত্রম্।

অনুবাদ। পদ্মপত্রে ভোজন করিলে পুষ্টিলাভ হয়, বিশেষতঃ যদি কেহ উহাতে হবিষ্য ভোজন করেন, তিনি পুণ্যবান্। তাম্রপাত্রে ভক্ষণ করিলে ক্ষয়রোগ জন্মে ও কাচপাত্রে খাইলে পরিণামে দরিদ্রতা জন্মে। তূতপত্রে ভক্ষণ করিলে লোক-বিশেষে আয়ু লাভ হয় ও কদলীপত্রে ভক্ষণ করিলে কীর্ত্তিলাভ হয়, অর্থাৎ উহাতে কোন নিন্দা নাই। মধুপত্রে আহার করিলে রোগ জন্মে, বটপত্রে আহার করিলে ঈশ্বরনিষ্ঠ হয়। শালপত্রে ভক্ষণ করিলে কামী ও পনসপত্রে ভক্ষণ করিলে স্বর্গলাভ হয়।

উল্লিখিত শ্লোকে যে দরিদ্রতা জন্মে, কীর্ত্তিলাভ হয়, বৈষ্ণব হয়, স্বর্গলাভ হয় ইত্যাদি লিখিত আছে, ইহাতে উক্ত ভোজনপাত্র সকলের দোষ ও গুণই যে ঐরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। শাস্ত্রীয় বিধি সকলের পক্ষে যুক্তি অনুসন্ধানদ্বারা গুণাগুণ প্রমাণ করা আমার ন্যায় অজ্ঞের পক্ষে অসম্ভব। উক্ত ভোজনপাত্রাদির নিয়ম সম্বন্ধে বহু প্রমাণ শ্লোক আছে। ঐ সকল সংগ্রহদ্বারা প্রস্তাববাহুল্য করিয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে অতিরিক্ত বিরক্ত না করাই সঙ্গত মনে করি।

শ্রীঅভিলাষ চন্দ্র সার্ব্বভৌম কাব্যতীর্থ ও পুরাণতীর্থ।

---

# রমণী-রত্নমালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যে ব্যক্তি প্রাণরক্ষার জন্য যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়, যে চুরি করিয়া আপন প্রাণরক্ষা করে, ক্ষত্রিয়েরা তাহাকে চৌর ও কুলাঙ্গার বলে। যুদ্ধে বিজয়ী হউক বা বিজিত হউক, হত হউক বা জীবিত থাকুক, প্রাণপণে পরাক্রম প্রকাশ করিলেই সে

অশোচ্য হয়। উঠ! উঠ! এ বিষাদের সময় নহে; মহাতেজে উত্থিত হও, শস্ত্র ধারণ কর। যেন তোমাকে বিজয়ী হইয়া আসিতে দেখি, অথবা রণক্ষেত্রে তোমার রক্তাক্ত শবদেহ দর্শন করি; এ উভয়ই আমার তুল্য প্রীতিকর জানিও। পুরুষের জীবন ও মরণ ধর্ম্মপালনের জন্য। একমাত্র ধর্ম্মের নিকট নত হইবে; বরং শতধা বিচূর্ণ হইবে, তথাপি অন্যের নিকট নত হইবে না, কোনও কার্য্যেই কাহারও পশ্চাদগামী হইবে না। এ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করে নাই, প্রাণান্তেও কেহ দীনতা প্রকাশ করে নাই। হে ক্ষত্রিয়কুমার! আর্ত্তত্রাণ ও স্বদেশরক্ষা এই মহাব্রত পালনের জন্য, তুমি শপথপূর্ব্বক অস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত হইয়াছ, তাহা কি বিস্মৃত হইলে? প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য ক্ষত্রিয় সহস্র মৃত্যুকে তৃণজ্ঞান করে। আমি কি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই? তোমার বীরসিংহ পিতার রক্ত কি তোমার দেহে বিলুপ্ত হইল? আমাদের প্রাণাধিক প্রজারা শত্রুহস্তে নিপীড়িত, তাহাদের আর্ত্তনাদে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! আর তুমি কাপুরুষের ন্যায় নির্ব্বেদ-শয্যায় শয়ন করিয়াছ! ধিক্ তোমার মাতৃগর্ভে! তোমার পিতৃশোণিতে ধিক্!

পুত্র! প্রাণ দিয়া ধর্ম্মপালন কর, তোমার আত্মাকে ও বংশকে কলঙ্কপঙ্কে নিক্ষেপ করিও না। উত্থিত হও! জাগরিত হও! শস্ত্র ধারণ কর; মাতার আশীর্ব্বাদ ও পিতার পুণ্য তোমাকে সঙ্কটে রক্ষা করুক। সর্ব্বসঙ্কটহারী, ধার্ম্মিকের সহায় মধুসূদন তোমাকে সিদ্ধি দান করুন।"

মনস্বিনী জননীর অমূল্য উপদেশে ও উৎসাহে পুত্র উত্থিত হইলেন। ভক্তিভরে জননীকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—মাতঃ! আমি এ বিষাদশয্যা পরিত্যাগ করিলাম। আপনার তেজঃপূর্ণ উৎসাহবাক্যে আমার হৃদয় বজ্রবৎ কঠিন হইয়াছে, এই আমি আপনার চরণ ও কৃপাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি,—হয় শত্রুনিপাত করিয়া ফিরিব, না হয় রণক্ষেত্রে জীবন আহুতি দিব। কিন্তু মাতঃ! আমরা হৃতরাজ্য, নির্ব্বাসিত, সহায়-সাধন-শূন্য, আমাদের ধন-রত্ন-রাজকোষ সকলি লুণ্ঠিত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা জীবিকার অভাবে অবসন্ন। প্রবল শত্রুহস্ত হইতে রাজ্য উদ্ধার করা, তদুপযুক্ত অর্থ ও লোকবল বিনা কিরূপে সম্ভবে? এ জগতে নির্ধনের কেহই সহায় নাই। বিদুলা কহিলেন,—বৎস! আমার স্বর্গীয় পতিদেবের আমি সর্ব্বেশ্বরী ছিলাম। আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়া তিনি কোনও কার্য্য করিতেন না। সমস্ত রাজকোষ ও ব্যয়ভার আমার হস্তে ছিল। কাহারও ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে না। ভবিষ্যৎ বিপদের প্রতীকার জন্য আমি গোপনে ধনসঞ্চয় করিয়াছি। তোমার অজ্ঞাত সে অসীম ধনরাশি অতি গূঢ় স্থানে রক্ষিত আছে। আমার জন্য প্রাণদানে উদ্যত, সর্ব্বদুঃখসহিষ্ণু সহস্র

সহস্র বীরপুরুষ নানা স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছে। তাহারা ছদ্মবেশে ও নানা ব্যপদেশে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। এক্ষণে আমার উপদেশানুরূপ কার্য্য করিলেই তুমি কৃতকার্য্য হইবে। ফলতঃ সেই মহাপ্রভাবা বিদুষীর অদ্ভুত নীতি-কৌশলে তৎপুত্র অচিরাৎ হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। (১)

---

## ব্রহ্মবাদিনী গার্গী।

পুরা নৃপর্ষের্জনকস্য যজ্ঞে
সমাগতা ব্রহ্মবিদো মুনীন্দ্রাঃ।
অধ্যাত্মবাদেষু শশাক কোঽপি
ন যাজ্ঞবল্ক্যস্য পুরোঽপি গন্তুম্॥
—রাজর্ষি-জনক-যজ্ঞে হ'য়ে নিমন্ত্রিত,
ব্রহ্মবেত্তা ঋষিগণ হৈল সম্মিলিত;
সুদুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব করিতে বিচার,
যাজ্ঞবল্ক্য-সম্মুখে যাইতে সাধ্য কার?
গার্গী বচক্নোস্তনয়া মহর্ষেঃ
ব্রহ্মানলস্যেব শিখা জ্বলন্তী।
বিস্মাপয়ন্তী সকলান্ সভাস্থান্
বেদান্তবাদান্ সহ তেন চক্রে॥
—বচক্নু মুনির কন্যা গার্গী ভগবতী,
জ্বলন্ত ব্রহ্মাগ্নিশিখা যেন মূর্ত্তিমতী,
সতেজে সভায় আসি' বসিয়া আসনে,
বিচার করিলা বালা যাজ্ঞবল্ক্য-সনে।
প্রশ্নোত্তরৈস্তত্র তয়োঃ সভায়াং
যান্যাত্মতত্ত্বানি বিঘোষিতানি।
জয়ন্তি তান্যেব চিরং ভবেঽস্মিন্
বিজিত্য লোকত্রয়ভূতিসারম্॥
—সে নারীর অলৌকিক জ্ঞানপ্রতিভায়—
চমকিত মুগ্ধ সবে হইল সভায়;
যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী উভয়ের সে বিচার—
প্রশ্নোত্তররূপে ভবে হইল প্রচার।

মিথিলার অধীশ্বর রাজর্ষি জনক একটী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নানাদেশীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি সভামণ্ডপে এক সহস্র পয়স্বিনী ধেনু আনয়ন করেন। প্রত্যেক ধেনুর শৃঙ্গে আড়াই সের করিয়া স্বর্ণ নিবদ্ধ ছিল। রাজর্ষি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—এ সভায় ব্রহ্মবিদ্যাবিচারে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, তিনি এই স্বর্ণযুক্ত সহস্র গোধন পুরস্কার পাইবেন। পরাভবভয়ে সভাস্থ কেহই যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য সে সকল গোধন স্বয়ং গ্রহণ করায়, তত্রত্য প্রধান প্রধান বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ক্রমে সকলেই পরাস্ত হওয়ায়, আর কেহই তাঁহার সহিত বিচারে অগ্রসর হইলেন না। অনন্তর বচক্নু মুনির কন্যা তেজস্বিনী গার্গীদেবী যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখে গিয়া, ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক নিগূঢ়তম তত্ত্বসকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উভয়ের বিচার শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই পুণ্যময় যজ্ঞক্ষেত্রে গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবিচারে যে সকল অমূল্য আধ্যা-

---

(১) বিস্তৃত বিবরণ, মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, বিদুলার পুত্রানুশাসন, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫ অধ্যায় দেখ।

ত্মিক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা গুরু-পরম্পরায়, উপনিষদের সাররত্নরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (১)

---

মদালসা।

অধ্যাত্মতত্ত্বং বহুদাজহার
স্বতোপদেশেষু মদালসা সা।
যোগীশ্বরাণামপি তন্মুনীনাং
পদে পদে বিস্ময়মাতনোতি॥

—মদালসা স্বপুত্রের হরিতে অজ্ঞান,
যে গভীর আত্মতত্ত্ব করিল ব্যাখ্যান,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র তাহা করিয়া শ্রবণ
পদে পদে হন সবে বিস্ময়ে মগন।

অশেষকর্ত্তব্যবিধীন্ নরাণাং
বিশ্বেষু জীবেষু চ বিশ্বনাথে।
বিজ্ঞায় তস্যাস্তনয়ঃ স্বমাতুঃ
পুণ্যৈরলর্কোঽমরতাং প্রপেদে॥

—অশেষ জীবের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি
সমস্ত কর্ত্তব্য সুতে শিখাইল সতী;
অলর্ক মাতার সেই উপদেশ-বলে
অক্ষয় অতুল কীর্ত্তি রাখিল ভূতলে।

দিব্যপ্রভাবা মদালসা বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা। শত্রুজিৎ রাজার পুত্র ঋতধ্বজ, দুর্জ্জয় দানবগণকে জয় করিয়া মদালসার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নারী অনন্ত জ্ঞানের আধার ছিলেন। মদালসা অলর্কনামক নিজ পুত্রের শিক্ষা-কার্য্যের সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘকাল যাবৎ পুত্রকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া তাঁহাকে যে সকল অমূল্য জ্ঞানরত্ন দান করিয়াছিলেন, তাহাতে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ সকল উপদেশ পাঠ করিলে, তাঁহাকে বিরাট্ ধর্ম্মের অবতার বলিয়া জ্ঞান হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ মদালসা-চরিত্র সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ভারতীয় ঋষিগণকর্ত্তৃক মদালসার উপদেশ বেদবাক্যের ন্যায় আদৃত। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ২০ অধ্যায় হইতে ৩৬ অধ্যায় দেখ।)

---

সাবিত্রী।

সাবিত্রী জিতসূর্য্যদীপ্তমহসা—
　　জাজ্বল্যমানা সতী
পাতিব্রত্যতপোময়ী ভগবতো—
　　মূর্ত্তা বিভূতির্ভুবি।
ভর্ত্তারং বিকরালকালকবলাৎ—
　　প্রত্যাহরন্ত্যা যয়া
ত্রৈলোক্যং চ কুলত্রয়ং চ যুগপৎ—
　　পুণ্যৌজসা পাবিতম্॥

—উদিল সে সতীমূর্ত্তি সাবিত্রী ধরায়,
ভাস্কর নিষ্প্রভ যার তেজের প্রভায়;
সতীত্ব-তপস্যা বিদ্যা-প্রভাবের সার
সাবিত্রী-আকারে যেন সৃষ্ট বিধাতার;
করাল কালের গ্রাসে নিপতিত পতি,
কৃতান্তে জিনিয়া তারে উদ্ধারিল সতী;
পুণ্যময় সুধাময় সাবিত্রী-চরিত্র
ত্রিভুবন, তিন কুল করিল পবিত্র।

---

(১) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩য় অধ্যায়, ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ, যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সংবাদ দেখ।

সিদ্ধশবরী শ্রমণা।

চণ্ডালকন্যা শ্রমণৈব ধন্যা
যাহৈতভক্ত্যা রঘুনাথপাদে।
লব্ধ্বা মহামন্ত্রমৃষীন্ নিষেব্য
সিদ্ধিং প্রপেদে পরমাত্মযোগে॥

—ধন্যা সে চণ্ডালকন্যা শ্রমণা ভুবনে,
একান্ত ভকতি যার শ্রীরাম চরণে;
লভিয়া যে মহামন্ত্র মহর্ষি-সেবায়,
ব্রহ্মযোগে মহাসিদ্ধি লভিল ত্বরায়।

মূঢ়াঽবলা হীনকুলেঽপি জাতা
সর্ব্বৈরুপায়ৈঃ শ্রমণা বিহীনা।
পরাৎপরে শাশ্বতভক্তিযোগাৎ
ব্রহ্মর্ষিমৃগ্যাং পদমাশু লেভে॥

—শ্রমণা অবলা, মূঢ়া, জন্ম হীন কুলে,
তার প্রতি কেহ না চাহিত মুখ তুলে;
পরাৎপরে ছিল তার শাশ্বতী ভকতি.
ব্রহ্মর্ষিবাঞ্ছিত পদ লভিল মুকতি।

স্ত্রীত্বং চ পুংস্ত্বং বয় আশ্রমো বা
জাতিশ্চ বিদ্যা বিভবস্তপো বা।
দানং চ যজ্ঞো নহি সিদ্ধিহেতুঃ
ভক্ত্যৈব লভ্যা পরমার্থসিদ্ধিঃ॥

—পুরুষত্ব, স্ত্রীত্ব, জাতি, বিদ্যা, মান, ধন,
বয়স, আশ্রম, যজ্ঞ, তপস্যাচরণ,
দান, ধ্যান, ব্রত নহে ঈশ্বর-সাধন,
প্রাণের ভকতি দিলে মিলে সেই ধন।

---

কর্ণাটরাজমহিষী।

কর্ণাটরাজমহিষীব সরস্বতী সা
প্রজ্ঞাকবিত্ববিজিতাখিলসূরিবৃন্দা।
কর্ণাটভূপতিসভা বুধরত্নবৃন্দৈঃ
নক্ষত্ররাজিনিচিতা রজনীব রেজে॥

—কর্ণাটমহিষী ছিল রমণীর মণি,
অতুল পাণ্ডিত্য আর কবিত্বের খনি;
যার সনে সুধীগণ হারিয়া বিচারে,
মূর্ত্তিমতী সরস্বতী বলিত তাহারে,
কর্ণাটনৃপতি-সভা বুধরত্নগণে
শোভিত শর্ব্বরী যথা নক্ষত্র-ভূষণে।

কর্ণাটের রাজা ও রাজ্ঞী, রাজসভা-পণ্ডিত বল্লনকবি এবং মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির বিষয়ে নানা কিম্বদন্তী ও শ্লোক প্রচলিত আছে। বাহুল্যভয়ে এস্থলে উল্লিখিত হইল না। একদা কলিদাস আত্মগোপন করিয়া কর্ণাটরাজসভায় গিয়াছিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, কালিদাস আপনাকে কবি বলিয়া পরিচয় দিলেন। উহা শ্রবণ করিয়া দাম্ভিকা কর্ণাটমহিষী মহাক্রোধে বলিলেন;—

একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাদ্—
বল্মীকতশ্চাপরঃ
তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরব—
স্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্যরচনৈ—
শ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং—
কর্ণাটরাজপ্রিয়া॥

—এক কবি জন্ম যাঁর হইল নলিনে, (১)
অন্য কবি জন্ম যাঁর হইল পুলিনে, (২)

---

(১) 'নলিনে' অর্থাৎ ব্রহ্মার নাভিকমলে উৎপন্ন,—বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা।

(২) 'পুলিনে, অর্থাৎ নদীসৈকতে মৎস্যগন্ধার গর্ভে উৎপন্ন,—ব্যাসদেব।

অপর কবীন্দ্র যাঁর বল্মীকে উদ্ভব, (১)
আমার নমস্য তাঁরা ত্রিলোক-গৌরব;
আর যারা গদ্য পদ্য করিয়া রচন,
বেড়ায় লোকের চিত্ত করিয়া রঞ্জন,
কর্ণাটরাজের প্রিয়া আমি সে সবার,
শিরে এই বাম পদ স্থাপিনু আমার।

রাজা ও রাজ্ঞী শেষে কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বপ্রতিভার পরিচয় পাইয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে কালিদাসকে সমস্ত সাম্রাজ্য দান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তেজস্বী কালিদাস সে দান প্রত্যাখ্যান করেন।

---

( ভারতসাম্রাজ্ঞী মহারাণী, ভিক্টোরিয়া। )

ভিক্টোরিয়া সকলমঙ্গলবাসভূমিঃ
মূর্ত্তেব ভূতকরুণা জগদীশ্বরস্য।
ব্যাপ্য স্থিতে নিখিলবিশ্বমসীমরাজ্যে
যস্যাঃ প্রয়াতি সবিতা ন কদাচিদস্তম্॥
স্বর্দ্দুর্লভৈরপি ভবে বিভবৈর্বৃতাপি
ভোগক্ষমে বয়সি সত্যপি ভর্তৃহীনা।
নিষ্কামলোকহিতমাত্রমহাব্রতা যা
কালং নিনায় সুকৃতৈঃ শিবযোগিনীব॥
ভাষাং ন জাতিমপি বর্ণমপেক্ষমাণা
সর্ব্বেষ্বভিন্নহৃদয়া সমসৌম্যদৃষ্টিঃ।
ধর্ম্মাৎ পথোঽবিচলিতা ধ্রুবতারকেব
যাঽপালয়ৎ স্বতনয়ানিব সর্ব্বলোকান্॥
লোকোত্তরৈর্জগতি ধন্যমগণ্যপুণ্যৈঃ
যন্নাম সংস্মরত এব জনস্য সর্ব্বং
দূরং প্রয়াতি দুরিতং ননু ভারতীয়াঃ!
ভিক্টোরিয়াং স্মরত তামিব দেবতাং স্বাম্॥

—ভিক্টোরিয়া দয়ামূর্ত্তি বিশ্ববিধাতার,
একাধারে সর্ব্বসুমঙ্গলের আধার;
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া যার সাম্রাজ্য অমিত,
দিবাকর যাহে নাহি হন অস্তমিত।
ত্রিদিব-দুর্লভ ভোগসুখের সাধন—
যদিও চৌদিকে তার ছিল অগণন;
যৌবনে হারায়ে পতি সতীকুলমণি,
শিবময়ী তপস্বিনী হইল তখনি;
নিষ্কাম বিশ্বের হিত করিয়া সাধন,
সতত সুকৃত-ধর্ম্মে যাপিল জীবন;
জাতি-ধর্ম্ম-ভাষা-বর্ণ না করি' বিচার,
সম সৌম্য দৃষ্টি তার উপরে সবার;
ধর্ম্মপথে অবিচলা ধ্রুবতারা প্রায়,
পালিলা সে পুত্রসম প্রজা সমুদায়;
অগণ্য সুপুণ্যে ধন্য ভুবন-পূজিত—
নাম যার স্মরিলেই পলায় দুরিত;
ইষ্টদেবী সমা সেই ভিক্টোরিয়া মার—
পুণ্য নাম স্মর নিত্য ভারতকুমার!

---

ভারতসাম্রাজ্ঞী, ইংলণ্ডেশ্বরী, মহারাণী ভিক্টোরিয়া অতি পুণ্যবতী ছিলেন। প্রজাবাৎসল্য, দয়া ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে মহারাণী সর্ব্বত্র পূজিতা। এরূপ ধর্ম্মপ্রাণা, দয়াবতী রমণী জগতে দুর্লভ। তাঁহাকে সকলে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাঁহার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। অল্প বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিচারপতিগণ লোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে, সেই আজ্ঞালিপি মহারাণীর নিকট প্রেরিত হইত। মহারাণী

(১) 'বল্মীকে উদ্ভব'—ভগবান্ বাল্মীকি।

তাহার উপর স্বাক্ষর করিলে, অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত। একদা কোনও সৈনিক সেনাবিভাগের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিল। সেই অপরাধে সেনাপতি তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। স্বাক্ষরের নিমিত্ত সেই কাগজ পত্র মহারাণীর নিকট প্রেরিত হইলে, রাজমন্ত্রী তাহা মহারাণীর সম্মুখে রাখিয়া স্বাক্ষরের প্রার্থনা করিলেন। মহারাণীর হস্ত কম্পিত হইল ও চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"এই হতভাগার হয় ত স্ত্রী, পুত্র, পরিবার আছে, আমি তাহাদিগকে অনাথ করিতে পারি না।" রাজমন্ত্রী অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন;—"এত দয়া করিলে, সুচারুরূপে রাজ্যশাসন হইবে না।" কিন্তু দয়াময়ী বালিকা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলিলেন; —"ঈশ্বর দয়াময়; আমি যদি তাঁহার জীবের প্রতি দয়া করি, তাহা হইলে, তিনিও আমার প্রতি দয়া করিবেন।" এই বলিয়া তিনি সেই আজ্ঞালিপির উপর লিখিয়া দিলেন;— "আমি এই লোককে ক্ষমা করিলাম।" দয়াময়ী ভিক্টোরিয়ার আজ্ঞায় সে হতভাগ্যের প্রাণ রক্ষা হইল।

ভিক্টোরিয়া দয়াগুণে কত শত তাপিতের অশ্রুমোচন করিয়াছেন। তাঁহার অধিকারকালে তদীয় সুবিশাল সাম্রাজ্যে কত বিষয়ে কত উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি চরিত্র ও পুণ্যশীলতার আদর্শ। তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যবতী নারী আর দেখা যায় না। তাঁহার রাজত্বকালে বিজ্ঞানাদি অসংখ্য বিষয়ে এত নব নব আবিষ্কার হইয়াছে, মানবের জ্ঞাতব্য অশেষ বিষয়ে এত নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা মানবজাতির এত সুবিধা, সুখ ও সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়াছে, যে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালকে জগতের "বিজ্ঞানময় নবযুগ" বলা যায়।

অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, যে পৃথিবীতে যাঁহারা জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বড় হইয়াছেন, তাঁহারা বড় মায়ের সন্তান। সন্তানেরা প্রায়ই মাতৃগুণ অধিকার করে; এজন্য স্ত্রীশিক্ষা সর্ব্বোপরি প্রয়োজনীয়। আমাদের সম্রাট্ এড্‌ওয়ার্ড তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয়া জননীর সমস্ত সদ্‌গুণ অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার ভারতীয় প্রজাপুঞ্জ সুখস্বচ্ছন্দে থাকে, ইহা তাঁহার আন্তরিক কামনা। যুদ্ধবিগ্রহে দেশ উৎসন্ন হয়, সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সহস্র সহস্র পরিবার অনাথ হয়, কত শত লোক হস্তপদাদিবিহীন হইয়া অতি কষ্টে জীবন যাপন করে, প্রভূত অর্থরাশির ক্ষয় হয়। এই ঘোরতর অনিষ্টকর যুদ্ধবিগ্রহ যাহাতে পৃথিবীতে না ঘটে, আমাদের ধর্ম্মবীর সম্রাট্ এড্‌ওয়ার্ড সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি নানা স্থানে গমন করিয়া, নানা দেশের রাজগণকে সদ্ভাবসূত্রে আবদ্ধ করিতেছেন। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, দয়াময় বিধাতা, সম্রাট্ এড্‌ওয়ার্ডের এ মঙ্গলময়, বিশ্বজনীন সংকল্প পূর্ণ করুন। (ক্রমশঃ)

# উদাসীনের চিন্তা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিনোদিনী এক ধনী ব্যবহারজীবীর পত্নী। তিনি বিদুষী রমণী বলিয়া সকলের প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তাঁহার স্বামীও তাঁহাকে বিদ্যাবতী বলিয়া আদর করিতেন। যদিও তিনি বিদ্যাবতী ছিলেন, তথাপি তাঁহার চরিত্রের একটু দুর্ব্বলতা ছিল। সংসারে কাহাকে ষোল আনা গুণসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, বিনোদিনীও এ নিয়মের বহির্ভূত ছিলেন না। অপরিসীম যশঃস্পৃহা তাঁহার হৃদয়রাজ্য ষোল আনা দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাই তিনি সর্ব্বদা লোকরঞ্জন করিবার জন্য যত ব্যতিব্যস্ত হইতেন, অন্য কিছুর জন্য তত ব্যগ্র হইতেন না। অনেক সময় লোকরঞ্জন মানসে কর্ত্তব্যপথ হইতে সরিয়া যাওয়াও অন্যায় মনে করিতেন না। তাঁহার স্বামী তাঁহার ক্রোড়ে এক অপোগণ্ড শিশু রাখিয়া মর্ত্ত্যধামের লীলা সাঙ্গ করেন। পতিশোকে বিনোদিনী পাগলিনীর প্রায় হইলেন। কিছুতেই আর তাঁহার পূর্ব্ববৎ আসক্তি নাই। প্রাণপ্রতিম সন্তানও তাঁহার সমীপে অনাদরের পাত্র হইয়াছে। স্বামীর প্রভূত সম্পত্তি তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া অনুমিত হইতেছে. তিনি স্বামিবিচ্ছেদে সকল সুখের প্রতি উদাসীনা হইয়া ব্রহ্মচারিণী যোগিনী সাজিয়াছেন। তাঁহার জীবনে তাদৃশ যুগপ্রলয় ঘটিল বটে, কিন্তু চরিত্রের সেই দুর্ব্বলতা—সেই লোকপ্রশংসাপ্রিয়তা—বিদূরিত হইল না। শোক চিরদিন সমভাবে থাকে না। বিচ্ছেদের প্রারম্ভকালে শোক যে তীব্র বেগে হৃদয়রাজ্যকে আলোড়িত করিয়া থাকে, কালসহকারে সে বেগ থাকে না। যতই শোকতরঙ্গ প্রশমিত হইতে থাকে, ততই প্রকৃতিগত পূর্ব্বভাবসকল শিথিলতার সুযোগ পাইয়া ধীরে ধীরে স্ব স্ব স্থান পুনরধিকার করিতে আরম্ভ করে। বিনোদিনীর পক্ষে তাহাই হইয়াছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গত হইতে লাগিল। এ দিকে নবকুমার শৈশবে পিতৃবিহীন হইয়াও আদরের সহিত লালিত পালিত হইতেছিল। বিনোদিনীর স্বামী—স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তাই মৃত্যুকালে উইল করিয়া একমাত্র স্ত্রীকেই নাবালক পুত্রের সম্পত্তির অছি করিয়া যান। এদিকে বিনোদিনীর শোকাবেগ শিথিল হওয়াতে সন্তানবাৎসল্য সুযোগ পাইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিল। কিরূপে পুত্রের বিদ্যারম্ভ করাইবেন, তজ্জন্য বন্ধু বান্ধবদিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিনোদিনীর আত্মীয়-স্বগণের সংখ্যা যেরূপ অধিক ছিল, মিত্রসংখ্যাও তদনুরূপই ছিল। বিশেষতঃ ইঁহাদের প্রায় সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রুচিবিশিষ্ট লোক ছিলেন। সুতরাং কোন বিষয়েই ইঁহাদের সকলের ঐক্যমত্য হওয়া অসম্ভব ব্যাপার মধ্যে

পরিগণিত ছিল। একদিন বিনোদিনী তাঁহার পিশেমহাশয়কে সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রদান জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার পিশে মহাশয় কিছু সংস্কৃতশাস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সংস্কৃতশাস্ত্রের প্রতি ঔদাসীন্যই ভারতবর্ষের যত দুর্গতির মূল। সুতরাং তাঁহার ন্যায় স্বদেশবৎসল জ্ঞানী লোক নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে না করিলে, ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা দিতে পারেন না। তিনি ভাবিলেন, বিনোদিনীর স্বামী যে অগাধ বিষয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার পুত্র অনায়াসে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া যাইতে পারিবে। জীবিকানির্ব্বাহজন্য তাহার অর্থকরী ইংরেজীভাষা শিক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই। বিশেষতঃ তাঁহার সংস্কার ছিল যে, ইংরেজি শিক্ষা করিতে গেলেই সাহেবি চাল অলক্ষিতভাবে শিক্ষার্থীর চরিত্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, এবং সাহেবী চালের ফলস্বরূপ চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়ে। যদিও তিনি তদ্বিরুদ্ধে ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদিও তাঁহার নিজ চরিত্র এ সংস্কারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল, তথাপি তিনি এ সংস্কারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি বিনোদিনী কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বলিলেন, "না, মা, আমার মত নয় যে, তোমার ছেলে ইংরেজি শেখে, দেশটা এই করে উৎসন্ন গেল। যত বেটা ছোটলোক দুপাত ইংরেজি পড়েই সাহেব সেজে বসে, এর জন্য সাহেবমহলেই বা কত নাকাল হয়, তবু তারা স্বভাবদোষ ছাড়তে পারে না, যাক্, তবু পেটের দায়ে গরীবের ইংরেজি না পড়লে নয়, তাই তারা পড়বেই, কিন্তু তোমার ছেলের আর ত খাবার পরবার অভাব নেই, তবে ইংরেজি পড়িয়ে দরকার নেই, ভট্টাচার্য্যি মহাশয়ের টোলে পাঠিয়ে দিয়ে ব্যাকরণ, কাব্যশাস্ত্র প্রভৃতি প্রথমে পড়তে দাও, তার পর শাস্ত্রে একটু অধিকার হলে বেদ বেদান্ত পড়ে মানুষ হবে।"

বিনোদিনী—সম্পত্তিটা রেখে খেতে হলে ত সাহেবদের সঙ্গে একটু মিশতে হবে, সে বেলা ত একটু ইংরেজির দরকার, নেহাত সংস্কৃতশাস্ত্রে পণ্ডিত হলে ত লোকে গ্রাহ্যই কর্ব্বে না।

পিসা মশায়—এটা তোমার ভুল সংস্কার, কেন মহামহোপাধ্যায়—ত আর ইংরেজি জানেন না, অথচ তাঁর কেমন সম্মান, সাহেবরাও ত কোন শাস্ত্রের মত জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হলে তাঁকে জিজ্ঞেসা করেন। একান্তই যদি দরকার মনে কর, না হয় একজন ভাল ম্যানেজার রেখে নেবে।"

বিনোদিনী—তাই যদি হল, তবে এর ইংরেজি শিখতে ক্ষতি কি? পরের মুখে ঝাল খাওয়ার চেয়ে আপনার মুখে খাওয়া কি ভাল নয়?

পিশা মহাশয় আর বিতণ্ডা করিতে রাজি না হইয়া একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—নাও, আমার মত জিজ্ঞেস কচ্ছিলে

তাই যা ভাল বুঝেছি বল্লুম, এখন তোমার ইচ্ছে।

বিনোদিনীর দুর্ব্বলতার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, পিশামহাশয়কে অসন্তুষ্ট করিলে যদি একটু বিপরীত ফল ঘটে—তখন নিন্দিত হইতে হইবে, সুতরাং তাঁহার মতে মত দিয়া এক শুভ দিনে সন্তানকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোলে প্রেরণ করিলেন। সন্তান তথায় সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিল। এইরূপে এক বৎসর কাল অতীত হইলে। একদিন বিনোদিনীর সহাধ্যায়িনী এবং শুভাকাঙ্ক্ষিণী শশিমুখী তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বিনোদিনী বহুকাল পরে শশিমুখীকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। দুই বন্ধুতে কিয়ৎকাল নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতে লাগিল, তন্মধ্যে শশিমুখী জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই! তোমার ছেলেটি কোথায়? তাকে অনেক দিন দেখি নাই, স্কুলে গিয়াছে কি?

বিনোদিনী—না ভাই! তাকে ত স্কুলে পাঠাই নাই। পিশে মশায়ের মতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোলে পাঠিয়েছি।

শশিমুখী—বটে? তুমি ত দেখছি নেহাৎ বোকা, আজ কাল নাকি কেউ টোলে যেয়ে থাকে। যার নেহাত সংস্কৃত পড়বার ঝোঁক হয়, সে ত সংস্কৃত কলেজে যায়। তুমিও যেমন হাবা মেয়ে, তোমার পিশে মশায়ও তেমনই হবু।

বিনোদিনী—কি কর্ব্ব ভাই! দেখ্লুম তাঁর কথাটা না রাখলে তিনি বড়ই রাগ কর্ব্বেন, তাই তাঁর মনের দিকে চেয়ে এরূপ করেছি। আমার আদবেই মত ছিল না।

শশিমুখী—বেশ ত, আচ্ছা তাঁর মনের দিকে চেয়ে ত এ কল্লে, এখন আমার মনের দিকে চেয়ে ছেলেটাকে তুলে এনে একজন সুশিক্ষকের হাতে সঁপে দাও।

বিনোদিনী—এ কল্লে ত একটা বছর মাটি হয়ে গেল। যা শিখেছে তা কোনও কাজেই আসবেনা, পিশে মহাশয়ও ত্যক্ত হবেন।

শশীমুখী—এটা তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যেমনি কাজ, তার তেমনি ফল। এখনও সময় আছে। অগাধ সংস্কৃতশাস্ত্রের পক্ষে এক বছর ত কিছুই নয়। সে অতি সামান্যই শিখেছে, তজ্জন্য আক্ষেপ কর্‌বার কারণ নেই। তার পর তোমার পিশে মহাশয়কে আমার কথা বল, তিনি আমায় খুব স্নেহ করেন, তাই কিছু বলবেন না।

বিনোদিনী দেখিলেন,—প্রস্তাবটা নেহাৎ মন্দ নয়। তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া দিয়া পুত্রকে টোল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। এ ঘটনার কিয়দ্দিন পর একজন সুযোগ্য পাদরী সাহেবকে সন্তানের ইংরেজি অধ্যাপনা করাইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। সন্তান বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত পাঠ করিতেছে। পাদরি সাহেবও মনে মনে কত কি জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। একবার ভাবিতেছেন,—তাহার ধনী লোকের সন্তান যদি যীশুকে উপলব্ধি করিতে পারে

এবং খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে, তবে পাদরী মহলে তাঁহার প্রতিপত্তি কত বাড়িয়া যাইবে। আবার ভাবিতেছেন,—যদি বুদ্ধি দিয়া তাহাকে বিলাত পাঠান যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকেও এক পাদরী রূপে প্রস্তুত করা সম্ভবপর। অধ্যাপনা-কালের ছয় মাস চলিয়া গেলে পর, একদিন বিনোদিনীর ধর্ম্মাচার্য্য মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া, যখন প্রত্যুত্তরে অবগত হইলেন যে, তাঁহার সন্তান এক পাদরি সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করিতেছে তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি ছেলেটির পরকাল খাবার যোগাড় করেছ, নিশ্চয়ই এ খৃষ্টান হবে, যদি ভাল চাও শীঘ্র সাহেবকে বিদায় দাও, এর চেয়ে মূর্খ হওয়া ভাল।

বিনোদিনী—আপনি কি বলছেন? আমার ছেলে সে গড়নের নয়। এর ঠাকুরদের প্রতি কেমন ভক্তি।

আচার্য্যদেব— বাবুর ত ছোট বেলায় বেশ ঠাকুরের প্রতি ভক্তি ছিল, বামুন দেখিলেই পায় লুটিয়ে পড়ত। যেই পাদরী সাহেবদের স্কুলে গেল, অমনি কপাল পুড়ল। বাপ মায়ে কত চেষ্টা কল্লে কিছুতেই মন ফিরিল না। এখন কেমন টেঁস্ সেজেছে! এখন না পারে ময়ুরের দলে মিশতে, না পারে কাকের দলে। এর দুর্দ্দশা দেখেও কি সাবধান হবে না?

বিনোদিনী—আপনি ভালই বলছেন, এখন সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভাল, তবে বলুন দেখি,—এর শিক্ষার একটা কি বন্দোবস্ত করি।

আচার্য্যদেব—কেন মাতৃভাষা শিক্ষা কল্লেই ত হয়, আর অন্য ভাষা শিখিবার দরকারটা কি? বাঙ্গালা বেশ জানে এমন একজন পণ্ডিত রেখে দাও, সে এসে বাঙ্গালা পড়িয়ে যাবে, আর জমিদারীর কাজ কর্ম্ম একটু একটু দেখুক, তা হলেই হয়ে যাবে। নিজের জমিদারী বুঝে খেতে পাল্লেই হল।

বিনোদিনীর সকলের মন রাখিবার প্রয়াস, সুতরাং আচার্য্যদেবের উপদেশ অনুসারে পাদরী সাহেবকে সরাইয়া দিয়া, তৎপদে একজন সুযোগ্য বাঙ্গালা ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পর দৈবচক্রে তিনজন উপদেষ্টাই সম্মিলিত, সকলেই বিনোদিনীর তাদৃশ মতচাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করিয়া ত্যক্ত হইয়াছেন। বিনোদিনী এইরূপ লোকের রুচি-বৈচিত্র্য অনুধাবনা করিয়া এক উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, আর কোন কাজেই অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না। নিজে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবেন, শত লোকের বাধা-বিঘ্ন থাকিলেও তাহা করিয়া যাইবেন। যখন সংসারের লোকদিগের মধ্যে এত মত-পার্থক্য রহিয়াছে, তখন তাহাদিগের উপদেশ লইয়া চলা বিড়ম্বনা, এ ধারণা তাঁহার মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। তিনি বিপরীত দিকে গমন করিয়া আত্মম্ভরিতার শীর্ষমার্গে আরোহণ করিলেন।

# বিধবা-বিবাহ।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

৪। বিধবা বালাগণ বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না কেন? এই কথা শুনিয়া আমাদের বড় দুঃখে হাসি পাইতেছে। বোধ হয় সকলেই জানেন, হিন্দু-বালাগণ লজ্জা ও সঙ্কোচে পরিপূর্ণা, তাহার উপরে বিধবাদিগের আত্মীয়েরা স্নেহশীল হইলেও অনেকেই সহানুভূতিশূন্য। সমাজ বিধবা-বিবাহের নামে খড়্গহস্ত; অনেক প্রবীণা মহিলা বিধবা-বিবাহকে ব্যভিচারের মতই ঘৃণার চক্ষে দেখেন। এরূপ স্থলে কোন বালিকা, কিশোরী বা যুবতী বিধবার সাধ্য যে মাতা পিতা প্রভৃতি অভিভাবকদিগের নিকটে প্রার্থনা করে.— "আমার বিবাহ করিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে, তোমরা দয়া করিয়া আমার বিবাহ দাও"! একি একটা কথা যে ইহা লইয়া আপত্তি? আমাদের বিশ্বাস এই যে,— হিন্দু-বিধবাগণ অসহনীয় ক্লেশ সহিয়া মরিবে, তথাপি কাহারও কাছে বিবাহের ইচ্ছা জানাইতে পারিবে না। তবে যদি কেহ ভিন্নপথাবলম্বিনী হয়, তাহার কথা স্বতন্ত্র। যাহা হউক, শিশু ও বালবিধবাগণ প্রকাশ না করিলেও ১০০০ জনের মধ্যে যে ৯৯০ জন বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, আমরা ইহা সত্য বলিয়াই বুঝিয়াছি।

৫। বিধবা-বিবাহে দম্পতী প্রকৃত সুখী হইবে কি না এবং বিবাহিতা বিধবা প্রথম বিবাহের ভার্য্যাদিগের ন্যায় পতিব্রতা হইবে কি না? এ বিষয়ে আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা তাহা বিবৃত করিতেছি।

প্রায় ২৩।২৪ বৎসর হইল, যশোহর জেলায় নলডাঙ্গার স্বর্গীয় রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়ের অনৈক বন্ধু বিধবাবিবাহ করেন। উক্ত মহিলা সম্ভ্রান্তবংশজাতা এবং সুশিক্ষিতা ছিলেন। এই বিবাহের কিছু কাল পরে তৎকাল প্রচলিত "সুরভি ও পতাকা" নামক সংবাদপত্রে "বিবাহিতা বিধবার পত্র" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সে প্রবন্ধ তাঁহার আত্মজীবন; তাহাতে তাঁহার বৈধব্যাবস্থায় পরিজনের নিষ্ঠুরতা, ব্রহ্মচর্য্যপালনে পীড়িত শরীরে অক্ষমতা, বর্ত্তমান সহৃদয় পতি লাভে জীবনের কৃতার্থতা, স্বামিসেবা, দম্পতীর একত্রে ভগবদারাধনা ও জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনা প্রভৃতি ঘটনাবলী এরূপ বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, যে তাহা পাঠে পাঠকের মন পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্ধকারে ও আলোকে যতটা প্রভেদ, তাঁহার গত বৈধব্যাবস্থা হইতে বর্ত্তমান সধবাজীবনের ততটা প্রভেদ অনুমিত হইয়াছে। এই পত্র হইতে আমরা বুঝিয়াছি, বিধবা-বিবাহে দম্পতী সুখীও হন, ভার্য্যা পতিব্রতাও হন।

বোম্বাই প্রদেশে ধানকোরবাই নাম্নী একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া এবং অশেষগুণবতী মহিলাকে বৈধব্যাবস্থায়, সহৃদয় ও

সদাশয় সম্ভ্রান্ত বণিক্ মাধোদাস রঘুনাথ দাস বিবাহ করেন। ধানকোরবাই অল্প দিন হইল এ জগৎ ত্যাগ করিয়াছেন; এখনও তাঁহার জীবনীতে কল্পনা স্পর্শ করে নাই। এই দম্পতী যে কত সুখী হইয়াছিলেন এবং ধানকোরবাই যে কত দূর পতিপ্রাণা ছিলেন, তাহা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছে।*

এ বিষয়ে আরও একটু বলিবার আছে। ইয়ুরোপীয় সমাজ হিন্দু-সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও, যুদ্ধ, বিগ্রহ, বাণিজ্য রাজনীতি বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও কি ফরাসী কি ইংরেজ সকলেই আমাদের মত রক্তমাংসের মানুষ। তাঁহাদের হৃদয়ের ক্রিয়া—দম্পতীপ্রীতির বিষয় আলোচনা করা অবশ্য অসঙ্গত নহে। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছেন, মহাবীর নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট এবং মহাত্মা জনষ্টুয়ার্ট মিল্ তাঁহাদের নিকটে সুপরিচিত। এই দুই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি বিধবাবিবাহ করেন। নেপোলিয়ান-পত্নী জোসেফাইনের পরিণাম শোচনীয় ঘটনাপূর্ণ হইলেও যত দিন জোসেফাইনকে লইয়া নেপোলিয়ান সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ততদিন তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী ছিলেন। আবার জোসেফাইনের যে পতিপ্রাণতা, তাহা আর্য্যমহিলা সীতা বা দময়ন্তী হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে। স্বামী তুচ্ছ সুখলালসায় নিরপরাধা রমণীরত্ন জোসেফাইনকে পরিত্যাগ করিলে পতিপ্রাণা স্বামীর ধ্যানেই মগ্না ছিলেন। মহামনা রামচন্দ্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রিয়তমা ভার্য্যাকে নির্ব্বাসন করিয়া, তাঁহারই সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি লইয়া দিন যাপন করিয়াছেন; নৈষধরাজ দময়ন্তীর মঙ্গলোদেশ্যে তাঁহাকে অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া বিরহকাল তাঁহারি স্মৃতি লইয়া অতিবাহিত করিয়াছেন, সুতরাং সীতা ও দময়ন্তীর নির্ব্বাসন যন্ত্রণার মধ্যেও অভূতপূর্ব্ব সুখ ও সৌভাগ্যগর্ব্ব ছিল। আর নেপোলিয়ান প্রেমময়ী জোসেফাইনকে পঠিত গ্রন্থের মত, পূজাবশিষ্ট ফুলের মত অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া নব পরিণীতা ভার্য্যা সহ ভোগবিলাসে দিন রাত্রি কাটাইয়াছেন, তথাপি সেই পতিপ্রাণা দুঃখিনী নেপোলিয়ানকে ক্ষণকালের জন্যও হৃদয় হইতে বিচ্যুত করেন নাই। যখন নেপোলিয়ানের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইল, নেপোলিয়ান সেণ্টহেলেনায় বন্দী হইলেন, তখন সেই অভাগিনী জোসেফাইনই সমস্ত জগৎ শূন্যময় দেখিলেন; তিনিই নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, প্রাণাধিক স্বামীর দুর্ব্ব্যবহার একেবারে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে যাইতে অগ্রসারিণী হইলেন। কিন্তু প্রেমময়ী জোসেফাইন সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলেও বিধাতা নেপোলিয়ানকে ক্ষমা করেন নাই, তাই হতভাগ্য কয়েদী প্রিয়তমার অমৃতময় প্রেমধারার সকল জ্বালা আর জুড়াইতে পারিলেন না। মৃত্যু আসিয়া সেই

* ধানকোরবাই মাধোদাসের সচিত্র জীবনী ১৩—১৩ সালের চৈত্র মাসের ভারতমহিলা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

জ্যোৎস্নাময়ীকে অমরধামে লইয়া গেল! —এ প্রেমের—এ আত্মবিস্মৃত প্রেমের তুলনা হয় কি? এখনও কি কাহারও বিবাহিতা বিধবার পতিপ্রাণতায় সন্দেহ হইবে?

মহাপ্রাণ জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার মৃত বন্ধু টেলরের ভার্য্যাকে বিবাহ করেন। এই রমণী প্রথম পতির জীবদ্দশায় মিলের সখী, পতির মৃত্যুর প্রায় তিন বর্ষাধিক কাল পরে মিলের পত্নী হইয়াছিলেন। এই মহিলা সর্ব্বগুণসম্পন্না এবং সর্ব্বাংশে মিলের সুযোগ্যা সহযোগিনী ও সহধর্ম্মিণী ছিলেন; অধিক কি মনস্বী মিলের মানসিক অত্যুন্নত শক্তিসমূহ ইঁহারই সাহচর্য্যের ফল বলিয়া মিল্ নিজে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মিল্ স্বরচিত "স্বাধীনতা" নামীয় পুস্তক ( এই মহিলার মৃত্যুর পরে ) পত্নীকে উৎসর্গ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "আমি যত কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, ইনি সে সমুদয়ের উত্তেজনাকারিণী বা আংশিক রচয়িত্রী ছিলেন। ইনি আমার গৃহিণী ও সখী ছিলেন। ইনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাহাতেই আমার প্রবৃত্তি জন্মিত। ইনি আমার কোন কার্য্য অনুমোদন করিলে সেই অনুমোদন আমার প্রধান পুরস্কার বলিয়া মনে করিতাম।"* ইহার পরে মিলের দাম্পত্য সুখের কাহিনী বিবৃত করা বাহুল্য মাত্র; সে বিচার পাঠক পাঠিকা নিজেই করিবেন। আমরা স্বদেশ ও বিদেশ হইতে এই সকল কাহিনী লইয়া দেখাইলাম যে, বিধবা-বিবাহে রমণী প্রকৃত পতিপ্রাণা এবং দম্পতী প্রকৃত সুখী হইয়া থাকেন।

৬। স্থিতিশীলগণের ষষ্ঠ আপত্তি এই যে, বিধবা-বিবাহে কুমারীদিগের বিবাহের বাধা হইবে কি না? আমাদিগের উত্তর এই যে, সেন্‌সসের লোকগণনায় দৃষ্ট হইয়াছে যে, দেশের প্রায় সকল সম্প্রদায়েই স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক। অতএব বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে কুমারীদিগের বিবাহে কিছু মাত্র বাধা হইবার সম্ভাবনা নাই। হিন্দুসমাজ যদি সতর্কতাপূর্ব্বক আর একটী কাজ করেন, তাহা হইলে সকল দিকে সুবিধা হয়। সে কাজ এই যে, কুমারের সহিত কুমারীর এবং বিপত্নীকের সহিত বিধবার বিবাহ সংঘটন। অপার্য্যমাণে অন্যথা হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধারণতঃ ঐরূপ হইলেই সমাজিক সুবিধা হইবে।

এখন আমরা রক্ষণশীল মহাশয়দিগকে নিবেদন করিতেছি;—বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে আর আত্মকলহ কেন করিবেন?

---

* স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত মিলের জীবনী সমালোচনা কালে "বঙ্গ দর্শন" পত্রে সাহিত্যগুরু বঙ্কিম চন্দ্র এই অদ্বিতীয়া রমণীর বিষয়ে লিখিয়া ছিলেন, "আমার ইচ্ছা এইটুকু স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে প্রকাশ করিয়া এ দেশের স্ত্রীলোকদিগকে পড়িতে দেওয়া হয়। তাঁহারা দেখুন যে, কেবল সীতা সাবিত্রী নহে, তাহা হইতে উচ্চতর আদর্শ আরও আছে।" * * *

"যে রমণী পতিপরায়ণা সে ভাল; যে স্বামীর মানসিক উন্নতির কারণ, সে আরও ভাল" ইত্যাদি।

কাল্পনিক আশঙ্কায় সমাজমঙ্গলের মূল কেন শিথিল করিবেন? প্রতিপক্ষকে জব্দ করিতে গিয়া মাতৃভূমিকে কেন ক্ষতিগ্রস্তা করিবেন? জানেন তো, মানব সত্যের দাস—মতের দাস কদাপি নহে; জানেন তো "স্বর্গও যদি চ্যুত হইয়া যায়, তথাপি ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দাও।"

এখন উন্নতিশীল মহাশয়দিগকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারাই বা কতজন বিধবার বিবাহ দিতে পারিলেন? আর কয়জন হিন্দুযুবক বিধবা-বিবাহ করিতে পারিয়াছেন? যে কয়টী বিধবার বিবাহ হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান এবং বিলাত-প্রত্যাগত যুবকদিগের সহিতই হইয়াছে। হিন্দুসমাজে যাঁহারা উদারতার পরিচয় দেন, বিধবা-বিবাহের অনুকূলে লেখালেখির সময়ে যাঁহারা অগ্রণী, বক্তৃতার সময়ে যাঁহারা বদ্ধকক্ষ, তাঁহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ দিতে অথবা বিধবা-বিবাহ করিতে কয়জনকে দেখা যায়? হায়! এমন করিয়া কি তাঁহারা সমাজকে উন্নত করিবেন?

যদি সকলের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ফলে পর্ব্বত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে, তবে "দেশাচার" কেন যাইবে না? মেডিকেল কলেজে শবচ্ছেদন করিয়া মধুসূদন গুপ্তকে জাতি হারাইতে হইয়াছিল, সে দেশাচার তো চলিয়া গিয়াছে? শাস্ত্রের নিষিদ্ধ ম্লেচ্ছসেবাপর কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়া নিমন্ত্রণ-সভা পবিত্র করিতেছেন, সে দেশাচার তো চলিয়া গিয়াছে? তাই বলিতেছি, বুকে সাহস করিয়া কথায় কাজে এক হইয়া সকলেই যদি বিধবা-বিবাহ দিতে এবং বিধবা-বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে দেশাচার কেমন করিয়া থাকিবে? জষ্টিস আশুতোষ গালি ও বিদ্রূপ সহিবার অবসর পাইয়া ধন্য হইয়াছেন, আমাদের ধারণা এই যে, তাঁহার পদ-গৌরব হইতে এই গৌরবে অধিকতর গৌরব আছে। উন্নতিশীল হিন্দুগণ যদি তাঁহার কার্য্য বাস্তবিক অনুমোদন করিয়া থাকেন, তবে সংশয়শূন্য হইয়া সকলে তাঁহার পথানুসরণ করুন। সমস্ত জগৎ চাহিয়া দেখুক, বাঙ্গালি কথায় কাজে এক হইয়াছে, বাঙ্গালির অধমত্ব ঘুচিয়াছে।

হিন্দুসমাজের দাসানুদাস,
জনৈক হিন্দুসন্তান।

---

# জাপানী পরীর গল্প।

## পট্ পট্ পর্ব্বত।

পূর্ব্বে এক ওজিছান (১) ছিলেন, একটী শৃগালের উৎপাতে তিনি বড় কষ্ট পাইতেন। শৃগাল প্রত্যহ রাত্রিতে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া ওজিছানের বাগানে আসিত ও অশেষ প্রকারে তাঁহার ক্ষতি করিত।

(১) সম্মানিত বৃদ্ধ।

অবশেষে একদিন শৃগালপুঙ্গব ফাঁদে পড়িলেন। দেখিয়া ওজিছান তাঁহার গৃহিণীকে বলিলেন,—"ওবাছান! (২) আজ দুষ্ট ধাড়ী শৃগালটাকে ধরিয়াছি। আর বাছা নিশা-ভ্রমণে বাহির হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আজ রাত্রে উহার ঝোল রাঁধিয়া খাইতে হইবে।"

ইহা বলিয়া ওজিছান শৃগালের পা দুই খানি একত্রে বাঁধিলেন, তারপর রান্না ঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে তাহাকে ঝুলাইয়া রাখিয়া প্রফুল্লমনে তাঁহার দৈনিক কার্য্য করিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সেই কড়িকাঠে ঝুলিতে ঝুলিতে শৃগাল চিন্তা করিতে লাগিল, কিরূপে পলায়নের সুবিধা করা যায়। ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে তাহার ধূর্ত্তবুদ্ধি এক উপায় স্থির করিল। ওবাছান সেই ঘরে বসিয়া যব চূর্ণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল,—"ওবাছান! বড়ই দুঃখের বিষয়, আপনার ন্যায় বৃদ্ধা মহিলাকে এমন শ্রমজনক কার্য্য করিতে হয়! আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ দাসকে অনুমতি করুন, যব চূর্ণ করিয়া দিই।"

ওবাছান বলিলেন,—"না, না, ওজিছান বাড়ী নাই, যদি একটা কিছু ঘটে, আমাকেই দায়ে ঠেকিতে হইবে। অমনি ভালো, আমার জন্য তুমি যে দয়া প্রকাশ করিলে, সে জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ কর।"

কিন্তু ধূর্ত্ত শৃগাল এই কথাতেই ক্ষান্ত না হইয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিল,—"আপনার ভবিষ্যৎ জ্ঞান ও সতর্কতা খুব যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আপনি কেন এ সন্দেহ মনে স্থান দিতেছেন, আমি যখন একবার ধরা পড়িয়াছি, তখন আবার আমার পলায়নের সম্ভাবনা আছে? বিনাকার্য্যে এখানে ঝুলিতেছি, তাই আপনার কার্য্যে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে ইচ্ছা হওয়া কি অসঙ্গত? দেখুন, কাজটা আমাকে একবার দিয়াই দেখুন।"

(ক্রমশঃ)

(২) সম্মানিতা বৃদ্ধা।

## বামাবোধিনীর ষষ্ঠচত্বারিংশ জন্মোৎসব।

আজ আবার সেই দিন—সেই শুভদিন, যে দিন অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গমহিলাবৃন্দের অন্তরে জ্ঞানের স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রসন্ন জ্যোতি বিকীর্ণ করিবার সাধু সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া 'বামাবোধিনী' প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল। সে আজ ৪৬ বর্ষের কথা। একের পর এক করিয়া বামাবোধিনীর জীবনেতিহাসের পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইল। যাঁহার অনুকম্পায় এই দীর্ঘকাল ধরিয়া শত আশা, শত আনন্দ, সহস্র উদ্বেগ, লক্ষ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া বামাবোধিনী আপন পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিয়াছে, সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের পদে প্রণাম করিয়া আমরা আবার নবোদ্যমে নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে সভাপতি পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত, তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়, যাঁহার অসীম জ্ঞান ও অতুলনীয় যত্নের প্রভাবে পিতৃহীনা বামাবোধিনীর হৃদয়ে পিতৃশোকের ছায়া স্পর্শ করিতে পারে নাই, যাঁহার সহায়তা না পাইলে বামাবোধিনীর সংরক্ষণে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না, তাঁহার চরণ বন্দনা, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের পৃষ্ঠপোষিকা ভগিনী ও জননীস্থানীয়া সাহিত্যানুশীলন-নিরতা বঙ্গললনাগণকে সাদরে যথাযোগ্য অভিবাদন ও সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

শুভদিনে অশ্রুপাত করিতে নাই। কিন্তু আবেগবন্যা যখন হৃদয়ভূমি প্লাবিত করিয়া তীরবেগে প্রধাবিত হয়, তখন ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়— দর দর ধারে দুনয়নে বারিবিন্দু ঝরিতে থাকে। আজ এই অপার আনন্দের দিনে তিনি কোথায়? সেই সৌম্যমূর্ত্তি মহাত্মা, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এই মহাশিক্ষায় বঙ্গবাসীকে শিক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি ঐ অত্যুচ্চ অমরধাম হইতে অজস্র আশিষরাশি ও অশেষ কল্যাণবাণী বর্ষণ করিতেছেন। আজ তাঁহারই প্রবর্ত্তিত মূল মন্ত্র গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতেছে,—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
বুঝিবা ভারত জাগেনা জাগেনা।"

মহাপুরুষের বাণী ভবিতব্যের অভিব্যক্তি মাত্র। সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী ঐকান্তিক যত্নের ফলে ভারতবাসী বুঝিয়াছে যে, যে নারীজাতির উপর ভগবান্ পুরুষজাতির জীবন ও চরিত্র গঠনের, অধিক কি মানুষকে মানুষ নামের উপযুক্ত করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন, সেই নারীজাতি যদি চিরকাল অজ্ঞানতামসের অন্ধতম কূপে আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে বর্ত্তমান পতিত ভারতের উদ্ধারের আশা অনন্তকাল কবিকল্পনায় পর্য্যবসিত থাকিবে।

যে দেশ পদ্মিনী, মীরাবাই, দুর্গাবতী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতির ন্যায় বিদুষী বুদ্ধিমতী মহিলাগণের জন্মভূমি, সেই পুণ্যক্ষেত্র ভারতমাতার অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া অর্দ্ধভাগ অধিবাসী অর্থাৎ সমস্ত স্ত্রীসমাজ যে অশিক্ষিতাবস্থায় চিরদিন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে, ইহা কখনই করুণাময় জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে। তাই আজ আমরা তাঁহারই প্রেরণায় ভারতীয় মহিলাবৃন্দের মধ্যে নব অভ্যুদয়ের অরুণ-কিরণ-রেখা-সম্পাত দর্শন করিতেছি।

শিক্ষিতা মহিলাগণ! আপনারা পুরোবর্ত্তিনী হউন। আপনাদের সৎসাহস ও শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের ভবিষ্য সন্তানগণ প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভে সক্ষম হইবে।

হে মঙ্গলময় বিধাতা! তুমি আমাদের প্রাণে শক্তি দাও—হৃদয়ে অমিত বল সঞ্চারিত কর। আমরা যেন অবিচলিত চিত্তে তোমার অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিয়া মানব নামের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হই।

বিনয়াবনত,
শ্রীবিপিনচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

# অতৃপ্তি কি পাপ নয়?

যখন স্বাস্থ্য, সুখ, সম্পদ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল, বিশাল তরুর সুশীতল ছায়ার অন্তরালে আশ্রয় লাভ করিয়া সংসারের ঝটিকাঘাত হইতে সুরক্ষিত ছিলাম, প্রিয়জনের সুস্নিগ্ধ প্রেমসম্ভাষণে শ্রবণ শীতল হইত, হে প্রভো! তখন কি এ সকল অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত স্বর্গের বর লাভ করিয়া তোমার চরণে সমুচিত কৃতজ্ঞতাভরে, ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে অঞ্জলি দান করিয়াছি? মোহমুগ্ধ প্রাণ ত অতৃপ্ত, পিপাসাতুর ও ক্লান্তিতে পরিশ্রান্ত হইয়া সুধার অন্বেষণে সংসার-মরীচিকায় বিমুগ্ধ হইয়া গন্তব্যপথভ্রষ্ট হইয়া আবিলতায় নিমজ্জিত ঘোর অশান্তি-বিদগ্ধ হইয়াছে। প্রভো! তোমার দিব্যজ্যোতি লক্ষ্য করিতে অক্ষম হইয়া কি গভীর বিষাদ-জলধিতে আত্ম হারাইয়াছি। এ জীবন নিয়তি চক্রের আবর্ত্তনে ঘোর কুহেলিকাচ্ছন্ন। গৃহ শূন্য, শ্মশানতুল্য, বিভিষিকাময় ও নিস্তব্ধ! তবুও কি বিশ্বাসদীপ উজ্জল হইয়াছে? সংসারের ইন্দ্রজাল ভেদ করিয়া আত্মা অমরধামের যাত্রী হইবার উপযুক্ততা লাভে সচেষ্ট, অই উর্ণনাভের মত নিজের জালে নিজেই জড়িত, তাই বিবেকবাণী প্রাণকে উর্দ্ধে তুলিতে অক্ষম। তাই এখনও "আমার আমার" বলিয়া ছায়াপথে ভ্রান্ত মন সর্ব্বদাই ধাবিত ও নিরাশায় অবসন্ন। হায়! সে দিন কবে আসিবে, যখন বিশ্বাসে, পুলকে প্রাণ খুলিয়া বলিব, হে প্রভো! সুখও চাহিনা, দুঃখও চাহিনা, তোমার ব্যবস্থায় যাহা আসে তাহাই সর্ব্বোত্তম।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

---

# পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। আমাশয় রোগের ঔষধ—জীরে ভাজা চূর্ণ ও শ্বেতধূনা চূর্ণ তুল্য পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া উহার ✓০ এক আনা পরিমাণ চূর্ণ বেলপাতার রস কিম্বা ঘোল সহ দিনে ২।৩ বার সেবন করিলে সাদা ও রক্তামাশয় দূর হয়।

২। অর্শ রোগের ঔষধ—রক্তার্শরোগে কৃষ্ণ তিল (খোসা ছাড়ান), রক্তচন্দনচূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ, ও পুরাতন ইক্ষুগুড়, সমস্ত তুল্য পরিমাণে একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় ✓০ এক আনা মাত্রায় সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৩। হাঁপানি রোগের ঔষধ—আপাঙ মূল ৵০ দুই আনা, শ্বেতচন্দন ঘসা।০ চারি আনা, গোল মরীচ ৭ সাত গণ্ডা জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া প্রাতে ১ বার জলসহ সেবন করিলে শ্বাস (হাঁপানী) আরোগ্য হয়।

৪। বমি রোগের ঔষধ—ছর্দ্দি অর্থাৎ বমি রোগে শশার বিচি চূর্ণ ৵০ দুই

আনা ও কুলের আঁটীর শাঁস চূর্ণ ৵০ দুই আনা অন্যদুগ্ধে মর্দন করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৫। মূত্ররোধের ঔষধ—মাদার ফলের (ডহুরার) বীচি চূর্ণ ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা ও চিনী ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা /০ এক ছটাক জলসহ সেবন করিলে মূত্ররোধ নিবারণ হয়।

মূত্রাঘাতে ও মূত্রকৃচ্ছে, তেলাকুচার মূল নাভিতে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

---

## নূতন সংবাদ।

১। বিলাতের ইণ্ডিয়ান মেডিকাল সার্ভিস্ পরীক্ষায় গত জুলাই মাসে নিম্নলিখিত ভারতবাসী ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পঞ্জাবের রামনাথ চোপরা, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের আবদুল সাটার খাঁ, বোম্বাই মেডিকেল কলেজের সম্রাব সাপুরজি, মেলেক ধনজী সাওয়াড়িয়া এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সুরেশর সরকার।

২। পঞ্জাবের খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত লালা লাজপৎ রায় ও রামভুজ দত্ত চৌধুরী বিলাতে ভারতবর্ষের অবস্থা বিশদরূপে জানাইবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

৩। রাঁচী কলেজ স্থাপনের জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ময়মনসিংহ সিটি কলেজের জন্য ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ঝালকাটিতে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তত্রত্য শ্রীমতী বিরাজমোহিনী রায় ১০১ টাকা দান করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে আরও অনেকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

৪। ইংলণ্ডে কুমারী লিলি স্মিথ নাম্নী ১৮ বৎসর বয়স্কা এক বালিকা ডোবার হইতে রামস্ গেট পর্য্যন্ত ২০ মাইল জলপথে ৭ ঘণ্টা কাল সাঁতার দিয়া ১৮ মাইল পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

৫। চীনদেশে অহিফেন পরিত্যাগের জন্য চীনবাসীরা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে অহিফেনের পরিবর্ত্তে অনেক পরিমাণে মরফিয়া আমদানী হইতেছে। চীনদেশে সম্প্রতি আইন হইয়াছে, যে কোন চীনবাসী বিনানুমতিতে মরফিয়া প্রস্তুত করিলে, তাহাকে নির্ব্বাসিত করা হইবে।

৬। পারম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাস্ সর্পাঘাতের একটী বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা সর্পদষ্ট স্থান চিরিয়া রক্তমোক্ষণের পথ করিতে হইবে। পরে যাহাতে রক্তের সঙ্গে মিশিতে পারে এরূপভাবে দষ্টস্থানে পারম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাস্ লাগাইতে হইবে। এই ঔষধ সমস্ত ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

৭। আগামী ১৪ই অক্টোবর মান্দ্রাজের

উই কামন্দ মেসনিক হলে একটী শিল্প-সমিতির অধিবেশন হইবে। মান্দ্রাজের গবর্ণর এই সভার অধিবেশন কার্য্য সম্পাদন ও বক্তৃতা করিবেন।

৮। জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে সমান অধিকার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

## বামারচনা।

### বর্ষায়।

চাতকী-ভরসা আসিল বরষা,
নিবিড় নীরদে গগন ঢাকা;
হেরি নবঘন সুখে নিমগন,
নাচিছে কলাপী খুলিয়া পাখা।
জলদের কোলে হাসিয়া হাসিয়া,
সোহাগে দামিনী পড়িছে ঢলি;
দুকূল প্লাবিয়া নাচিয়া নাচিয়া,
উচ্ছ্বাসে তটিনী যেতেছে চলি।
ঝর ঝর ঝর বরিষার জল,
লতায় পাতায় কুসুমদলে;
ঝরে অনুক্ষণ গুরু গরজন,
ডাকি নব ঘন অম্বরে চলে।
কেতকী সুবাসে মুগ্ধ ধরাতল,
সজল বাতাস বহিছে ধীরে;
লতিকার বুকে ধরি তরুবর,
বরিষার জল মাখিছে শিরে।
সরসী-সলিলে বিমল শোভায়
হাসিছে কুমুদ কহ্লার কত;
সোণার বরণে করি আলোকিত,
ফুটিছে কদম্ব কেশর শত।
সে দিনো এমনি গিয়াছে বরষা,
হৃদয়ে কতই সুখের গাথা;
আজি কেন পুনঃ হেরি বরষায়,
জাগিছে অতীত স্মৃতির ব্যথা?

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

## বামাবোধিনীর লেখক লেখিকাগণের প্রতি

সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা পত্রিকায় প্রকাশ জন্য যে প্রবন্ধ এবং কবিতাদি আমাদিগকে ভবিষ্যতে পাঠাইবেন, তাহা যেন পরিষ্কার এবং সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হয়। অস্পষ্ট এবং অপরিষ্কার লেখা ছাপাখানার কম্পোজিটারগণ পড়িতে না পারায় অনেক স্থানে ভুল থাকিয়া যায়। লেখা অপরিষ্কার থাকিলে প্রুফ সংশোধন করিবার সময়েও বৃথা সময় নষ্ট হয়।

শ্রীবিপ্রচরণ বসু।

# উমেশচন্দ্র দত্ত-স্মৃতিভাণ্ডার।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আজীবন নারীজাতির কল্যাণের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কলিকাতায় মহিলাদিগের একটী শোকসভা আহুত হইয়াছিল। তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, মৃত মহাত্মার পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষণার্থ একটা ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইবে। তদনুসারে আমি বঙ্গদেশের নানাস্থানে পরলোকগত মহাত্মার অনুরাগীদিগের নিকটে—বিশেষতঃ মহিলাগণের নিকটে—অনেক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম। অনেকে এই সাধুকার্য্যে যে প্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আশাপ্রদ। মফঃস্বলের নানা স্থানের মহিলাগণ অর্থসংগ্রহ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কাশীপ্রবাসিনী শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী, শিলংএর শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত, কটকের শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও মহাশয়ের পত্নী এবং শ্রীমতী মানকুমারী দেবীর নিকটে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ আছি। আনন্দের বিষয় যে, বর্দ্ধমানের মহারাণী অধিরাণী এই কার্য্যের জন্য ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় সাত শত টাকা সংগৃহীত হইয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখনও অনেক গুলি প্রতিশ্রুত দান সংগৃহীত হয় নাই। আশা করি, অবিলম্বে দাত্রীগণ স্বীয় স্বীয় প্রতিশ্রুত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। একটী স্থায়ী ফণ্ড স্থাপনের জন্য অন্যূন তিন হাজার টাকা প্রয়োজন। সুদ হইতে দুঃস্থা বালিকাদিগের শিক্ষার সাহায্যার্থ বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। মৃত মহাত্মা যেরূপ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের কল্যাণসাধন করিতেন, এই সকল বৃত্তিও সেইরূপ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দরিদ্র বালিকাদিগকে প্রদত্ত হইবে। বৎসরাধিক কাল হইল এই চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। আমারও স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নহে। শীঘ্রই সংগৃহীত অর্থের স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে। অতএব সানুনয় নিবেদন যে, পরলোকগত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ যিনি যাহা দিতে ইচ্ছুক, অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি

৯৩ অপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

বিনীতা
স্বর্ণপ্রভা বসু।

---

২০।৩ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ১ নং অ্যান্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 542. October, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪২ সংখ্যা। { আশ্বিন, ১৩১৫। অক্টোবর, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।



## সাময়িক প্রসঙ্গ।

জন্মোৎসব—গত ১৯এ ভাদ্র শুক্রবার শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজির ৮৩ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার এই শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ভারতের নানা স্থানে সভা হইয়াছিল। আমরা পরমেশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

হাইকোর্ট জজের বিদায়—কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী চিফ জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত রামপিণি সাহেব কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবনের প্রায় অর্দ্ধেক কাল ভারতে কাটাইয়াছেন এবং বিলাতে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ভারতের মঙ্গলসাধনে বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

তীর্থযাত্রার সুবিধা—রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর তীর্থদর্শনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত মুসলমানদিগের মহাতীর্থ মক্কা এবং মেদিনা যাওয়ার অত্যন্ত অসুবিধা ছিল। গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে আরবদেশে দামাস্কা হইতে মেদিনা পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে এবং শীঘ্রই মক্কা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় এই সংবাদে যার পর নাই প্রীত হইয়াছেন এবং এই উপলক্ষ্যে কলিকাতার মসজিদে মসজিদে ভগবানের নিকট ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

চিকিৎসা-সম্মিলন—ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু রায় বাহাদুর সি-আই-ই মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার অনেক বড় বড় ডাক্তারগণ মিলিত হইয়া এক সভার অধিবেশন করেন। তাহাতে হাতুড়ে চিকিৎসকের বিস্তার বন্ধ করিবার এবং এই সকল অশিক্ষিত চিকিৎসকদিগের নিকট অনেকে চিকিৎসা করাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হন

ইহা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য নানারূপ আলোচনা হয়; এবং এই সকল বিষয় ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট উত্থাপিত করিবার প্রস্তাব হয়।

ভারতে শিল্পবিস্তার— এলাহাবাদে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ভারতবাসী মিলিত হইয়া ৩ লক্ষ টাকা মূলধনে একটী চিনির কল স্থাপনের আয়োজন করিতেছেন। এই কলের প্রতি অংশের মূল্য ১০৲ টাকা মাত্র স্থির করা হইয়াছে। এই কারখানায় প্রতিদিন ২৫০ মণ গুড় হইতে ১০০ মণ পরিষ্কার চিনি ও ১৫০ মণ নালী তৈয়ার হইবে।

বেনারসে "কাশী গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী" নামে দুই লক্ষ টাকা মূলধনে একটী কাচের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এই কারখানায় ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ হাজার টাকার অংশ বিক্রয় হইয়াছে।

কলিকাতা মাণিকতলায়, ময়মনসিংহের এক জমিদারের সাহায্যে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র প্রসাদ বসু জাপান হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া এক ছাপার কালীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

পদ্মার সেতু—বহুদিনের আলোচনার পর সারাঘাট ষ্টেসনের নিকট পদ্মার উপর সেতু নির্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

---

# ভক্তকবি তুলসীদাস।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

সর্ব্বত্র এইরূপ ভগবদ্দর্শন দ্বারা মানব ত্রিবিধ দুঃখের অতীত হয়, সে মুক্তজীব হইয়া অনন্তকাল ভূমানন্দ সম্ভোগ করে। দেবত্ব বা পিশাচত্ব মানবের কর্ম্মাধীন। একমাত্র সঙ্গই উন্নতি বা অবনতির কারণ। সাধুসঙ্গে যেমন উন্নতি, অসৎসঙ্গে তেমনি অধোগতি।

"অসতাং দর্শনাৎ স্পর্শাৎ সংজল্পাচ্চ সহাসনাৎ।
ধর্ম্মাচারাঃ প্রহীয়ন্তে সিধ্যন্তি চ ন মানবাঃ॥"

—অসতের দর্শনে, স্পর্শে, তাহার সহিত আলাপনে বা উপবেশনে, মানবের সদাচার সকল অতীব হীনতা প্রাপ্ত হয়, সে সিদ্ধি-লাভ করিতে পারে না। স্বর্গ বা নরক মনেরই সৃষ্টি। মানুষের মন আপনার মধ্যে স্বর্গ আনিতে পারে, আবার নরকও আনিতে পারে। মহাকবি মিল্‌টন বলিয়াছেন;—

"The mind is its own place, and itself can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven."

অর্থাৎ মন নিজেই নিজের আধার; মন আপনিই আপনাতে স্বর্গকেও নরকরূপে এবং নরককেও স্বর্গরূপে সৃষ্টি করিতে পারে।

প্রাচীনতম বৈদিক আচার্য্যেরা শিক্ষার্থী,

শিষ্যকে প্রথমেই এই কয়েকটী উপদেশ দান করিতেন ;—

"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং
পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ"—

— আমরা যেন কর্ণদ্বারা সর্ব্বদা কল্যাণ-বাণী শ্রবণ করি ; চক্ষু দ্বারা সকলি মঙ্গলময় দর্শন করি ; স্তুতি মন্ত্রাদি দ্বারা ভগবানেরই স্তব করি।

"সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্।
স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।
দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।

—হে শিষ্য! তুমি সত্য হইতে কদাচ বিচলিত হইও না ; ধর্ম্ম হইতে কদাচ বিচলিত হইও না ; (ধর্ম্মসাধন) শারীরিক কুশল হইতে কদাচ বিচলিত হইও না ; শুভকার্য্য হইতে কদাচ বিচলিত হইও না ; সদ্‌বিদ্যার অধ্যয়ন ও অনুশীলন হইতে কদাচ বিচলিত হইও না। দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য হইতে কদাচ বিচলিত হইও না।

"মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি।"

—দেবতাজ্ঞানে মাতাকে সেবা কর। দেবতাজ্ঞানে পিতাকে সেবা কর। দেবতাজ্ঞানে আচার্য্যকে সেবা কর। দেবতাজ্ঞানে অতিথিকে সেবা কর। শিষ্টসম্মত অনিন্দিত কর্ম্ম সকলেরই অনুষ্ঠান করিও, কদাচ নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না। হে শিষ্য! আমাদের সদাচারই গ্রহণ করিও। অসৎকার্য্য গুরুজনে করিলেও, তাহা করিও না। (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

অহো কি অমূল্য উপদেশ! স্বর্গের অমৃতকুণ্ড হইতে যেন বিন্দু বিন্দু অমৃত শিষ্য হৃদয়ে পতিত হইতেছে। নর মানব ইহার এক বিন্দু পান করিলেই অমর হইয়া যায়। বৈদেশিকগণকর্ত্তৃক ভারতের সমস্ত ধনরত্ন, খুদাগুঁড়া পর্য্যন্ত যদি কবলিত হয়, তথাপি পূর্ব্ব ঋষিগণের প্রদত্ত এ সকল অপার্থিব বৈভব ভারতের অক্ষয় গৌরবস্বরূপ দীপ্যমান থাকিবে।

"সর্ব্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমম্।
অহার্য্যত্বাদনর্ঘ্যত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্ব্বদা॥"
(হিতোপদেশ)

—যত কিছু ধন রত্ন আছে এ জগতে,
বিদ্যাধন সকলের শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে ;
না পারে হরিতে কেহ, নাহি পায় ক্ষয়,
অমূল্য এ ধন ভবে জানিও নিশ্চয়।

সদ্গুরু সাধুর সেবাই তুলসীদাসের নিকট সর্ব্ব তীর্থের, সর্ব্ব সাধনায় ও সর্ব্ব বিদ্যার সার ছিল। তিনি সাধুসমাগমেই সর্ব্ব-তীর্থের মহাসঙ্গম দেখিতেন। সাধুসঙ্গের মহিমাবর্ণনে তাঁহার লেখনী সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। যথায় গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ত্রিবেণী-রূপে সম্মিলিত ; যথায় অক্ষয় বটবৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান, সেই প্রয়াগতীর্থকে তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা ;—

মুদমঙ্গলময় সন্তসমাজূ,
জো জগ জংগম তীরথরাজূ ;

রামভক্তি জহঁ সুরসরি ধারা,
সরস্বতি ব্রহ্মবিচার প্রচারা ;
বিধিনিষেধময় কলিমলহরণী,
কর্ম্মকথা রবিনংদিনি বরণী ;
হরি-হর-কথা বিরাজতি বেণী,
সুনত সকল মুদমংগলদেনী ;
বট বিশ্বাস, অচল নিজ ধর্ম্মা,
তীরথরাজ-সমাজ সুকর্ম্মা ;
সবহিং সুলভ সব দিন সব দেশা,
সেবত সাদর শমন কলেশা ;
অকথ অলৌকিক তীরথরাউ,
দেই সন্থ ফল প্রগট প্রভাউ।

(অনুবাদ।)

—আনন্দ-মঙ্গলময় সজ্জনসমাজ,
জঙ্গম প্রয়াগতীর্থ সর্ব্বতীর্থরাজ ;
এ তীর্থের ভাগীরথী শ্রীরামে ভকতি,
ব্রহ্মতত্ত্বকথা তথা পুণ্যা সরস্বতী ,
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান'বিধি-নিষেধ সহিত,
যমুনারূপেতে তথা হয়েছে মিলিত ;
তথায় অক্ষয়বট অক্ষয় বিশ্বাস,
সনাতন ধর্ম্মমূলে যাহার বিকাস ;
এ তীর্থ সর্ব্বত্র সদা আছে বিদ্যমান,
সেবামাত্র হাতে হাতে ফল করে দান ;
এ অপূর্ব্ব তীর্থরাজ যে করে সেবন,
ত্রিতাপ-দহনে শান্তি লভে সেই জন।

মহাত্মা তুলসীদাস সাধুসঙ্গের এইরূপ মহিমা কীর্ত্তন করত, করযোড়ে সকলকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন ;

"সুনি সমুঝহিং জন মুদিতমন মজ্জহিং অতি অনুরাগ।
লহহিং চারি ফল অচ্ছততনু, সাধুসমাজ-প্রয়াগ॥"

(অনুবাদ।)

—হে মানবগণ! প্রসন্নচিত্তে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, ভক্তিভরে ঐ তীর্থে অবগাহন কর। তুমি এই দেহেই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিবে। যদি বল!—যে ব্যক্তি আজন্ম কর্ম্মচণ্ডাল, ঘোর পিশাচ, যাহার সমস্ত ধাতু, অস্থি, মজ্জা পর্য্যন্ত পিশাচ হইয়া গিয়াছে, সাধুসঙ্গে তাহার কি করিবে।

তুলসী বলিতেছেন ;—

"শঠ সুধরহিং সতসংগতি পাঈ।
পারস পরসি কুধাতু সুহাঈ॥"

—ঘোরতর দুর্বৃত্তও সাধুসঙ্গে আমূলতঃ সংশোধিত হয়। দেখ! স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহও সুবর্ণ হইয়া যায়।

"বাল্মীকি, নারদ, ঘটযোনী।
নিজ নিজ মুখনি কহী নিজ হোনী॥
মতি কীরতি গতি ভূতি ভলাঈ।
জব জোহি যতন জহাঁ জোহি পাঈ॥
সো জানে সতসংগ প্রভাউ।
লোকহুঁ বেদন আন উপাউ॥

দেখ! বাল্মীকি, নারদ, অগস্ত্য, ইহাঁরা নিজমুখে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—আমরা কর্ম্মবিপাকে তাদৃশ হেয়তম দশায় পতিত হইয়াও যে শেষে এই অচিন্তনীয় দিব্যৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি, তাহা সাধুসঙ্গেরই ফল। সাধুসঙ্গেই আমাদের মতি, গতি ফিরিয়াছিল। আমাদের এ অতুল ভূতি ও কীর্ত্তি সাধুসেবারই ফল (১)।

(১) বাল্মীকির পূর্ব্বকথা সকলেই জানেন।

তুলসী-চরিত্রের একটী প্রধান উপাদান দৃঢ়তা। বাল্যাবধি সকল কার্য্যেই তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। বাল্যে গুরুর নিকট রামায়ণপাঠকালে তিনি একদিন অধীত বিষয় স্মরণ রাখিতে না পারায় তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। তিরস্কৃত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,—অদ্য রাত্রিমধ্যে রামায়ণের সমগ্র আদিকাণ্ড কণ্ঠস্থ করিব। পরদিন প্রাতে তিনি সমগ্র আদিকাণ্ড মুখস্থ শুনাইয়া গুরুকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন (২)। তিনি যাহা বলিতেন, প্রাণান্তেও তাহা হইতে বিচলিত হইতেন না। একটী ক্ষুদ্র ঘটনা বলিতেছি। তিনি একদা এক জলাশয়ে অতি প্রত্যূষে স্নান করিতে নামিয়াছেন, এমন সময় এক যুবতী তাঁহার সম্মুখে স্নান করিতে নামিল। যুবতী তুলসীকে কহিল ;—"যতক্ষণ আমি স্নান

---

নারদ ব্যাসকে নিজ পূর্ব্ববৃত্তান্ত এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—আমি পূর্ব্বজন্মে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের এক দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছিলাম। মাতার আজ্ঞায় আমি নিরন্তর কায়মনোবাক্যে সেই বিপ্রগণের সেবা করিতাম। তাঁহাদের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিয়া জীবনধারণ করিতাম। নিয়ত তাঁহাদের সেবায় ও তাঁহাদের মুখে হরিকথা শ্রবণে আমার মতিগতি ফিরিল। শেষে আমার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল, আমি জীবন্মুক্ত হইলাম। (ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)। অগস্ত্য মহাদেবকে বলিয়াছিলেন, আমি কেবল সাধুসঙ্গপ্রভাবেই এ অতুল যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি।

(২) এ দেশে অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত অনেক ছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বেও কয়েকটী শ্রুতিধর পণ্ডিত দেখিয়াছি। ৺কাশীধামে এক যুবক সংস্কৃত রামায়ণের প্রথম হইতে শেষ, আবার শেষ হইতে প্রথম শ্লোক পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিয়া আমাকে শুনাইয়াছিলেন। বঙ্গের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের স্মৃতিশক্তির কথা অনেকে শুনিয়াছেন। ত্রিবেণীর ঘাটে এক ইংরাজের সহিত এক ফরাসীর বিবাদ হয়। প্রথমে বচসা ও পরে মারামারি করিয়া উভয়ে বিচারার্থে আদালতে নীত হয়। বিবাদের সময় তথায় জগন্নাথ বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। তিনি উদাসীনভাবে তাহাদের কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহাকে সাক্ষীরূপে আদালতে উপস্থিত করা হয়। তিনি ফ্রেঞ্চ বা ইংরাজি ভাষার এক বর্ণও জানিতেন না। ইংরাজ ইংরাজি ভাষায় এবং ফরাসী ফ্রেঞ্চ ভাষায় গালি দিয়াছিল। জগন্নাথ তাহাদের কথাগুলি অবিকল বলিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, কলিকাতায় এক পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। তিনি যুগপৎ তিন চারি জনের প্রশ্নের উত্তর, শ্লোক দ্বারা সমস্যাপূরণ, আবার ঠিক্ সেই সময়েই দাবা প্রভৃতি খেলার চাল, ও গণিতবিষয়ক নানা জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়া সকলকে অবাক্ করিয়াছিলেন। আমার পরমারাধ্য ৺পিতৃদেবের স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত ছিল। সমগ্র রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ তাঁহার জিহ্বাগ্রে ছিল। তিনি আমাদের মুখে সমগ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস একবারমাত্র শ্রবণ করিয়া, তাহার ছয় বৎসর পরে তাহা আদ্যোপান্ত অবিকল বলিয়াছিলেন। বর্ণিত ঘটনা সকলের সন, তারিখ, মাস, ও ব্যক্তি সকলের নাম ধাম কিছুই বিস্মৃত হন নাই। এরূপ শ্রুতিধর পণ্ডিতের সংখ্যা ক্রমেই বিরল হইয়া পড়িতেছে। যখন লিপিপ্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই, তখন শ্রবণ ও স্মরণ দ্বারা শাস্ত্র সকল রক্ষিত হওয়ায়, শাস্ত্রের শ্রুতি ও স্মৃতি নাম হইয়াছে।

করিয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তন না করি, ততক্ষণ আপনি আমার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকুন; আমি স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আপনাকে জানাইলে, আপনি সম্মুখ ফিরিয়া স্নানাদি করিবেন।" তুলসী তৎক্ষণাৎ ঐ যুবতীর দিকে পিছন করিয়া জলমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ দিকে যুবতী স্নানাদি করিয়া, তুলসীকে কোনও কথা না বলিয়া প্রস্থান করিল। ক্রমে প্রাতঃকাল অতীত হইল। ক্রমে মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ অতীত হইল; তুলসী সমভাবে দণ্ডায়মান। রাত্রি উপস্থিত, তুলসী সেইভাবে দণ্ডায়মান। অনন্তর সেই কথা রাষ্ট্র হওয়ায়, যুবতী তাহা জানিতে পারিয়া তুলসীর নিকট আসিয়া কুণ্ঠিত-ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তুলসী তাহার অনবধানতাজন্য কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই, স্নেহমধুরবাক্যে সেই নারীকে অভয় দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাল্যাবধি তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতি অতীব প্রবলা ছিল। প্রথম যৌবনে তাহা লাবণ্য-বতী পত্নীর রূপজ মোহে আবদ্ধ ছিল। সে মোহ কাটিলে, যাহা আত্মার অবিকারী অক্ষয় সৌন্দর্য্য, সেই পুণ্যশীলতাকেই সুন্দর বলিয়া জানিলেন। তখন পাপকেই কুরূপ ও পুণ্যকেই সুন্দর দেখিতে লাগি-লেন। যে যত দয়ার্দ্রচিত্ত, সে তত সুন্দর; কৃপাপীযুষসাগর হরি সর্ব্বসৌন্দর্য্যের পূর্ণ-পাত্র,—এই ভাবের উক্তি তাঁহার ভূরি ভূরি কবিতায় দৃষ্ট হয়। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

কোনও কবি এক দয়াবতী রমণীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন;—

"গুলিস্তাঁমে জাকে হরেক গুলকো দেখা।
ন তেরিসি রঙ্গৎ, ন তেরিসি বু হৈ॥"

—অর্থাৎ, এই সংসাররূপ উদ্যানে আমি নানাজাতীয় পুষ্প দেখিলাম, কিন্তু তোমার ন্যায় বর্ণ ও তোমার ন্যায় সৌরভ কোথাও দেখিলাম না। এ স্থলে একটী ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

একদা তিনটী শিশু পাঠশালা হইতে গৃহে যাইবার সময় এক ময়রার দোকানে জল খাইতে বসিয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটী শিশু গৌরবর্ণ, অপরটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ময়রা খাবার দিতেছে, ইত্যবসরে গৌরবর্ণ শিশুদ্বয় নিজ নিজ হস্ত খুলিয়া কৃষ্ণবর্ণ শিশুর সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে বলিল;—"দেখ্! দেখ্! আমার হাত কত সুন্দর! তোর হাতখানা কালো কেঁট্‌কেঁটে, বড় বিশ্রী!" কৃষ্ণবর্ণ শিশুটী দ্বিরুক্তি করিল না। এক বৃদ্ধা ভিখারিণী ক্ষুধার্ত্তা হইয়া তথায় বসিয়াছিল। ময়রা যখন তাহা-দিগকে খাবার দিল, ভিখারিণী কাতর-ভাবে শিশুদের নিকট কিছু খাইতে চাহিল। গৌরবর্ণ বালকদুটী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া খাইতে লাগিল। কৃষ্ণবর্ণ শিশুটী তখন খাবার মুখে তুলিতেছিল, কিন্তু বৃদ্ধার কথায় তাহার হাত আর মুখে উঠিল না, সে সমস্ত খাবার বৃদ্ধাকে দিল। বৃদ্ধা বলিল,—বাছা! তুমি কিছুই খেলে না! বালক বলিল;—আমি এখনি বাটী গিয়া খাইব। এ খাবার তুমি খাও। আহা!

আজি বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই ? বৃদ্ধা বলিল,—হাঁ বাছা ! আমি দুই দিন কিছুই খাই নাই। তাহা শুনিয়া ঐ বালকের চক্ষু জলপূর্ণ হইল। বৃদ্ধা কহিল ;—"বাছা ! তোমার হাতখানি সকলের চেয়ে সুন্দর। তুমি বেঁচে থাক।"

"হস্তস্য ভূষণং দানম্"

যে হস্ত দরিদ্রকে দান করিবার জন্য উত্থিত হয়, সেই হস্তই সুন্দর। স্বভাব-কবি মহাত্মা গোল্ডস্মিথ বলিতেন,—"Handsome is, that handsome does." অর্থাৎ, যাহার কার্য্য সুন্দর, সেই সুন্দর।

শাস্ত্রে বিবিধ পাপের জন্য যে সকল নরকভোগের ব্যবস্থা আছে, তুলসীদাস তাহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন। এজন্য সকলের সম্মুখে সেই সকল নরকের চিত্র প্রত্যক্ষবৎ প্রদর্শন করিয়া সাবধান করিয়া দিতেন। একদা কোনও মঠে ভাগবত কথা হইতেছিল। তথায় কেহ কেহ উচ্চ আসনে বসিয়া কথা শুনিতেছিলেন। তুলসী তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সকলে তাঁহাকে সসম্ভ্রমে উচ্চ আসনে বসাইবার জন্য যত্ন করিলেন। কিন্তু তিনি আসনে না বসিয়া, দীনভাবে ভূতলে উপবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন,—যিনি ভগবৎকথা শ্রবণ করান, তিনি পরমগুরু। শ্রোতা যিনিই হউন, তাঁহাকে কদাচ সে স্থানে উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে নাই। ভগবৎকথা শ্রবণ করিবার সময় তাম্বূল ভক্ষণ করিলে, মল-ভোজন করা হয়, উচ্চ আসনে উপবেশন করিলে, অধমযোনিতে জন্মলাভ হয়। কথককে ভক্তিভরে প্রণাম না করিলে, জন্মান্তরে বিবৃক্ষ হইতে হয়। ভগবৎ-কথার সময় শয়ন করিলে অজগর-যোনিতে পতন হয়। যিনি কথকের সমান আসনে উপবেশন করেন, তাঁহাকে গুরুপত্নীগমন জন্য মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। যিনি কথকের নিন্দা করেন, তিনি শতজন্ম কুকুরযোনি প্রাপ্ত হন। ভগবৎকথার সময় যিনি বিবাদে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে জন্মান্তরে গিরিগিটি হইতে হয়। যিনি ভগবৎকথায় কর্ণপাত না করিয়া অন্য চিন্তা করেন, তিনি শূকরযোনি প্রাপ্ত হন। যিনি ভগবৎকথার বিঘ্ন ঘটান, তাঁহাকে বহুজন্ম নানা নরকভোগ করিয়া শেষে শূকরযোনিতে জন্মলাভ করিতে হয়। তুলসীদাসের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে উচ্চ আসন ত্যাগ করিয়া, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া অধোমুখে নিম্নে উপ-বেশন করিল।

একদা কোনও কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব, তুল-সীকে কহিলেন ;—"রামচন্দ্রে পূর্ণব্রহ্মের দ্বাদশ কলামাত্র ছিল, কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ-চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ। অতএব আপনি পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা না করিয়া রামকে ভজনা করেন কেন ? (১) তাহা শুনিয়া

(১) যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে,—ভগবান্ বিষ্ণু সনৎকুমারের শাপে মর্ত্ত্যে অজ্ঞানা-বতার রামরূপে অবতীর্ণ হন। অজ্ঞানাবতার অর্থাৎ তিনিই যে, পূর্ণব্রহ্ম, তাহা তিনি নিজে জানিতেন না। এই অজ্ঞানটুকুর জন্য, রামচন্দ্রে

তুলসী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ;— আপনি ভালই বলিলেন। আমি এ পর্য্যন্ত রামচন্দ্রকে অযোধ্যার সামান্য রাজকুমার বলিয়াই জানিতাম। আপনি তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া তাঁহার উপর আমার ভক্তিকে শতগুণ বর্দ্ধিত করিলেন। এখন তাঁহাকে আর কিরূপে ছাড়ি? আরো দেখুন! চন্দ্রমার পূর্ণতা যেমন ষোল কলায়, সূর্য্যদেবের পূর্ণতা তেমনি দ্বাদশ কলায় (২)। চন্দ্রকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে ষোলকলা থাকায়, তিনি যেমন পূর্ণ, সূর্য্যকুলসূর্য্য রঘুনাথে বার কলা থাকায়, তিনিও তেমনি পূর্ণ (৩)। উভয়েই "পূর্ণব্রহ্ম।" ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবঠাকুর অপ্রতিভ হইয়া, তুলসীর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

একদা কাশীধামে এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বিচারার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য জানিয়া, তাঁহার সহিত বিচারে কেহই সাহসী হইলেন না। উক্ত পণ্ডিতের সঙ্গে বিচারে কে যোগ্য হইবেন, ইহা জানিবার জন্য পণ্ডিতেরা শিব-মন্দিরে গিয়া স্বপ্ন দিলেন, রাত্রিকালে প্রত্যেকেই প্রত্যাদেশ পাইলেন যে,— তুলসীদাস উঁহার সহিত বিচারে সমর্থ। অনন্তর পণ্ডিতসভায় বিচারার্থ তুলসীদাস উপস্থিত হইলেন। সমাগত সভ্যগণকে তাম্বূল দিয়া অভ্যর্থনা করা শিষ্টাচার। তথায় পাঁচটীমাত্র তাম্বূল ছিল, কিন্তু সভ্য-সংখ্যা অনেক। তুলসী সেই পাঁচটী তাম্বূল লইয়া শিষ্যহস্তে দিয়া কহিলেন,— প্রত্যেককে পাঁচটী করিয়া তাম্বূল দাও, অভাব হইবে না। শিষ্য সেই পাঁচটী তাম্বূল একজনকে দিবামাত্র, তাহার হস্তে আর পাঁচটী তাম্বূল আসিল। এইরূপে সে সমস্ত লোককে পাঁচটী করিয়া তাম্বূল বিতরণ করিল, এবং শেষে তাহার হস্তে পাঁচটী তাম্বূল শেষ রহিল। এই ঘটনা দর্শনে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত অবাক্ হইয়া তুলসীর চরণে পতিত হইলেন। তুলসী তাঁহাকে মধুর বাক্যে কহিলেন ;—"আপনি পাণ্ডিত্যাভিমান ও বাগ্‌বিতণ্ডা ছাড়িয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বন করুন।" অনন্তর তাঁহার হস্তে একখানি রামায়ণের পুঁথি দিয়া কহিলেন ;—ভক্তিভাবে ইহা পাঠ করুন, আপনার সকল সংশয় দূর হইবে।

"বিশ্বাসেই হরি মিলে, তর্কে বহুদূর।"

ভক্তকবি কবির, যাঁতায় গোধূমচূর্ণ হই-তেছে দেখিয়া, বলিয়াছিলেন;—"এই ব্রহ্মাণ্ড একটী যাঁতাস্বরূপ, ভুবন ও গগন,

---

ষোলকলা ঈশ্বরত্বের চারিকলার ন্যূনতার কথা উক্ত বৈষ্ণব ঠাকুরের অভিপ্রেত।

(২) "দ্বাদশাত্মা দিবাকরঃ" ;—সূর্য্যদেব দ্বাদশ আত্মায় পূর্ণ। ঐ দ্বাদশ আত্মার নাম যথা ;—

"ধাতার্য্যমা বিধাতা চ ত্বষ্টা পূষা চ ভারত।
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥"
(হরিবংশ)

—(১) বিবস্বান্, (২) অর্য্যমা, (৩) পূষা, (৪) ত্বষ্টা, (৫) সবিতা, (৬) ভগ, (৭) ধাতা, (৮) বিধাতা, (৯) বরুণ, (১০) মিত্র, (১১) শক্র, (১২) অতিতেজা। এই দ্বাদশরূপ সূর্য্যের এক একটী প্রতিবর্ষে দ্বাদশ মাসে যথাক্রমে উদিত হন।

যাঁতার দুইখানি পাট; জীবরূপ শস্য সকল ইহার মধ্যে পড়িয়া বিচূর্ণিত হইতেছে, কেহই অখণ্ড থাকিতেছে না। কবীরের এই উক্তি খণ্ডন করিয়া তুলসী বলিয়াছিলেন ;—

"চলতি চক্কি সব্ কোই দেখে, কীল্ দেখে
না কোই।
যো কীল্‌কো পাকড়কে রহে, সাবেৎরহা
হেয় ওই ॥"

—ঘূর্ণিত যাঁতা হইতে শস্য চূর্ণ হইয়া বাহির হইতেছে, ইহাই সকলে দেখিতেছে, কিন্তু ঐ যাঁতার মধ্যস্থলে যে কীলক (খোঁটা) নিহিত আছে, তাহা কেহই দেখে না। ঐ কীলকের বাহিরের শস্য সকলই চূর্ণ হইতেছে; যে সকল শস্য ঐ কীলককে আশ্রয় করিতেছে, তাহারা অখণ্ড রহিয়াছে।

সেই সচ্চিদানন্দ হরি সর্ব্বজীবের অভয়দাতা—একমাত্র আশ্রয়। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে, এ সংসার-যন্ত্রে চূর্ণ হইতে হয় না। তাঁহার আশ্রিতেরা এ ভব-সাগর অবহেলে উত্তীর্ণ হয়। (ক্রমশঃ।)

---

# রমণী-রত্নমালা।

( পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর। )

( বীরাঙ্গনা বিশ্‌পলা। )

সা বিশ্‌পলা বীরবরাগ্রগণ্যা
বিচ্ছিন্নপাদা যুধি শত্রুশস্ত্রৈঃ।
বিনির্ম্মমে লৌহপদং যদর্থে
স আশ্বিনেয়ঃ সুরবৈদ্যরাজঃ॥

—বীরনারী-অগ্রগণ্যা বিশ্‌পলা কামিনী,
বেদে বিঘোষিত যার বিক্রম-কাহিনী,
যে করিল শত্রুসনে সংগ্রাম ভীষণ,
রিপু-শস্ত্রে ছিন্ন তার হইল চরণ;
দেববৈদ্যরাজ সেই অশ্বিনীকুমার,
নিরমিয়া দিল লৌহ-চরণ তাহার।

প্রাচীন ভারতের বীরনারীগণের বীরত্বের কথা পাঠ করিলে, ভক্তি ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। ঋক্‌-বেদে উল্লিখিত আছে,—শত্রুগণ আসিয়া এই আর্য্যভূমিকে আক্রমণ করিলে, এ দেশের বামাগণ শস্ত্রধারণপূর্ব্বক ভীম-বিক্রমে সংগ্রামে অগ্রগামিনী হইতেন। স্বদেশ-রক্ষার্থে তাঁহারা প্রাণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেন। কেহ যুদ্ধে প্রবৃত্তা, কেহ যুদ্ধোপকরণের বহনাদি কার্য্যে নিযুক্তা, কেহ আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইতেন। তাঁহারা কায়মনোবাক্যে রাজার কল্যাণসাধন করিতেন। প্রাচীন ভারতে ও প্রাচীন রোম প্রভৃতি রাজ্যে অনেক সময়, বামাগণের সহায়তায় রাজ্যরক্ষা হইয়াছিল। ভারতের রাজভক্তি চিরপ্রসিদ্ধ। "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ

তিষ্ঠতি"—রাজা নররূপিণী মহতী দেবতা, এ মনুবাক্য ঈশ্বরবাণীর ন্যায় পালিত হইত। রাজকার্য্যে সমরোন্মুখী সহস্র সহস্র বীরনারীর কণ্ঠোত্থিত সিংহনাদে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইত। তৎকালের অস্ত্রচিকিৎসার অদ্ভুত উৎকর্ষের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋক্‌বেদের ১৫ ঋক্, ১ম মণ্ডল, ১১৬ সংখ্যক সূক্তে 'বিশ্‌পলা' নাম্নী রমণীর কথা এইরূপ উল্লিখিত আছে ; যথা—

"চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণম্
আজা খেলস্য পরিতক্ম্যায়াম্।
সদ্যো জংঘামায়সীং বিশ্‌পলায়ৈ
ধনে হিতে সর্ত্তবে প্রত্যধত্তম্ ॥"

ইহার সায়ণাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা যথা ;—অগস্ত্যপুরোহিতঃ খেলো নাম রাজা তস্য সম্বন্ধিনী বিশ্‌পলা নাম স্ত্রী, সংগ্রামে শত্রুভিঃ ছিন্নপদা আসীৎ। পুরোহিতেন অগস্ত্যেন স্তুতৌ অশ্বিনৌ রাত্রৌ আগত্য আয়োময়ং পাদং সমধত্তাম্। তদেতদাহ—'আজা'—আজৌ, সংগ্রামে, অগস্ত্যপুরোহিতস্য খেলস্য রাজ্ঞঃ সম্বন্ধিন্যাঃ বিশ্‌পলাখ্যায়াঃ, 'চরিত্রং'—চরণম্, 'বেরিব'—বেঃ পক্ষিণঃ পর্ণং পতত্রম্ ইব, 'অচ্ছেদি হি'—পুরা ছিন্নমভূৎ খলু। হে অশ্বিনৌ! যুবাং অগস্ত্যেন স্তুতৌ সন্তৌ, 'পরিতক্ম্যায়াং'—রাত্রৌ, আগত্য, 'সদ্যঃ'—তদানীমেব, 'সর্ত্তবে'—সর্ত্তুং গন্তুম্ ইত্যর্থঃ, বিশ্‌পলায়ৈ 'আয়সীং'—লোহময়ীম্, 'জংঘাং'—জংঘোপলক্ষিতং পাদম্, 'প্রত্যধত্তম্'—সন্ধানম্ একীকরণমিত্যর্থঃ, কৃতবন্তৌ।"

—অর্থাৎ—খেলনামক এক রাজা ছিলেন। ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্য তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। সেই রাজার পত্নীর নাম বিশ্‌পলা। শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে, শত্রুকর্ত্তৃক বিশ্‌পলার একখানি চরণ ছিন্ন হইয়াছিল। রাজপুরোহিত মহামুনি অগস্ত্য সেই দিন রাত্রিকালে দেবভিষক্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করায়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই রাত্রিতে আগমন করিয়া, লৌহময় চরণ নির্ম্মাণপূর্ব্বক, বিশ্‌পলার দেহে সংযোজিত করিয়া, তদীয় ছিন্ন চরণের অভাব পূর্ণ করিলেন। ছিন্ন-পক্ষ বিহঙ্গের নূতন পক্ষ লাভের ন্যায়, বিশ্‌পলা নূতন চরণ লাভ করিলেন। ঋগ্‌বেদে ও রামায়ণ, মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে পূর্ব্বতন আর্য্যদিগের অস্ত্রচিকিৎসার এরূপ অত্যাশ্চর্য্য সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত আছে। এ ভারতে বীরাঙ্গনার সংখ্যাও অল্প ছিল না। কিছু কাল পূর্ব্বে রাজপুতানায় কত শত বীরনারীর উদয় হইয়াছিল।

---

( বিদুষী লীলাবতী ও খনা। )

ধন্যা লীলাবতী সাংখিলবুধমহিতা ভাস্করাচার্য্যপত্নী
যস্যা লীলায়তে ধীরতিশয়গহনেঽপ্যঙ্কশাস্ত্রস্য তত্ত্বে।
নারীরত্নং খনা সা বহুবিধগণনাশ্চর্য্যবৈদগ্ধ্যপূর্ণং
গেহে গেহে যদীয়ং প্রচরতি বচনং সর্ব্বকার্য্যেষু নিত্যম্ ॥

—বিখ্যাত ভাস্করাচার্য্য-পণ্ডিত গৃহিণী
ধরাধন্যা লীলাবতী প্রতিভারূপিণী ;
দুরূহ গণিততত্ত্ব-নিরূপণে যার
অদ্ভুত বুদ্ধির লীলা জগতে প্রচার।
খনাদেবী এদেশের রমণীরতন,
অসংখ্য বিষয়ে যাঁর আশ্চর্য্য গণন;
বিচিত্র কৌশলপূর্ণ খনার বচন—
গৃহে গৃহে সর্ব্বকার্য্যে মানে সর্ব্বজন।

---

( বিক্রমাদিত্য মহিষী বিদুষী ভানুমতী। )

আসীদ্‌বিদুষীকুলমৌলিভূষা
শ্রীবিক্রমাদিত্যনরেশপত্নী
যা বুদ্ধিবিদ্যাপ্রতিভাপ্রভাভিঃ
মহীপতের্মূর্ত্তিমতীব লক্ষ্মীঃ ॥

—বিদুষীর শিরোমণি রাজ্ঞী ভানুমতী,
বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য রাজা যার পতি ;
বুদ্ধিবিদ্যাপ্রতিভাপ্রভাবে সেই সতী
আছিলা রাজার যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।

মহিষী ভানুমতীর বুদ্ধি, বিদ্যা ও প্রতিভার প্রভাবে মহারাজ বিক্রমাদিত্য অনেক সময় অনেক সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। দুরূহ রাজ্যতন্ত্রবিষয়ক মন্ত্রণাস্থলে মহিষী উপস্থিত থাকিতেন। কোনও গুরুতর কার্য্য তাঁহার সম্মতি ও পরামর্শ বিনা স্থিরীকৃত হইত না। তাঁহার পরিণাম-দৃষ্টি অতি আশ্চর্য্য ছিল। কোনও কার্য্যের ফলাফল তিনি অগ্রেই বলিতে পারিতেন। এজন্য সকলে তাঁহার দৈবশক্তি স্বীকার করিত। মন্ত্রিগণ এবং স্বয়ং মহারাজ মহিষীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তৎকালে সমস্ত ভারতভূমির উপর বিক্রমাদিত্যের একাধিপত্য ছিল। ভারতের এবং অন্যান্য দেশের বাছা বাছা গুণিরত্নে তাঁহার সভা অলঙ্কৃত ছিল। তাঁহার 'নবরত্ন সভা' ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ। ঐ সভার এক একটী রত্ন এক এক বিষয়ে অতুলনীয়। উজ্জয়িনীর প্রাচীন প্রস্তরফলকে ঐ নবরত্নের নাম এইরূপ লিখিত আছে ;—

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥"

—(১) ধন্বন্তরি ; (২) ক্ষপণক ; (৩) অমরসিংহ, (৪) শঙ্কু ; (৫) বেতালভট্ট ; (৬) ঘটকর্পর (৭) কালিদাস ; (৮) বরাহমিহির ; (৯) বররুচি। এই নবজন সুধীবরের কৃতি ও কীর্ত্তি বিদ্যমান। অহো ! বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল এ জগতে কি গৌরবময়, কি পুণ্যময় যুগ !—যে যুগে জগতের অদ্বিতীয় কবি কালিদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ধন্য বিক্রমাদিত্য ! ধন্য তোমার সভাসদ কালিদাস! মহাপ্রলয়েও তোমাদের কীর্ত্তি লয় পাইবে না। কথিত আছে,—বিক্রমাদিত্যের চতুরঙ্গিণী সেনার সংখ্যা প্রায় দুই কোটি ছিল। মহিষী সমস্ত সেনার ও সমস্ত আয় ব্যয়ের পরিদর্শন করিতেন। প্রধান প্রধান যুদ্ধে রাজাকে সুপরামর্শ দিবার নিমিত্ত মহিষী রাজার সঙ্গে থাকিতেন ; স্বয়ং আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষা

ও তত্ত্বাবধান করিতেন। সকলেই তাঁহার নিকট সাহায্য, সান্ত্বনা ও উৎসাহ পাইত।

---

(ধরণী-গৌরব, রোমনারী ভিটূরিয়া দেবী।)

স্বদেশরক্ষার্থমদাদ্ বলিং যা
প্রাণাধিকং পুত্রমকুণ্ঠচিত্তা।
ভিটূরিয়া সাঽক্ষয়পুণ্যকীর্ত্তিঃ
রোমাঙ্গনা গৌরবমঙ্গনানাম্।

রোমনারী ভিটূরিয়া নারীশিরোমণি,
যাহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিছে ধরণী;
স্বদেশরক্ষার তরে অম্লান হৃদয়ে,
শত্রুহস্তে দিলা বলি প্রাণের তনয়ে।

পূর্ব্বকালে রোমরাজ্যে দুইটী সম্প্রদায় ছিল;—প্লীবিয়ান্ বা সাধারণ দল, এবং পেট্রিসিয়ান বা সম্ভ্রান্ত দল। রাজ্যতন্ত্রের উপর সম্ভ্রান্ত দলের অসীম প্রভুত্ব থাকায়, তাহারা জনসাধারণের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিত। উহাদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রজাসাধারণ মিলিত হইয়া, 'ট্রিবিউন্' নামে কতিপয় বিচারপতি নিযুক্ত করিল। কোরাইলেনস্ নামে এক মহাপ্রভাব যুবক সম্ভ্রান্তদলের কন্‌সল্ ছিলেন। কন্‌সলেরা রাজ্যের এক-প্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহার কন্‌সল পদ-প্রাপ্তি বিষয়ে সাধারণ দল বাধা দিয়াছিল। এজন্য সাধারণদলের উপর তাঁহার দারুণ বিদ্বেষ। রোমে একদা ঘোর দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময় সিসিলি হইতে রোমে শস্য আনীত হয়। কিন্তু কোরাইলেনস্ দুর্ভিক্ষপীড়িত সাধারণদলকে উক্ত শস্য দিতে নিষেধ করায়, এবং ট্রিবিউন্‌দিগকে অপমান করায়, সাধারণদলের সমবেত চেষ্টায়, তিনি রোমের মহাসভা কর্ত্তৃক স্বদেশ হইতে চির নির্ব্বাসিত হইলেন। তিনি রোমের চিরশত্রু ভল্‌সিয়ান্‌দিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে তিনি বৈরনির্যাতনের জন্য স্বদেশের ও স্বজাতির সর্ব্বনাশসাধনে কৃত-সংকল্প হইলেন। অচিরে বিপুল ভল্‌সিয়ান্ সেনা সংগ্রহ করিয়া, ক্রমে রোমনগরের দ্বারে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তৎকালে রোমের এমন শক্তি ছিল না যে, কোরাইলেনসের ন্যায় অদ্বিতীয় সেনানীর পরিচালিত, প্রবলপরাক্রম ভলসিয়ান্ সেনাকে বাধা দিতে পারে। অবিলম্বে সমস্ত রোমবাসী অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত হইবে। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক ও প্রধান প্রধান বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকেরা কোরাই-লেনসের নিকটে গিয়া কাতরভাবে দয়া ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু কোরাইলেনসের পাষাণ-হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইল না। তখন রোমনগরের গৃহে গৃহে তুমুল আর্ত্ত-নাদ উঠিল। সেই সঙ্কটকালে নগরের মহিলাগণ সমবেত হইয়া কোরাইলেনসের জননীর নিকট গিয়া বলিলেন, দেবি! এ সময় আপনি কৃপা না করিলে আর রক্ষা নাই। এ রাজ্য এখনি মহাশ্মশানে পরিণত হইবে। এক প্রাণীও বাঁচিবে না। আপনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া এখনি আপনার পুত্রের শিবিরে চলুন। আপনার পুত্র যতই নিষ্ঠুর হউন, যতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন, তাঁহার নিকট জননীর কাতরোক্তি ও

অশ্রুবারি কখনই উপেক্ষিত হইবে না। মহাপ্রাণা বিটুরিয়া তৎক্ষণাৎ নারীবৃন্দের সহিত পুত্রের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। জননীকে দেখিয়াই কোরাইলেনস সসম্ভ্রমে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ভিটুরিয়া পুত্রকে বাহুপাশে বক্ষে দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক, অশ্রুধারায় তদীয় দেহ প্লাবিত করিয়া কহিলেন ;—বৎস! রোম রক্ষা কর, নহিলে আমি এখনি প্রাণত্যাগ করিব। বৃষ্টিধারায় দাবানলের ন্যায় জননীর অশ্রুধারায় পুত্রের সে প্রদীপ্ত বৈরানল তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইল। কোরাইলেনস কহিলেন ;—"মা! আপনি রোম রক্ষা করিলেন, কিন্তু আপনার পুত্রকে হারাইলেন।" সে সময় রোম ধ্বংস না করিয়া ফিরিলে, ভলসিয়ানদের হস্তে নিজের অতি নিষ্ঠুর ভাবে মৃত্যু হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিয়াও, কোরাইলেনস্ জননীর কাতরোক্তি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

জগত্যজেয়া খলু মাতৃশক্তিঃ
মাহেশ্বরী শক্তিরিবাপ্রমেয়া।
সর্ব্বঙ্কষং কওমপীহ মৃত্যোঃ
যস্যাঃ প্রভাবো বিফলীকরোতি॥

মাতৃশক্তি এ জগতে অজেয়া অসীমা,
ঐশী শক্তি সম যার অমেয় মহিমা;
যে করাল কালদণ্ডে বিশ্বনাশ হয়,
মাতৃশক্তি তাহাকেও করে পরাজয়।

( ক্রমশঃ )

---

# জাপানী পরীর গল্প।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

এইরূপে সে তাঁহাকে নিতান্ত ভাল মানুষের মত করুণকণ্ঠে মিষ্টবচনে তুষ্ট করিতে লাগিল। ওবাছান বেচারী নিতান্ত সরল মানুষ, মিথ্যা ও ছলচাতুরীর রহস্য তিনি কোন দিন জানিতেন না। এবারে তিনি শৃগালের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইলেন। তাহার বন্ধনরজ্জু খুলিয়া দিলেন এবং সে নীচে নামিলে তাহার নিকট যবচূর্ণের পাত্র সরাইয়া দিয়া কহিলেন,—"ভালো, তবে অল্পক্ষণের জন্য করো।"

দুষ্ট শৃগাল এখন বন্ধনমুক্ত। তাহার অভিসন্ধি সফল করিবার এই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া সে তাহার প্রতিশ্রুত যবচূর্ণ করা দূরে থাকুক, তৎক্ষণাৎ ওবাছানের মাথার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল ও সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানেই তাঁহাকে বধ করিল! তার পর সে নিজে অবিকল ওবাছানের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া * ঠিক সেই বাড়ীর কর্ত্রীটির মত সেখানে ওজিছানের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিল। ওজিছান সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিলেন; তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই বাড়ীতে কি হইয়াছে।

* জাপানের সাধারণ সংস্কার, এই সকল পশু স্বেচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে।

ওজিছান ডাকিলেন,—"ও ওবাছান! মাংস প্রস্তত হইয়াছে তো? এস, ভোজন করি।"

ওবাছান মাংস আনিয়া দিলে ওজিছান আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় তিনি দেখেন যেন ওবাছান অস্বাভাবিকরূপে সহসা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"আহা! ওজিছান, আমার নিকট সাচ্চা খবর শুনিলে আহারে আর রুচি থাকিবে না। মহাশয় শুনিতেছেন? আপনার ওবা-ছানকে আমি বধ করিয়াছি। যাহাকে বড় যত্নে আপনি কড়িকাঠে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই শৃগালপুঙ্গব আমি।"—সে এই কথা বলিতে না বলিতে ওজি-ছান দেখিলেন, ছদ্মবেশী শৃগাল লেজনাড়া দিয়া পলায়ন করিল।

বারান্দায় বসিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন,—ওঃ! শয়তান শেয়াল! হায়, হায়, আমার স্ত্রী বেচারীকে সত্য সত্যই সে বধ করিয়াছে! আহা, তাঁহার বিহনে আমি সংসারে আর কি করিব?"—এমন সময়ে তাঁহার অতি নিকটে এক মৃদু-সম্বোধন শুনিতে পাইলেন, বলিতেছে, "ওজিছান! আপনি কাঁদিতেছেন?"

ওজিছান মুখ তুলিয়া দেখিলেন, শ্বেত-খরগোষ। শ্বেতখরগোষ ওজিছানের বাড়ীর নিকটে বাস করিত। সেই শৃগাল ও এই খরগোষ কত বিভিন্ন! খরগোষকে সকলেই ভালবাসিত।

ওজিছান বলিলেন,—"শ্বেতখরগোষ মহা-শয়! ধন্যবাদ! হায়, আর কি জিজ্ঞাসা করেন, দুষ্ট শৃগাল আমার স্ত্রী বেচারীকে হত্যা করিয়াছে। আমার ভয়ানক অবস্থা অনুমান করুন।"

আদ্যোপান্ত সমুদায় ঘটনা শুনিয়া খর-গোষ অত্যন্ত দুঃখিত হইল। সে বলিল, "ইহা অপেক্ষা ভয়ানক আর কি হইতে পারে? সেই হত্যাকারীর শাস্তির ভার আমি লইলাম। পামর কখনই পার পাইবে না।"

ওজিছান বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! একই জাতীয় দুইটী প্রাণী পরস্পর এমন বিভিন্ন প্রকৃতি! একটী এমন সহৃদয়, আর একটী এমন পামর!" তখন খরগোষ, "আমার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন" ইহাই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

যাইতে যাইতে খরগোষ ভাবিল,—"এখনি যাই না কেন? দেখিয়া আসি প্রতিশোধের কোনও উপায় করিতে পারি কিনা।" ইহাই বলিয়া সে শৃগালের গর্ত্তের নিকট গেল। শৃগাল মনে মনে জানে সে অসৎকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, তাই সে তখন গর্ত্তের নির্জ্জন এক প্রান্তে বড় গম্ভীর-ভাবে বসিয়াছিল। শ্বেতখরগোষ তখন শিষ্টাচারের সহিত ডাকিল,—"মহাশয়! মহাশয়! ভাল আছেন? আপনাকে তো বড় প্রফুল্ল দেখিতেছি না। এমন সুন্দর দিনে আপনি ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন কেন? আমার সঙ্গে পাহাড়ে কক্কি সংগ্রহ করিতে আসুন না।"

শৃগাল দেখিল আর কেহ নহে, শ্বেত-খরগোষ। তখন সাহস পাইয়া কহিল,

"ভাল, তবে আপনার সঙ্গেই যাই। আমি বরং ঘরে বসিয়া কিছু অসুখই বোধ করিতেছিলাম।"

তখন উভয়ে একত্র পাহাড়ে যাইয়া সারাদিন সেখানে কঞ্চি সংগ্রহ করিল। সন্ধ্যাকালে সেগুলি পৃষ্ঠে বাঁধিয়া তাহারা বাড়ী ফিরিতে লাগিল। দুইজন একসঙ্গে যাইতে যাইতে শ্বেত খরগোষ শৃগালের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে চলিতেছিল। এই সুযোগে তখন খরগোষ পশ্চাৎ হইতে অতি সাবধানে শৃগালের পৃষ্ঠদেশে দৃঢ় আবদ্ধ কঞ্চিরাশির মধ্যে একটু আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। দুই মিনিটের মধ্যেই শৃগাল ডাকিয়া কহিল,—"খরগোষ মহাশয়, পট্‌পট্‌ শব্দ ও কি শুনি?"

অবলীলাক্রমে খরগোষ উত্তর করিল,—"বাঃ আপনি জানেন না? এটার নাম পট্‌ পট্‌ পর্ব্বত। তাই এই পাহাড়ের পথে চলিতে চলিতে আমিই বলিয়া যাইতেছি 'পট্‌ পট্‌ পট্‌ পট্‌'।"

শৃগাল কহিল,—কিন্তু মহাশয়, আমি যে এখন আমার কাণের কাছে হু হু শব্দ শুনিতেছি!"

খরগোষ বলিল,—"তাহাও যথার্থ। এই পাহাড়ের দুইটী নাম আছে। আমি দুই নামই উচ্চারণ করিতেছি—"প্রথমে পট্‌ পট্‌, তার পর হু হু।" কিন্তু ততক্ষণে কঞ্চির আগুন শৃগালের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছে। সে তখন চীৎকারস্বরে "ওরে আমি আগুনে পুড়িয়া মরিলাম" বলিয়া বেগে ছুটিতে লাগিল।

খরগোষ মনে মনে বলিল,—"ইহাই তোমার উপযুক্ত শাস্তি!" কিন্তু মৌখিক সে শৃগালের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চাতে থাকিয়া শৃগালের পিঠের উপর আগুনে বাতাস দিতেছিল। শৃগাল আগুনের জ্বালায় অস্থির হইয়া আগুন নিভাইবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তাহার গর্ত্তের মধ্যে গেল। খরগোষ আর সেদিন তাহার অনুসরণ করিল না, পরদিন যাইয়া শৃগালের সংবাদ লইল।

খরগোষ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,—"শৃগাল মহাশয়! আহা! আপনার গাত্রের অনেকখানি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, না? আজ আপনি কেমন আছেন?

শৃগাল। ওঃ খরগোষ মহাশয়! কাল আমার কি ভয়ানক বিপদই গিয়াছে!

খর। আহা! তাই ত, এই ঔষধটি আপনার জন্য আনিয়াছি। দগ্ধ স্থানে মালিস করিয়া দেখিবেন তো।

শৃগাল। আপনার বড় দয়া। যদি বলেন এখনই মালিস করি।

সে ঔষধ বটে। ঘায়ের উপর দিবামাত্র শৃগালের সর্ব্বাঙ্গ যেন নূতন আগুনে জ্বলিয়া উঠিল। জ্বালায় ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া সে লাফাইতে লাগিল।

খরগোষ সে দিন আর অধিক কিছু করিল না। বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু ইহাতেই সে দুষ্ট শৃগালের যথেষ্ট শাস্তি হইল মনে করে নাই। শৃগালের পাপ জীবনের বিনিময়ে সে নিরপরাধ

ওবাছানের হত্যার প্রতিশোধ লইবে স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র। এমন সময়ে একদিন সে দেখিতে পাইল শৃগাল তাহার দিকে আসিতেছে।

খর। ভাল, ভাল, শৃগাল মহাশয়! কেমন আছেন? আর একবার ভ্রমণে যেতে হবে না কি?

শৃগাল। আর পট্ পট্ পর্ব্বতে নয়!!

খর। না, না, তা আর নয়। সমুদ্রতীরে চলুন না?

শৃগাল। আচ্ছা, তাতে বেশ আমোদ হবে।

খর। হাঁ, বেশ হবে। আমি নৌকা প্রস্তুত করি। তার পর উভয়ে সমুদ্রে নৌকা-দৌড় খেলার বাজি রাখা যাবে।

খরগোষ অবিলম্বে দুইখানি নৌকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। একখানি নিজের জন্য, সে খানি কাঠের; আর একখানি শৃগাল মহাশয়ের জন্য, সে খানি শুধু মাটির; কিন্তু দেখিতে খুব শক্ত ও কাজের জিনিষ বলিয়া বোধ হয়।

কয়েক দিন পরে শৃগাল আসিয়া বলিল,—"খরগোষ মহাশয়! আপনার নৌকা তৈয়ার কতদূর?"

"প্রস্তুত, চলুন! অবিলম্বে রওনা হওয়া যাক্" বলিয়া খরগোষ শৃগালকে নৌকা দেখাইল। তখন মহা উৎসাহে দুইজনে রওনা হইয়া সমুদ্রতীর হইতে নৌকা ছাড়িয়া দিল—শ্বেত খরগোষ কাঠের নৌকায়, শৃগাল মাটির নৌকায়।

ক্ষুদ্রতরঙ্গের উপর দিগন্তব্যাপী জল-রাশিতে ভাসিতে ভাসিতে খরগোষ বলিল, "কি সুন্দর!"

শৃগালও মাথা নাড়িয়া বলিল,—"যথার্থ! এমন প্রশান্ত দিনে সমুদ্রবক্ষে নৌকা-ভ্রমণ বড় সুন্দর!"

"কিন্তু মহাশয়," খরগোষ বলিয়া উঠিল, "এমন ধীরে ধীরে দুইজন পাশাপাশি চলায় একটুও মজা নাই। চলুন আমাদের দুই নৌকার দৌড় হোক্।"

শৃগাল। বহুতাচ্ছা! কিন্তু দেখবেন যেন ঠিক্ এক সঙ্গে ছাড়া হয়। এই— এক, দুই, তিন।

শৃগাল ও খরগোষের নৌকা ছুটিল। দুইজনের প্রাণপণ ক্ষেপণী-সঞ্চালনে নৌকা তীরবেগে ছুটিয়াছে। কিন্তু শৃগালের যে মাটির নৌকা! ক্ষণকালমধ্যেই তাহা ভাঙ্গিয়া গেল, তার পর মুহূর্ত্তমধ্যে নৌকায় জল উঠিতে আসিল।

শৃগাল চীৎকারস্বরে বলিয়া উঠিল,— "গেলাম রে, গেলাম রে! খরগোষ মহাশয়! থামুন থামুন! আর না, আমার নৌকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

তখন খরগোষ নৌকা থামাইল এবং শৃগালের সেই নিমজ্জমান নৌকার অদূরে নিজের নৌকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল,—"ওরে পাপিষ্ঠ শৃগালের ধাড়ী! নিরপরাধ ওবাছানকে কে হত্যা করিয়াছিল? সেই মহা-পাপের প্রতিশোধ লইবার ভার আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। পট্ পট্ পর্ব্বত ও

সেই দন্তক্ষতের ঔষধ, এ সব তোর শাস্তির এক এক অংশ; আর আজ তাহার শেষ।"

ইহা বলিয়া শাস্তিদাতা খরগোষ দৃঢ়-মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তে দাঁড় তুলিয়া ধরিয়া শৃগালের মৃন্ময়-নৌকায় এক প্রচণ্ড আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা সহিত শৃগালের দেহ সমুদ্রের অতল জলে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল।

সাধু-প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া শ্বেত খরগোষ যথাকালে ওজিছানের নিকট উপস্থিত হইয়াছে ও সকল সংবাদ বলিয়াছে। ওজিছান, পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল বলিয়া, এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন এবং সেই উপলক্ষে সকলের সম্মুখে শ্বেত খরগোষকে আপনার পরম উপকারী সুহৃদ্রূপে গ্রহণ করিয়া সুখী হইলেন।　শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

---

# জাপানের অভ্যুদয়।

ধর্ম্মের কি সূক্ষ্ম গতি! অধ্যবসায়ের কি ঐন্দ্রজালিক শক্তি! সংশিক্ষার মধ্যে কি অদ্ভুত সঞ্জীবনী! তিনটিই যেন এক; সেই অব্যক্ত ত্রিমূর্ত্তি।—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর (God, Holy ghost, Spirit). প্রত্যেক জাপানী যেন ত্রিমূর্ত্তিতে অনুপ্রাণিত। প্রত্যেক জাপানীর দেহে ইহারা অনুক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদিগকে উন্নতির চরমসীমায় প্রধাবিত করিতেছে। ব্রহ্মা ধর্ম্মমূলক সংশিক্ষার দ্বারা জাপানীর হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মাইয়া দিতেছেন; বিষ্ণু কিরূপ চেষ্টায় ও কি স্বার্থত্যাগে তাহারা কর্ত্তব্য পালনে ও দেশ রক্ষণে সক্ষম হইবে তাহাই নির্দ্ধারিত করিতেছেন; রুদ্রমূর্ত্তি সেই কর্ত্তব্যপালনের ফল প্রকটন করিয়া জগৎকে দেখাইতেছেন।

এখন কথা হইতেছে, জাপানে উন্নতির পথ এত অল্পদিনে প্রসারিত হইল কিরূপে? কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি সামরিক কি শিল্পচাতুর্য্য, কি শিক্ষা, সকল বিষয়েই এরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কি প্রকারে সাধিত হইল? কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছি,—লোকে বলিত,—"অসভ্য জাপান;" এখন সেই অসভ্য, অশিক্ষিত জাপানই সভ্য-জগতের শিক্ষার আদর্শ হইতে চলিল। "যাহাকে দেখেছি পূর্ব্বে অশ্বপদতলে," সেই আজি কুলকামিনীর কণ্ঠাভরণ হইতে চলিল। তখন ছিল জাপান লৌহময়, এখন সেখানে কাঞ্চনের খনি। এখন তাহারা পরশপাথর পাইয়াছে, ইচ্ছা করিয়া যে দ্রব্য স্পর্শ করিতেছে, তাহাই স্বর্ণে পরিণত হইতেছে। ইহা তাহারা একদিনে প্রাপ্ত হয় নাই; ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছে; তন্ময়চিত্ত হইয়া যোগাভ্যাস করিয়াছে; মুখে রক্ত উঠিয়াছে,

মাথার ঘাম পায়ে পড়িয়াছে; কতদিন অনশনে কত রাত্রি জাগরণে কেটে গেছে, তাই আজি তাহারা স্বীয় পরিশ্রমের অমৃতময় ফল ভোগ করিতেছে। আপনি খাইতেছে, অপরকে খাওয়াইতেছে। অনাটন হইলে আপনি অনশনে থাকিয়াও ক্ষুধার্ত্তের মুখে অন্ন দিতেছে। স্বদেশীর মুখ শুষ্ক দেখিলে আপন মুখের গ্রাস তাহার মুখে তুলিয়া দিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছে। বৃদ্ধা মাতাকে একা গৃহে রাখিয়া দেশরক্ষার্থে পুত্র যুদ্ধে যাইতে পারিতেছে না দেখিয়া, মাতা স্বহস্তে আপন বুকে শাণিত ছোরা বসাইয়া পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্তরায় ঘুচাইয়া দিতেছেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই প্রগাঢ় ধর্ম্মবলে বলীয়ান্—দুরতিক্রম কর্ত্তব্যজ্ঞানে উদ্দীপ্ত। কর্ত্তব্য সাধনার্থ তাহারা সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে, এমন কি, দেহ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত নয়, "হয় যদি বিবর্দ্ধিত স্বদেশ-গৌরব"।

এক্ষণে পূর্ব্বের জাপানের অবস্থার সহিত তুলনা করিলেই এই অভ্যুদয়ের কারণ নির্দ্ধারিত হইবে।

জাপানের সম্রাট্‌কে কোটে (Kwotei) বলে। সাধারণতঃ বৈদেশিকগণ তাঁহাকে মিকাদো বলেন। বর্ত্তমান সম্রাটের নাম মুসিটো (Mutsuhito)। তিনি ১৮৬৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার শাসনের প্রতি বর্ষকে মেয়জি (Meizi) বলে। তাঁহার পূর্ব্বে দেশে একাধিক রাজা রাজত্ব করিতেন এবং জাপান অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সকলেই আপনাপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতেন। ১৮৬৭ সালের পূর্ব্বে, এমন কি বর্ত্তমান সম্রাটের অভিষেকের সময়েও—সমগ্রদেশে অশান্তি বিরাজিত ছিল। উচ্চশ্রেণীর হস্তে সাধারণ লোকে অতিশয় কঠোরভাবে নিগৃহীত হইত। তখন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি ছিল না। রাজা প্রজার মধ্যে প্রাণের টান ছিল না। রাজা প্রজাকে ও প্রজা রাজাকে অকপটচিত্তে বিশ্বাস করিত না। সকলেই আপন আপন স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত ছিল। রাজার বাৎসল্য ও প্রজার রাজভক্তি অতীব শিথিল ছিল। বর্ত্তমান জাপানসম্রাট্ সিংহাসনাধিরূঢ় হইবার পূর্ব্বে কিয়োটো (Kioto) একটী যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সেই যুদ্ধের গোলাগুলি অজস্রভাবে রাজপ্রাসাদে বর্ষণ করা হইয়াছিল। এই ঘটনা আলোচনায় ইংলণ্ডের মধ্যযুগের কথা মনে হয়।

বর্ত্তমান সম্রাটের পূর্ব্বে শতাব্দী ধরিয়া সোগানদিগের (Shogun) সামরিক গবর্ণমেন্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তখন সামরিক কোন কার্য্যের উপর সম্রাটের হাত ছিল না। এখনকার মত জাপানী সৈন্য শিক্ষিত ছিল না। তখন গুণের আদর অপেক্ষা স্বীয় পক্ষাবলম্বীর আদর ছিল। তবে, অতি প্রাচীন কালে সম্রাট্ ও

সাম্রাজ্ঞী পর্য্যন্ত অনেক যুদ্ধে সেনানায়ক হইয়াছিলেন বলিয়া অনেক দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। রাজারা সকল বিষয়ে নিজে লক্ষ্য রাখিতেন না। পূর্ব্বে শিল্পের যদিও বিশেষ উন্নতি হয় নাই বটে, কিন্তু শিক্ষা কতকটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তবে এখন জাপানে যেরূপভাবে বিদ্যা অর্থকরী ও সম্পদের আকর হইয়াছে, তখন ইহার এক আনার কমও ছিল কিনা সন্দেহ। এ সকল বিষয় আমরা পরে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিব।

এখন জাপানে যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজা ও দেশহিতৈষী বিদ্বান্ মন্ত্রণাদাতা ও ধর্ম্মমূলক শিক্ষা। মিকাদোর ন্যায় প্রজারঞ্জন, প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, অধ্যবসায়ী, পাঠানুরক্ত; সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী রাজা অতি বিরল। তিনি মর্য্যাদা রাখেন; রাজ্য-হিতৈষীর পুরস্কার দেন। তিনি (Gaku-monjo বা) বৈঠকখানায় রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি সর্ব্বদা প্রজার মঙ্গলচিন্তায় ব্যস্ত। জাপানে যত সংবাদ-পত্র প্রচারিত হয়, তাহার অনেকগুলিই রাজবাটীতে যায়, সম্রাট্ তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্বয়ং পাঠ করেন; সুতরাং বাহিরের খবর তাঁহার বড় একটা অগোচরে থাকিতে পায় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংবাদও অবগত হইবার জন্য তিনি অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রজাহিতৈষিতা তাঁহারই লিখিত পদ্য হইতে অবগত হইতে পারা যায়। তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন।

"Inishiye no
Fumi miru tabiri
Omoo Kana
Ohoga osamuru
Kuni waikanito"

Whenever I open
The ancient Books
The one thing I ponder is,
How goes it with the people I
rule.

যখনই আমি কোন প্রাচীন পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করি, তখনি আমার নজরে প্রজাগণ কিরূপ সুখে আছে, এই কথাই মনে হয়। প্রজাই রাজার প্রাণ, সুতরাং রাজাও প্রজার প্রাণ। রাজাও প্রজার সুখের জন্য সকল উপায় অবলম্বন করিতেছেন। প্রজারা রাজার জন্য প্রাণ দিতে কাতর নহে। ভালবাসার প্রতিদান আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। এখন জাপানে দেশ-হিতৈষীর অর্থ রাজভক্ত, রাজভক্তের অর্থ দেশহিতৈষী। তাঁহার অধিরোহণের সময়ে অন্যান্য রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে Iwa-kura একজন প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। Iwakura ইউরোপ ও আমেরিকায় দূতভাবে ভ্রমণ করিয়া ঐ সকল দেশের রীতি-নীতি বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন পাশ্চাত্য শিক্ষাভিজ্ঞ ও পাশ্চাত্যনীতিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি তাঁহার মন্ত্রণাদাতা। এই সকল মহাত্মাদিগের

নিকট হইতে তিনি প্রজাগণের রাজভক্তি দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ পবিত্র উপায় সকল অবগত হইয়াছিলেন।

তিনি নিজ খেয়ালে কথনও অনুপযুক্ত মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন না, কিম্বা উপযুক্ত লোককে বিদায় দেন না। রাজা ও প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তাঁহার অপ্রিয় হইলেও তিনি তাহার নিয়োগে বাধা দিতে চেষ্টা করেন না।

পূর্ব্বে জাপানি সম্রাট্‌গণ কথনও মন্ত্রণা-দাতাদিগের মৃত্যুকালে তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের বাটী যান নাই। ইহাতে তাঁহারা অপমান বোধ করিতেন এবং ইহা অতি ঘৃণাজনক কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাট্ ভিন্ন প্রকৃতির লোক; Prince Sando and Iwakura—র মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সম্রাট্ স্বয়ং তাঁহাদের বাড়ীতে তাঁহাদিগকে দেখিতে গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান President of the house of Peers, Prince Iyesato Tokugawa বহুদিবস ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কোনও রাজকার্য্যের আন্দোলন হইলে রাজা ধীরভাবে সমস্ত কথা শ্রবণ করেন এবং শেষে দুই চার কথায় তাঁহার মত প্রকাশ করেন। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ মত সকল ঈশ্বরবাক্য বলিয়া গৃহীত হয়। ইংলণ্ডে Parliament মহাসভায় প্রায়ই যেরূপ তুমুল কাণ্ড হইতে শুনা যায়, এখানে সেরূপ কিছু হয় না। সকল কার্য্য ধীরভাবে পরিচালিত হয়। জাপানের প্রজারা রাজাকে দেবতা ও প্রাণের বন্ধু বলিয়া জানেন, তাঁহাকে বাঘ ভালুকগোছের একটা মনে করিয়া সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকেন না। প্রজারা রাজাকে দেবতা মনে করেন। রাজার মনে অশান্তি হইলে প্রজা কথনও সুখে থাকিতে পারে না এরূপ সকলের ধারণা। এইরূপ ভাবে যে দেশে শান্তির উপর রাজ্য সংস্থাপিত, সে দেশে সুখের অভাব হইবে কেন?

( ক্রমশঃ )

---

# এই সেই।

"সে আজ এক যুগের কথা" (সৌধ অট্টালিকা, তাহার উত্তর পূর্ব্ব কোণে সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকার ধারে বিকশিত কামিনী-কুসুম-তরুমূলে চিন্তা সখী সহ গতানুশোচনায় ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি উপবিষ্ট।)

"প্রিয়তমা সহোদরা, স্নেহময়ী জননী এবং জীবন-সমুদ্রে একমাত্র ভেলা, আপদে বিপদে দোসর, সংসার-সমরে সারথি, ভ্রমণে অনুচর, ভ্রাতৃবৎসল সহোদর। সকলেই একে একে কালকবলে নিপতিত হইলেন; অপত্য ও জামাতৃশোকে হৃদয় দগ্ধীভূত! এ সংসারে, এ অশান্তির আগারে আর বাস করা ভার। বিধির কি অবিচার!! আজ কোথায় সহোদর সহোদরা, পুত্র কন্যা সহ মনের আনন্দে দিন যাপন করিব এবং বৃদ্ধা মাতার চরণসেবা করিয়া হৃদয়ে অপার সুখ

অনুভব করিব, না আমি আজ প্রিয়জন হারাইয়া সংসার মরুভূমিবৎ দেখিতেছি! এক ঘোর অমানিশায় এইরূপ চিন্তানলে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলাম। সুকুমারমতি কনিষ্ঠা কন্যা বড় আদরের মেয়ে। তাহার মুখে একবার দক্ষিণ হস্ত বুলাইলাম, আর মনে মনে বলিলাম আমার স্বর্ণপ্রতিমাখানি, আর কি কখন তোকে দেখিব! প্রিয়তমা স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিলাম, এই কণ্টকময় সংসারারণ্যে বিচরণকালে আমার পায়ে কণ্টকাঘাত লাগিবে এই ভয়ে কত সময় তুমি বুক পাতিয়া দিয়াছ। আজ আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত। কাল কেহ আমার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলে কে উহু বলিবে? তুমি স্বর্ণলতিকার ন্যায় ক্রমবৎ আমাকে প্রেমে বন্ধন করিয়াছিলে। আজ প্রবল শোকঝটিকাঘাতে আমি তোমার প্রেম-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিলাম। কাল তুমি ভূতলে লুণ্ঠিতা হইবে, কে তোমাকে ধরিয়া তুলিবে? আমার শরীরের কোন স্থান মশকদষ্ট দেখিলে তোমার হৃদয়ে অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছ; কাল বিজন বনে আমাকে সর্পে দংশন করিলে, কে চাহিয়া দেখিবে? প্রিয়তমে—না, ও সম্বোধন আজ আমার সাজে না; আমি তোমাকে সংসার পাথারে কাণ্ডারীবিহীন তরীর ন্যায় ভাসাইয়া যাইতেছি, আমার হৃদয়ে কি ভালবাসার লেশমাত্র আছে—অভাগিনি! আমি চলিলাম,! স্ত্রী ঘুমের ঘোরে আলস্য ভাঙ্গিয়া "হুঁ" শব্দ করিলেন, আমি উহাই বিদায় মানিয়া লইলাম।

এক পা ঘরে, অন্য পা দরজার বাহিরে। ঘোর অন্ধকারময় রজনী, তাহাতে আবার বৃষ্টি পত্রোপরি পতিত হওয়ায় ঝর ঝর শব্দ উত্থিত হইতেছে। ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সাহসে বুক বান্ধিয়া মনে মনে বলিলাম, কিসের ভয়? মরিবার? আমার বাঁচিয়া আর সুখ কি? মরিলেই তো আমার শান্তি। তখন গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। বহির্দ্বারে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও কমণ্ডলু লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা গ্রহণ করিলাম। বাহিরের ঘর হইতে অগ্রজের ভগ্ন যষ্টি লইলাম। পৃষ্ঠে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, দক্ষিণ হস্তে যষ্টি, বাম হস্তে কমণ্ডলু। ভাবিলাম এখনও সাজ পূর্ণ হয় নাই। অন্দর বাটীতে প্রবেশ করিয়া যে স্থানে গৃহিণী নিত্য উনানের ছাই ফেলেন, তথায় গিয়া সর্ব্বশরীরে বেশ করিয়া বিভূতি লেপন করিলাম। এখন সাজ পূর্ণ হইল বুঝিলাম।

যদি বাটীর কেহ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া পড়ে, তবে আমি আটক পড়িব, এই ভাবিয়া দ্রুতপদে বাটী হইতে নির্গত হইলাম। রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। কিছুদূর গিয়া রাস্তার দুই পার্শ্বে বড় বড় তালগাছ। একটা রাত্রিচর পেচক সুদীর্ঘ তালগাছের উপর হইতে বলিতেছে;—"সুন্দরি! বুঝলুম;" অন্য একটী পেচক নিকটবর্ত্তী বাঁশবন হইতে উত্তর দিতেছে; "বুঝলুম।" আমি সন্ন্যাসীর বেশে সংসার ত্যাগ করিয়া

যাইতেছি,—সেই কথাই উঁহারা বলাবলি করিতেছে, আমি ইহাই বুঝিয়া লইলাম। অল্পক্ষণমধ্যে নদীতীরে বাজারের ঘাটে পৌছিলাম। ভাবিলাম বাটীর কেহ আমার অনুসরণ করিতে পারে, অতএব নদী পার হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। ঘাটে একখানি পানসি নৌকা বাঁধা ছিল। নিকটে গিয়া বলিলাম, "মাঝি আমাকে নদী পার করিয়া, দিবে?" এত রাত্রে সন্ন্যাসী দেখিয়া মাঝির মনে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে। মাঝি উত্তর করিল,—"হাঁ ঠাকুর।" সহজে নদী পার হইলাম। পারে উঠিয়া দ্রুতপদে চলিলাম। কত খাল, বিল, মাঠ, ময়দান, জনপদ পশ্চাতে রাখিয়া, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলাম।

এখন সূর্য্যদেব উদয়-গিরি হইতে নিজ কিরণজাল বিস্তার করিয়া পূর্ব্ব গগনে উদয় হইবার আয়োজন করিতেছেন। বিহঙ্গকুল কিচির মিচির, বিশেষতঃ বায়স "কা" "কা" রবে সূর্য্যদেবের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে।

পল্লিগ্রামে কাঁচা রাস্তা। গত রাত্রে অল্প অল্প বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তায় কাদা হইয়াছে। নগ্ন পদে চলা অভ্যাস নাই, তাহাতে আবার রাস্তায় কাদা, বড় কষ্ট হইতেছে। এখন আমায় কে দেখিবে, কাহার হৃদয় আমার ব্যথায় ব্যথিত হইবে। যাহারা আমাকে আমার বলিত, যাহারা আমার দুঃখে দুঃখিত হইত, তাহারা সকলেই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর নিদারুণ বিধির অবিচারে যমালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। বাকি যাহাঁরা আছে তাহারা কোথায়? আমি তাহাদিগকে অনেক দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি। আজ তাহারা নিরাশ্রয়, আমি পথের ভিখারী।

বেলা দশটা। আমি প্রতিদিন ৯টার সময় আহার করি। আহারের সময় অতীত হইয়াছে, ক্ষুধায় জঠরানল জলিয়া উঠিল। পিত্তে পেট গুড় গুড় করিয়া উঠিল, পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। আর চলিবার শক্তি নাই, বসিয়া পড়িলাম। ক্ষণেক বিশ্রামের পরে অদূরে একটী সরোবর দেখিতে পাইলাম। ধীরে ধীরে সরোবরে অবতরণ করতঃ দুই চারিটী মৃণাল তুলিয়া তাহার কিয়দংশ দ্বারা জঠরানল কথঞ্চিৎ নির্ব্বাণ করিলাম। তীরে উঠিয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি শয়ন করিলাম।

পথশ্রমে এবং ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রান্তিনাশিনী নিদ্রা-দেবী অজ্ঞাতসারে আসিয়া আমার নয়ন যুগল আবৃত করিয়া বসিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা ঘুমাইলাম।

এখন বেলা দ্বিপ্রহর। মধ্যাহ্ন-তপন খরতর অগ্নিশিখা বর্ষণ করিতেছেন। অশ্বত্থ গাছের ভিতর দিয়া সূর্য্যদেব উঁকি মারিয়া আমার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বোধ হইল যেন সূর্য্যকিরণে উদ্দীপ্ত এক খণ্ড আতসী কে আমার চক্ষের উপরে ধরিয়া রাখিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি, অদূরে একজন সন্ন্যাসি-বেশধারী তেজোময় পুরুষ আমার শিয়রে বসিয়া ধূমপান করিতে-

ছেন। উঠিয়া বসিলাম। কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া মুখ ধৌত করিলাম। আগন্তুক ভদ্রতার সহিত সসম্ভ্রমে ধূমপানার্থ কলিকাটী আমার হস্তে দিলেন। আমি ধূমপানে অনভ্যস্ত। ধূমপান করা সন্ন্যাসীর একটা লক্ষণ। সন্ন্যাসী সাজিয়াছি. সন্ন্যাসীর সহিত মিশিতে হইলে ধূমপান আবশ্যক। যাহা হউক, ভদ্রতার অনুরোধেই হউক, আর যে কারণেই হউক, কলিকাটায় দুই এক বার মুখ বুলাইয়া দিলাম। সন্ন্যাসীর সহিত বাক্যালাপে বুঝিলাম তিনিও এখন আমার সহিত এক পথের পথিক। পথের সঙ্গী মিলিল। সন্ন্যাসীর সহিত প্রেমালিঙ্গন করিয়া মিত্রতা পাতাইলাম। সন্ন্যাসী তখন প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বলিলেন—"যতদিন এই সংসারে থাকিব তোমার সহিত থাকিব, তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।"

দুইজনে বহুদিন কাশি, দ্রাবিড়, মথুরা প্রভৃতি নানা স্থানে পর্যটন করিলাম। কখন বৃক্ষমূলে, কখন বা গিরিগুহায়, কখন জঙ্গলে, কখন বা লোকালয়ে বাস করিতাম। আমরা সাধারণতঃ ফল মূল আহার করিতাম। লোকালয়ে কেহ কখন দুগ্ধাদি দিলে গ্রহণ করিতাম। আহার্য্য দ্রব্য সংগৃহীত হইলে ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীকে দেখিলে তাহাকে না দিয়া আহার করিতাম না। আহারান্তে ভক্ষ্য দ্রব্য কিছু অবশিষ্ট থাকিলে পশুপক্ষীদিগকে যত্নপূর্ব্বক উহা প্রদান করিতাম। (ক্রমশঃ)

---

# বামাবোধিনীর বার্ষিক সভা।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিগত ২৮শে ভাদ্র, রবিবার, ৯নং আণ্টনি বাগান লেনস্থ ভবনে "বামাবোধিনী" পত্রিকার ষষ্ঠ-চত্বারিংশ জন্মোৎসব-সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সভায় উপস্থিত—

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন, সভাপতি।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
" সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।
" ত্রৈলোক্যনাথ দেব।
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র, শোভাবাজার রাজবাটী।
" কিশোরীমোহন রায়, কাকিনা।
" নৃত্যগোপাল সরকার।
" বিপ্রচরণ বসু, কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীমতী শ্যামকুমারী দেবী।
" বিরাজমোহিনী দেবী।
" প্রেমলতা দেবী।
" শান্তশীলা মজুমদার।
এবং অন্যান্য সদস্য ও মহিলাবৃন্দ।

সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছায় শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঈশ্বরোপাসনা

করিলে পর, সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। পণ্ডিতপ্রবর সভাপতি মহাশয়ের জ্ঞান-গর্ভ, মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গের অন্তরে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদ্রেক হইল।

"অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কোনও পত্রিকা ভারতে প্রচারিত হয় নাই, যখন স্ত্রীজাতি পশ্বাদির ন্যায় ঘোর মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, স্ত্রী-জাতির বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা অতীব অমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া যখন সাধারণের কুসংস্কার ছিল, তখন "বামাবোধিনী" প্রথম আবির্ভূতা হইয়া, ক্ষীণ দীপশিখার ন্যায়, অশিক্ষিতা বঙ্গ-মহিলাবৃন্দের অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে শিক্ষার নবালোক বিকীর্ণ করিয়া, ক্রমে সমগ্রদেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে, ইহা কি অল্প আনন্দের বিষয়! কিন্তু যিনি অক্লান্ত যত্ন ও অটল অধ্যবসায় সহকারে ঐ দীপশিখার জ্যোতি বঙ্গীয় রমণী জাতির হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টায় সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়াছেন, তিনি কোথায়! মহিলাজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণে জীবনোৎসর্গকারী সেই মহাত্মা উমেশচন্দ্র আজ কোথায়! তিনি স্বদেশের অনন্ত মঙ্গলের পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, এক্ষণে নিত্যানন্দ অমরধামে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। তাঁহার প্রশান্ত, পাবন মূর্ত্তি আর আমরা দেখিতে পাইব না! ভাবিতে গেলে বিষাদরূপ ঘনঘটায় হৃদয়াকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তিনি এই ভারতের ভাবী মঙ্গলের পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তৎকৃত এই মহোপকারের জন্য মহিলা-সমাজ তাঁহার নিকট অনন্ত কাল কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবে। যদি কাহারও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রতিদানেচ্ছার উদ্রেক হয়, তবে তাঁহার প্রিয় বস্তু, তাঁহার যতনের ধন, তাঁহার হৃদয়ের রক্ত—বামা-বোধিনীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইলে এবং অকপট-চিত্তে ইহার মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত থাকিলে তাঁহার প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা দেখান হইবে। স্বদেশের ও স্বদেশের নারীকুলের অকপট বন্ধু, সাধুকার্য্যমাত্রেই সহায়, ধর্ম্মপ্রাণ, দীনবন্ধু, মাতৃভূমির সর্ব্বস্ব ধন, সেই ক্ষণজন্মা ধর্ম্মবীরের কৃতি ও কীর্ত্তিরক্ষণে এবং তৎপ্রদর্শিত পুণ্যমার্গের অনুসরণে যদি আজি দেশবাসীরা উদাসীন থাকেন, তবে বুঝিব, এ দেশের সমুন্নতি এখনও সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে।" ইত্যাদি।

বামাবোধিনীর সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন এবং উহার সর্ব্বত্র বহুল প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে, এ দেশের বামাকুলের যে কিরূপ প্রযত্ন ও উদ্যম প্রদর্শন করা উচিত, তাহা সভাপতি মহাশয় নিজ মর্ম্মনিঃসৃত জলন্ত ভাষায় সকলকে বুঝাইলেন। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে সদস্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বামাবোধিনীর উন্নতি-কল্পে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে প্রেমভাব জাগরিত হওয়ায় কেহ কেহ নিজ আত্মীয় বন্ধুদিগকে বামাবোধিনীর গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া

দিয়া তাঁহাদের নিকট পত্রিকা পাঠাইতে কার্য্যাধ্যক্ষকে অনুরোধ করিলেন।

মহিলাগন সুললিত ভগবৎসঙ্গীতে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তরঞ্জন করিলে পর, বামাবোধিনীর প্রতি সভাপতি মহাশয়ের অক্লান্ত যত্ন ও প্রগাঢ় অনুরাগের জন্য সভ্যগণ একবাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সভ্য এবং মহিলাগণকে সাদরসম্ভাষণে পুলকিত করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

## গৃহচিকিৎসা—পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। রক্ত আমাশয়ের ঔষধ—কচি আমপাতা, কচি জামপাতা, ও কচি আমরুলপাতা,—প্রত্যেককে সমভাবে লইয়া, থেঁতো করিয়া উহার এক ছটাক রস লইবে, এবং উহা মাটির পাত্রে করিয়া অগ্নির উত্তাপে বসাইলে, উহার শিটে পৃথক্ হইয়া নির্ম্মল রস নিম্নে থাকিবে। ঐ রস মিছরির গুঁড়ার সহিত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় এক ঝিনুক মাত্রায় সেবন করিবে।

২। রক্ত আমাশয়ের ঔষধ—ইষফগুলের ভূষি ১০ তোলা, মিছরির গুঁড়া ১০ তোলা একত্র করিয়া, সমভাগে ২০টী পুরিয়া করিবে। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় উহার এক এক পুরিয়া সেবন করিবে।

৩। রক্ত আমাশয়ের ঔষধ—থড়েল নারিকেলের শাঁস এক ছটাক ও দধি এক ছটাক পরিষ্কার শিলে উত্তমরূপে পিষিয়া, আর এক ছটাক দধির সহিত মিশাইয়া, প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিবে।

৪। টাকের ঔষধ—কাঁটানটের শিকড় পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধুইয়া শিলে বাটিয়া এক তোলা পরিমাণ প্রস্তুত করিবে। উহা টাকের স্থানে অন্ততঃ ১০ মিনিট করিয়া ঘর্ষণ করিবে। প্রত্যহ নূতন করিয়া উহা প্রস্তুত করিবে। ঐ প্রস্তুত করা ঔষধ ডেলা পাকাইয়া, স্নানের সময় পর্য্যন্ত টাকের স্থানে লাগাইয়া রাখিবে। টাকের স্থান সমস্তই যাহাতে ঔষধ দ্বারা আবৃত হয়, সেইরূপে লাগাইয়া রাখিবে।

৫। পালাজ্বরের মহৌষধ—কাঁকড়ার গর্ত্তের উপরের মাটি লইয়া, জ্বরের দিন প্রাতে বাসিমুখে ঐ মাটি দ্বারা চন্দনের ন্যায় নাসাগ্র হইতে কপালের ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত ফোঁটা করিবে।

কাঁকড়ার গর্ত্তের উপর একপ্রকার মাটি জমিয়া থাকে। ঐ মাটি পুকুরের ধারে বা মাঠে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়।

৬। বমননিবারণের ঔষধ—চালিতার কুঁড়ির রস ১ তোলা পরিমাণ সেবনে সর্ব্বপ্রকার বমন নিবারিত হয়।

৭। হাত পায়ের জ্বালা—দধির ননি (মাখম) অর্দ্ধপোয়া ও তুঁতে ।০ আনা, উত্তমরূপে একত্র মিশাইয়া, ফেটাইয়া, প্রত্যহ ৩।৪ বার হাত পায়ে মালিস করিবে।

৮। অর্দ্দিতরোগ অর্থাৎ নাক, মুখ, চোখ, ঘাড় যাহাতে বাঁকিয়া যায়। ঐ রোগে, দুই কোয়া রশুনের সহিত মাখম প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া সেবন করিলে, উক্ত রোগের উপশম হয়।

---

# বেদান্তদর্শনের কিঞ্চিৎ আলোচনা।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের ন্যায়, বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিও দুঃখবাদে। জীবের জীবত্ব-জ্ঞানই এই দুঃখের আকর। বাইবেলে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়া আদি; মানুষ যেমন পাপী হইল, সেইরূপ বেদান্তমতে জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভাবিয়া এই দুঃখের বোঝা মাথায় করিল। তবে বেদান্তদর্শনকার ইহাকে জ্ঞান বলেন নাই, ইহাকে অজ্ঞান বা মায়া বলিয়াছেন। ব্রহ্মই জীব, জীবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও জীবে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, কিন্তু কোথা হইতে এক অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়া আসিয়া জীবে ও ব্রহ্মে ভেদজ্ঞান জন্মাইয়া জীবকে মহা-দুঃখার্ণবে ভাসাইয়াছে। এই দুঃখার্ণব উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় এই মায়া বা অ-জ্ঞানের বিনাশসাধন। বেদান্তের যাহা কিছু সাধনা, তাহা এই জন্য অভাবাত্মক অর্থাৎ আমি আমাকে বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা জানিতেছি তাহা আমি নহি, আমি জীব নহি, ইহা আমার মায়িক অবস্থা। এই মায়া কিসে বিনষ্ট হয় তজ্জন্য সাধনা। জীবের অজ্ঞান বা মায়া জীবকে বলিয়া দিতেছে যে, তুমি ব্রহ্ম নহ, আর জীবের জ্ঞান বলিয়া দিবে যে, জীব। তুমি জীব নহ, তুমি ব্রহ্ম, কিন্তু জীবের ঐ অজ্ঞান বা মায়া বিনষ্ট না হইলে এই জ্ঞান প্রকাশিত হইবে না। এখন প্রশ্ন দাঁড়াইল,—ব্রহ্ম আপনাকে মায়াভিভূত করিয়া জীব হইয়া-ছেন, সেই মায়া অপনীত হইলেই তিনি যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই হয়েন বা থাকেন। ব্রহ্ম কেন মায়া দ্বারা অভিভূত হইলেন? আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য। কার কাছে? আপনার কাছে। কেন তিনি কি আপনাতে আপনি ছিলেন না? বেদান্ত-দর্শন এ প্রহেলিকার কোনও মীমাংসা করিতে পারেন নাই। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষরূপ দ্বৈতবাদ ঠেলিয়া অদ্বৈতবাদে উপনীত হইতে গিয়া তিনি মায়াবাদে জড়িত হইয়া পড়িলেন। সমুদ্রের এক ঢেউ উত্তীর্ণ হইতে না হইতে আর এক ঢেউর মধ্যে পড়িলেন। ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যা বা মায়া আসিয়া জুটিল। এ মায়া যে কি? তাহা তিনি বুঝাইতে পারেন নাই—যাহা বলিয়াছেন তাহা ব্রহ্ম-বিরোধী ভাব, অজ্ঞান বা অবিদ্যা। বেদান্তসার বলিতেছেন,—"মায়া ভাবরূপী কোন কিছু,

ইহা জ্ঞানের বিরোধী। ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে।" অথচ মায়ার কার্য্য অদ্ভুত, অনির্ব্বচনীয়। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মও ইহাদ্বারা অভিভূত হইলেন। এ মায়ার কথা তিনি অদ্বৈতবাদ সমর্থনের জন্য না তুলিলেও তুলিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে দর্শনকার সৃষ্টিতত্ত্ব বা সংসারতত্ত্ব কিছুই বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। মায়া না থাকিলে সংসারও হয় না, জীবও হয় না। সুতরাং সংসারে, জীবে, ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে মায়াকে থাকিতেই হইল। অদ্বৈতবাদের জন্য দ্বৈতবাদ আবশ্যক হইল। অদ্বৈতজ্ঞান দ্বৈতজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের মায়া এ দুই যদি স্বতন্ত্র কিছু হয় বা থাকে, তবে আর অদ্বৈতবাদ কিরূপে হয়? আর জীবের জন্য, সংসারের জন্য, ব্রহ্ম যদি অগত্যা বাধ্য হইয়া এই মায়া উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই বা অদ্বৈতবাদ কোথায় রহিল? আর এই মায়া যদি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি হয়, তাঁহার জ্ঞান ও প্রেমধাদ ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় এবং সংসার ও জীব তাঁহার সেই শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের লীলাক্ষেত্র হয়, যদি এ সকলের ভিতর তিনি বিরাজ করেন, তবে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের এক অপূর্ব্ব সম্মিলন হইল। দ্বৈতাদ্বৈত মিশিয়া এক ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদে পরিণত হইল। জীবের ভ্রম আছে, দুঃখ আছে, অজ্ঞান আছে, এ সকলি সত্য। এ সংসার এবং ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহার কিছুরই উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না, স্থাপন করিলেও প্রতারিত হইতে হয়, কিন্তু তা বলিয়া এ সকল জীবের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক নহে। ইহারা সকলেই শিক্ষা দান করে। বেদান্তের সেই নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প, নিরুপাধি, নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনি অজ্ঞেয়, অমেয় ও অচিন্ত্য, তিনি আছেন কি নাই, এবং থাকিলেই বা কিরূপ? এ সম্বন্ধে যদি কেহ কখন প্রশ্ন করিয়া থাকে, তখনই দ্বৈতবাদের পরিচয় হইয়াছে এবং এ প্রশ্নের যদি কেহ কখন কোন সদুত্তর পাইয়া থাকে, তাহা হইলেই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের অপূর্ব্ব সম্মিলন বা সামঞ্জস্য হইয়াছে। শ্রুতি, গীতোপনিষদ্ গ্রন্থে এই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের প্রয়াস দেখা যায়।

ব্রহ্ম—সকল লক্ষণ, সকল বিশেষণ, সকল গুণ, সকল উপাধির অতীত হইলেও তিনি স্বপ্রকাশ, আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন। তিনি স্বরূপতঃ নিরুপাধিক হইলেও আপনার ইচ্ছা বা বিচিত্র মায়া শক্তিতে এই জগৎ ও জীব সৃষ্টি করেন এবং আত্মজ মানবে তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের পরিচয় দেন। কেবল ইহাই নহে, জ্ঞান ও ভক্তিরূপে তাহাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সহিত তাহাদের একত্ব দর্শন করাইয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন। তাঁহার এই আত্মপরিচয়ের কোথাও অন্ত হয় না। তিনি অপার ও অনন্ত। অন্ধকার রাত্রে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জীব বা সংসার ভ্রম হইতেছে না। জীব ও

সংসার সেই ব্রহ্মেরই প্রকাশ। জড়ে তাঁহার শক্তি, জীবে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। ফুলটী ফুটিবার পূর্ব্বে কিছু বৃক্ষের বাহিরে ছিল না, বৃক্ষের অন্তর্ভূতই ছিল, ফুটিয়া বরং বৃক্ষের বাহিরে প্রকাশিত হইল, অথচ বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নহে। সেইরূপ সংস্বরূপ ব্রহ্মে এই জগৎ ও জীব প্রকাশিত হইয়াছে। মানবে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ফুটিতেছে।

---

## নূতন সংবাদ।

১। আশ্চর্য্য ধর্ম্মের কল—পৈসা আকবর নামক পত্রিকায় এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন ;—জব্বলপুর জেলায় একটী গ্রাম্য বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটিয়াছে। কয়েক দিন গত হইল, উক্ত বিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষক একটী অল্পবয়স্ক ছাত্রকে, ছুটীর পর বিদ্যালয়ের এক ক্ষুদ্র ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং তাহাকে বলেন—সে দিনের পড়া সে মুখস্থ না করিলে তাহাকে বাটী যাইতে দিবেন না। সেই বালকের গাত্রে স্বর্ণালঙ্কার ছিল। ছুটীর পর বিদ্যালয়ের সমস্ত বালক বাটী গমন করিলে, শিক্ষক বালকটীকে বিদ্যালয়ের এক নিভৃত ক্ষুদ্র ঘরে বদ্ধ করিয়া, তাহার স্বর্ণালঙ্কার হরণ করিবার জন্য, তাহাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাকে রজ্জুদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ছুরী দ্বারা তাহাকে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। ছুরীখানি ভোঁতা ছিল, এজন্য বারংবার আঘাতেও বালকের প্রাণ বাহির হইল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল। সে অসহ্য যাতনায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। বালক কাতরস্বরে বলিল ;—বড় যাতনা! আমাকে এরূপে না মারিয়া, একাঘাতে মারিয়া ফেলুন! অদূরে এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর পড়িয়াছিল ; বালক সেই প্রস্তর দেখাইয়া বলিল—ঐ প্রস্তর দ্বারা এক আঘাতেই আমাকে মারিয়া ফেলুন। শিক্ষক দ্রুতপদে সেই প্রস্তর আনিতে গেলেন। তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, বালকটী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কয়েকজন পথিক ঐ চীৎকার শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং সেই বালকের মুখে সকল কথা শুনিয়া, তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিল ও তৎক্ষণাৎ পুলিসে সংবাদ দিল। তাহারা শিক্ষকের নিকট গিয়া দেখিল—একটী প্রকাণ্ড কালসর্প শিলার পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়া, শিক্ষকের হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে বেষ্টনপূর্ব্বক, তাহার মুখের দিকে ফণাটী তুলিয়া দুলিতেছে। অবিলম্বে তথায় পুলিস আসিল। লোকজন দেখিয়া সর্পটী শিক্ষককে ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। শিক্ষক তৎক্ষণাৎ পুলিসের হস্তে অর্পিত হইল, এবং বালকটীর যথোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল।

বালকটীর প্রাণরক্ষা হইয়াছে। অহো! দয়াময়ের অচিন্ত্য লীলা কে বুঝিতে পারে? তিনি কখনও মাতৃরূপে, কখনও বা কাল-সর্পরূপে জীবনরক্ষা করেন।

২। রামমোহন রায়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভা—২৭শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, কলিকাতা, সিটিকলেজ ভবনে স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ৭৫ বার্ষিক পারলৌকিক স্মৃতি-সভার কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সিটিকলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। সভায় অনেক গণ্য মান্য মহাত্মা উপস্থিত হইয়া,স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতি ও কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—মহাত্মাদের ভৌতিক দেহ অদৃশ্য হইলেও, তাঁহারা শাশ্বত পুণ্যময় কীর্ত্তি-দেহে জগতে চিরজীবী।

৩। ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়গণের উপর ঘোরতর অত্যাচারের কথা বিবৃত করিয়া, সুরাটের প্রাদেশিক সভা বোম্বেলাটের নিকট যে প্রতীকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে বোম্বেলাট তাঁহাদের প্রার্থনায় সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার উত্তরে জানা যায় যে, ইম্পিরিয়াল্ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের যথোচিত অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতেছেন। অদ্যাপি এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। ইহার সন্তোষকর মীমাংসা শীঘ্র হইবে, আশা করা যায়।

৪। ২৮শে সেপ্টেম্বর, মহাত্মা স্যার জেমসেট্জী জিজীভয়ের পুণ্যকীর্ত্তি স্মরণার্থে বোম্বে টাউনহলে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্বয়ং বোম্বেলাট মহোদয় উক্ত সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় পুণ্যশ্লোক জিজীভয়ের নানা সৎকার্য্যে বিপুল অর্থদান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তদীয় পুণ্যোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ধনবান্ মাত্রেরই অনুকরণীয়।

৫। ময়মনসিংহের অন্তর্গত রামগোপালপুরের জমিদার রায় যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহোদয়, ময়মনসিংহের নূতন কলেজের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই মহাত্মার এইরূপ বদান্যতার কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলময় ঈশ্বর, সপরিবার যোগেন্দ্র কিশোরকে চিরজীবী করুন। সৎকার্য্যে দানই অর্থের সার্থকতা। "তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে"।—যাহা সৎকার্য্যে প্রদত্ত না হইল, তাহা বিনষ্ট হইল।

৬। কি ইংলণ্ডে, কি ভারতে, বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার অভাবই অশেষ অনর্থের মূল। মানবের ধর্ম্মজীবন যাবৎ গঠিত না হয়, তাবৎ তাহার অশেষ শাস্ত্রপাঠ ও জ্ঞানার্জ্জন নিষ্ফল। এই গুরুতর অভাবের নিরাকরণ জন্য পুণ্যশ্লোকা আনিবেশান্ত দেবীর অশ্রান্ত ঐকান্তিক চেষ্টায় ইংলণ্ডের বড় বড় লোকে উদ্যোগী হইয়াছেন। জগতের সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের একটী সাধারণ সন্ধিস্থল বা সংযোগভূমি আছে। এজন্য, সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের যাঁহারা অকপট সমুন্নত ধার্ম্মিক, তাঁহারা সকলে একভবাপন্ন। যতই

ঊর্দ্ধে উঠিবে, ততই চতুর্দ্দিকের ভূমি সমতল বোধ হইবে। এ বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাবের প্রতিষ্ঠাই লোকসমাজের প্রকৃত শিক্ষা।

---

# পুস্তকাদি সমালোচনা।

"পাপের পরিণাম"—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নবন্যাস। কি ইংরাজি-ভাষায়, কি বাঙ্গালাভাষায়, ইঁহার রচনা-শক্তি অসামান্য। ইঁহার প্রণীত—"A Visit to Europe"নামক গ্রন্থ ইংরাজি ভাষায় লিখিত এবং এদেশে ও ইংলণ্ডে প্রশংসিত। ইনি ইংরাজি গ্রন্থ রচনায় খ্যাতিলাভে সমর্থ হইয়াও, সে পথে অগ্রসর না হইয়া যে, মাতৃভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ইহা এদেশের বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। ইনি মাতৃভাষায় ক্রমশঃ অনেকগুলি উপন্যাস-গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। ইঁহার সকল গ্রন্থই লব্ধপ্রতিষ্ঠ। হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত, শান্ত—এক-একটী রসের অবতারণায় ও আভোগে ইনি সিদ্ধহস্ত। ঈশ্বরে একান্ত ভক্তি, প্রত্যেক পদার্থেই সেই অনন্ত-শক্তির অপার করুণা ও মঙ্গলভাব, সর্ব্বজীবে দয়া, যথাশক্তি সকলেরই কল্যাণ-চেষ্টা, পাপের বিষময় পরিণাম, জীবে ও ঈশ্বরে নিগূঢ় সম্বন্ধ, নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রভৃতি অনেকগুলি বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য লইয়া ইনি মাতৃভাষায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার প্রসাদে আমরা গম্ভীর নীতিগর্ভ অথচ চিত্ত-বিমোহন অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লাভ করিলাম। ইঁহার বাঙ্গালা রচনা এত সরল,স্বাভাবিক, মধুর, এবং গ্রন্থ সকলের উদ্দেশ্য এত মহান্ যে, তৎপাঠে অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় আর্দ্র হয়, তাহার পাপ-বুদ্ধি প্রশমিত হয়। আবার, গ্রন্থগুলিতে এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনাবলীর সন্নিবেশ যে, পদে পদে পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে থাকে, পড়িতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ এই "পাপের পরিণাম" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আমি সকলকেই, বিশেষতঃ বামাগণকে অনুরোধ করি। ইহাতে "সুবালা"-নাম্নী বালার চরিত্র, বস্তুতই অমৃত দিয়া নির্ম্মিত। বামামাত্রেরই ইহা অবশ্য পাঠ্য ও সর্ব্বথা অনুকরণীয়। এই গ্রন্থে বিজয় ও বিনয়ের চরিত্র, সাধুতার ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার আদর্শস্বরূপ। অরুণকিরণ কমলা-করে পতিত হইয়া যেমন পদ্মের বাহ্য, আভ্যন্তর, দল, কোষ, কেশর, পরাগ প্রভৃতি প্রত্যেক অংশকে উন্মীলিত ও সুরঞ্জিত করে, ইঁহার প্রতিভা-রশ্মি তেমনি প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্থূল, সূক্ষ্ম, সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকল অংশকেই অপূর্ব্বভাবে বিকশিত ও রঞ্জিত করিয়াছে।

আজি কালি, প্রেমের অপভ্রংশ বা বিকারস্বরূপ, আবেগপূর্ণ, জ্বালাময় চিত্র-

সকল অলন্ত ভাষায় চিত্রিত করিয়া অনেক গ্রন্থকার বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছেন। সে সকল নভেল-নাটক-পাঠের বিষময় ফল দেখিয়াও লোকের চৈতন্য হইতেছে না। আমাদের অন্তঃপুরে ও বালক-দিগের হস্তে কিরূপ ভাবের গ্রন্থ পতিত হয়, এ বিষয় অল্প লোকেই অনুসন্ধান করেন। ইহার বিষময় ফল-স্বরূপ কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিবর্ত্তে এক অদ্ভুত, আবেগময়, সমাজ-ধর্ম্ম-বহির্ভূত, কাল্পনিক জীবন পথের অনুসরণ করিয়া অনেকে বিনষ্ট হইতেছেন। সৌভাগ্যের বিষয়,—এই "পাপের পরিণাম" গ্রন্থখানি অসঙ্কোচে আমাদের পুত্রকন্যাগণের হস্তে দিবার সামগ্রী। বালিকা সুবালার মনুষ্য হইতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবে দয়া ও আন্তরিক সহানুভূতি, অটল কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা প্রভৃতি সকলেরি অনুশীলন ও অনু-করণের সামগ্রী। ভারতের গৌরবস্বরূপ মহাত্মা গ্রন্থকার আমাদের সমালোচনার অতীত। তিনি ইতিপূর্ব্বে স্বদেশের প্রভূত কল্যাণসাধনের জন্য, ভারতের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির মহোন্নতিসাধনে দেহপাত করিয়াছেন, স্বয়ং অর্দ্ধাশনে থাকিয়া, নিজ কষ্টোপার্জ্জিত আয়ের অধিকাংশই ঐ সকল মহৎ কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছেন ও করিতেছেন। স্বদেশের কোন্ বিষয়ে কি উপায়ে উন্নতি হয়, এই সাধনার জন্য তিনি ইউরোপের নানা স্থানের কল,কারখানা ও কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-প্রণালী স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ লণ্ডন-প্রদর্শনীতে তিনি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়া, উক্ত প্রদর্শনীতে ভারতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া-ছিলেন। তাঁহার প্রণীত,—"The Art Manufactures of India, A List of Indian Economic Products, A Hand Book of Indian Products and Manufactures, প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থ আমাদের দেশের যে কিরূপ মহোপ-কারক, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার দয়াগুণে অনেকগুলি দীনহীন ব্যক্তি ও অনাথা মহিলার প্রাণধারণ হইতেছে। মঙ্গলময়, দীনবন্ধু জগদীশ এরূপ মহাত্মার জীবন নিরাময় ও অক্ষয় করুন।

---

# বামারচনা।

## পরিচয়।

তুমি স্বপ্ন কিম্বা সত্য শুধাইছে সবে;
তুমি কি স্বপ্নেরি মত মুগ্ধ মনোহর?
অথবা জাগ্রত সত্য চির সহচর,
ছিলে কি রয়েছ তুমি আজো এই ভবে?

আমারে ঘেরিয়া ধরে শুধাইছে সবে,
কি বলিব নাহি জানি হাসি গো নীরবে!
তুমি কি কেবলি স্বপ্ন মধু নিশীথের?
শুধু ক্ষণিকের মোহ তুমি চকিতের?

দক্ষিণ পবনে মেশা ফুলের গন্ধের নেশা,
তুমি কিম্বা প্রতিধ্বনি কোকিলগীতের ?
বসন্তের ফুলবনে শুধু দেখা তব সনে,
চন্দ্রকরে বার্ত্তা আসে তব জগতের
প্রথম উত্তর বায়ু শান্ত শরতের ?

তুমি মোর শুধুই স্বপন,
তবু যেন পড়ে মনে, কবে আধ জাগরণে,
তোমারে দেখেছি গৃহকোণে,
আমার শিয়রপাশে বিজন ভবনে !
তুমি কিগো স্বপ্ন নহ শুধু জাগরণ ?

সুখে দুঃখে শ্রান্তিহীন, জীবনের প্রতিদিন,
আমার জীবনখানি করেছ বরণ ?
তুমি কি সোহাগভরে, বুকেতে রেখেছ ধরে,
আমার ভ্রমণশ্রান্ত কাতর চরণ ?
তুমি কি গো জীবনের একান্ত শরণ ?
তুমি নহ চির জাগরণ !
ক্ষণিক দর্শন তব বিদ্যুতের রশ্মি নব
দূর করে আঁধার স্বপন
নহ তুমি চির জাগরণ !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

---

## বামাবোধিনীর জন্মদিনে।

আজি শুভ উৎসবের দিনে,
প্রাণ কাঁদে বিহনে তোমার ;
সবি আছে, শুধু তুমি নাই,
তোমা বিনে সব শূন্যাকার।

দেব ! তব আদরের ধন,
(আজি) বামাবোধিনীর জন্মদিনে ;
হরিষে বিষাদ সবাকার
সে বিমল স্নেহ সুধা বিনে।

বৎসরের অতীত কাহিনী,
জাগে প্রাণে হইয়া নূতন ;
আজি হায় ! কোথা আছ তুমি,
বলি, কাঁদে আমাদের মন।

সংসারের শোক তাপ ভুলি,
সুখে আছ অমর-আবাসে ;
জানি, তবু নাহি বুঝে মন
প্রাণ কাঁদে নিরাশা হতাশে।

গুরু, পিতা, জ্ঞানদাতা তুমি,
রমণীর হিতৈষী বান্ধব ;
একাধারে এত গুণ কারো—
নাহি কভু কোথা মোরা পাব ?
স্নেহমাখা সে বচনসুধা
পাইব না শুনিবারে আর ,
মধুময় সে দেবমূরতি
হেরিবে না নয়ন কাহার।
তুমি দেব ! স্বরগ হইতে,
হেরিতেছ সদাই সকল ;
আশীষ গো ! বামাবোধিনীরে,
হোক তার বাসনা সফল !
তোমার এ স্নেহের লতিকা,
রহে যেন চিরজীবী হ'য়ে ;
জীবনের কর্ত্তব্য পালন
করে সদা সানন্দে নির্ভয়ে।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 543. November, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।



৪৬ বর্ষ। ৫৪৩ সংখ্যা। { আশ্বিন, ১৩১৫। নবেম্বর, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

দান—বোম্বাইয়ে বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে তত্রত্য শ্রীযুক্ত জ্যাকব স্থাসুন ১০ লক্ষ টাকা, এবং আহামাদাবাদের শ্রীযুক্ত ছিগুভাই মাধোলাল চারি লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এ মহাদানে ইঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

বোম্বাইয়ের কুমারী হামাবাই পেটিট তাঁহার মাতার স্মরণার্থ পার্শীবালিকাদের জন্য একটী অনাথাশ্রম সংস্থাপনকল্পে তাঁহার প্রায় ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি সমস্ত দান করিয়াছেন। এ রমণী ভারত-জননীর আদর্শ কন্যা।

মৃত্যু—শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী নব্বই বৎসর বয়সে স্বামী পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

কলিকাতা আলিপুর পশুশালার অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ রায় বাহাদুর রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয় গত ১৩ই অক্টোবর ৫৮ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

গত ২০শে অক্টোবর ময়মনসিংহের সুবিখ্যাত জমিদার মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, বৈদ্যনাথে জ্বরাক্রান্ত হইয়া ৭০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

ভীষণ বন্যা—গত আশ্বিন মাসে ভীষণ জলপ্লাবনে হায়দ্রাবাদ সহরে পঞ্চাশ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে, পনর হাজার ঘর বাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে এবং এক লক্ষ লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। বিলাত হইতে ভারতসম্রাট্ এবং সিমলা হইতে বড় লাট বাহাদুর হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। সর্ব্বত্র সাহায্য সংগ্রহের ব্যবস্থা; হইয়াছে।

আকবর উৎসব—সিন্ধুদেশে আকবরের জন্ম হয়। গত ১৫ই অক্টোবর